আজকাল

www.aajkaal.in | কলকাতা ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার ১৭ জুলাই ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৬ পাতা | পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

বিকশিত ভারতের

জন্য আধুনিক রেলওয়ে উন্নত পরিকাঠামো

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বিকশিত জলপাইগুড়ি রোড ও হলদিবাড়ী অমৃত স্টেশন

সহ

দেশব্যাপী ৭৫টি পুনর্বিকশিত অমৃত স্টেশন

উদ্বোধন

জলপাইগুড়ি রোড

হলদিবাড়ী

মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

- শহরের প্রাণবন্ত কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিকশিত স্টেশন
- আঞ্চলিক পর্যটন, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার
- আধুনিক যাত্রী বান্ধব সুবিধাসম্পন্ন
- স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ভবনের নকশা
- উন্নত পার্কিং ও প্রশস্ত প্রতীক্ষালয়
- জল সংরক্ষণ, সৌরশক্তি এবং সবুজ পরিসরের ব্যবস্থা

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক

(ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)

১৭ই জুলাই, ২০২৬ | বিকাল ০৩:৩০ | জলন্ধর ক্যান্ট. রেলওয়ে স্টেশন

গৌরবময় উপস্থিতি

আর. এন. রবি
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক

রবনীত সিং
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, রেল এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ - পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ, রাজ্যসভা

নগেন্দ্র রায়
সাংসদ, রাজ্যসভা

ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়
সাংসদ, লোকসভা

/RailMinIndia -তে আমাদের অনুসরণ করুন

ভারতীয় রেল
www.indianrailways.gov.in

ডিডি নিউজে অনুষ্ঠানটির সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

ব্যথা ভুলে যান, স্বাভাবিক জীবনে ফিরুন...
যেখানে ব্যথা, সেখানেই সমাধান...
Trireme
"QUALITY IS OUR HALLMARK & ETHICS IN OUR DNA
SINCE 2012
Painreme®
Gel & Spray
DOUBLE STRENGTH FORMULA
এক স্প্রেয়েই ব্যথামুক্ত জীবনের পথ।
3X STRONGER
Diclofenac Diethylamine, Methyl Salicylate, Oil & Menthol Spray
PAINREME
55 gm
35 GM
Diclofenac Diethylamine, Methyl Salicylate, Linseed Oil & Menthol Gel
Painreme Gel
Low Back & Lumbago
Joint Pains
Neck & Rheumatism
Sprain
Shoulder
Muscular Pain
35 gm
2 Minutes to start Action
ব্যথার জায়গায় 5–10 সেমি দূর থেকে স্প্রে করুন।
দিনে 2–3 বার ব্যবহার করা যায়।
স্প্রে করুন – ম্যাসাজের প্রয়োজন নেই।
Gel -হালকা করে লাগিয়ে ম্যাসাজ করুন।
পিঠে ব্যথা
ঘাড়ে ব্যথা
জয়েন্টে ব্যথা
কাঁধের ব্যথা
গোড়ালি ব্যথা
মাংসপেশিতে ব্যথা
PREMIUM QUALITY PRODUCT
3X বেশি শক্তিশালী।। দ্রুত শোষিত হয় ও দীর্ঘস্থায়ী আরাম দেয়
কোষ্ঠকাঠিন্য নয়_ স্বস্তিই হোক দৈনন্দিন সঙ্গী_ পেট পরিষ্কার _ মন ফুরফুরে।
NATURAL Softogut™ Powder
Sugar Free
আয়ুর্বেদের আশীর্বাদ, সুস্থ জীবনের সাথী।
১ থেকে ২ চামচ (৫-১০ গ্রাম) পাউডার নিন, হালকা গরম জলের সাথে মিশিয়ে খাবেন এবং পরিমাণ মতো জল পান করবেন।
BOWEL REGULATOR
Sugar Free
NET WT. 120 g
Orange Flavour
WORKS OVERNIGHT
Effective Relief from Constipation
Supports Digestive Health
Non-Habit Forming
Probiotic & Natural Prebiotics
পায়খানার নিয়মিত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রাকৃতিক উপায়
হরীতকি
বহহরা
আমলকি
সোনামুখি
ইসবগুল
বেল
বিভীতকী
কোষ্ঠকাঠিন্য | গ্যাস | অম্বল | হজম শক্তির দুর্বলতা |
ক্ষুধামান্দ্য | পেট ফাঁপা | পেট ভারী লাগা
TRIREME LIFE SCIENCES PVT. LTD.
For Trade Enquiry+91- 9830167821 / 9830975858 / 9831007364
- www.triremepharma.com / www.triremegroup.in info@triremepharma.com

আজকাল

www.aajkaal.in
কলকাতা ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার ১৭ জুলাই ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৬ পাতা
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

ইসরো থেকে ইস্তফা দিলেন শতাধিক বিজ্ঞানী

সেঁজুতি হাসপাতাল
NABH স্বীকৃত
কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা
৯৭৩২৫ ৯৭৬৫৩, ৯০৭৩৮ ৮১৮৭৪, ৯৩৩৯৭ ৫৪৪৩০, ৯৭৩৩০ ২৫০৫২
মৌলালী, তালতলা, কলকাতা-১৩

তমলুকের মহাপ্রভু মন্দিরের রথযাত্রা উৎসবে খোল বাজাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার। ছবি: যজ্ঞেশ্বর জানা

কলকাতা, মেচেদা, তমলুক রথ টানলেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতায় ইসকন থেকে শুরু করে তমলুক, মেচেদা— একাধিক জায়গায় রথের রশিতে টান দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নিজেকে প্রভু জগন্নাথের 'দাস' এবং শ্রীচৈতন্যদেবের 'সেবক' হিসেবে পরিচয় দিয়ে পুজো দিলেন তিনি। ইসকনের রথযাত্রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আসাটাই যে রীতি হয়ে গেছে, তা মনে করিয়ে দিয়ে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'আমি পদমর্যাদা নিয়ে নয়, জগন্নাথের দাস হিসেবে এখানে এসেছি।' পাশাপাশি গীতার মাহাত্ম্য প্রচার করে তিনি বলেন, 'আমাদের গীতা ছাড়া কোনও উপায় নেই। গীতাই শুরু, গীতাই শেষ। গীতাকে গ্রহণ করে এগোতে হবে, তবেই সবার ভাল হবে।' বৃহস্পতিবার কলকাতা ইসকনে পুজো দিয়ে রথযাত্রার সূচনা করেন তিনি। উৎসবের অবসরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের তরফে হেরিটেজ কমিশন তৈরি করা হচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদের ঘর হেরিটেজ ঘোষণা করা উচিত। এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। শ্রীল প্রভুপাদজি ঐতিহ্যশালী রথযাত্রাকে সমগ্র বিশ্বে তুলে ধরেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

'আমি সনাতনি, জগন্নাথদেবের দাস'

● এরপর ৭ পাতায়

দু'পায়েই জাদু দেখাচ্ছে মেসি

সুব্রত ভট্টাচার্য

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মেসির খেলা দেখার পর আর বলতে দ্বিধা নেই, ওর এখন একমাত্র তুলনা হতে পারে ফুটবলসম্রাট পেলের সঙ্গে। সর্বকালের সেরা

তিন ফুটবলার— পেলে, মারাদোনা, মেসি। কিন্তু মারাদোনাকে মাথায় রেখেও বলব, মেসি ওর আর্জেন্টিনার শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষকে টপকে গেছে।

মারাদোনাও অবিশ্বাস্য স্কিলফুল ফুটবলার। একক দক্ষতায় ম্যাচের রং পাল্টে দিয়েছে অনেকবার। বিদ্যুতের ঝলকানির মতো একটা বুলডোজিং পাওয়ারে বিপক্ষকে গুড়িয়ে দিয়ে গোল করত। মারাদোনার ক্ষেত্রে যেমন একক প্রদর্শনী ছিল, পেলে আর মেসি তুলনায় অনেক বেশি টিমম্যান। দু'জনেরই পায়ে যেমন গোল এসেছে, গোল করানোতেও বড় ভূমিকা রয়েছে।

পেলে ১৯৭০-এ জীবনের শেষ বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিলের প্রথম গোল করা ছাড়াও জিয়ারজিনহোকে প্লেটে কেক সাজিয়ে দেওয়ার মতো নিখুঁত মাপা পাস বাড়িয়ে সতীর্থকে দিয়ে দলের তৃতীয় গোল করিয়েছিলেন। ইতালিকে ৪-১ হারানোর সেই ম্যাচে।

মেসিকেও ওর কেরিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে দেখলাম, আর্জেন্টিনার দুটো গোলের ক্ষেত্রেই দুটো অসাধারণ অ্যাসিস্ট করতে। এতটাই অনবদ্য সেই দুই ফাইনাল পাস, মনে হচ্ছিল, গোল দুটো যেন মেসিরই। এনজো ফার্নান্ডেজ এবং লাওতারো মার্টিনেজ নিমিত্ত মাত্র। আসল ভেলকি মেসিরই। আরও বড় ভেলকি, আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় গোলের অসাধারণ ক্রসটা মেসির ডান পায়ে করা! মেসি-ম্যাজিক বলতে আমরা ওর বাঁ পায়ের জাদুকরি স্কিল বুঝি। অনেকেই মনে করেন, মেসি বাঁ পায়ের ফুটবলার। কিন্তু মেসির ডান পায়ের স্কিলও অসাধারণ। যথেষ্ট কার্যকরী। সময় সময় ভয়ঙ্করও। মেসির কেরিয়ারে ডান পায়ে একশোর ওপর গোল আছে। সেটা কী আর এমনি এমনি? মেসির ডান পা দুর্বল নয়, বরং ওর লুকোনো অস্ত্র। প্রতিপক্ষ যখন মেসির বাঁ পা ব্লক করতে ব্যস্ত থাকে, ও তখন ডান পায়ের শটে গোল করে, অথবা ডান পায়ের সূক্ষ্ম কাজে সতীর্থকে ফাইনাল পাস বাড়িয়ে গোল করায়। যেমনটা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে করিয়েছে। হয়তো তুলনা করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তবু এখানে যাঁরা চুনী গোস্বামী, সুভাষ ভৌমিক, সুরজিৎ সেনগুপ্তের খেলা দেখেছেন, তাঁরা এই জিনিসটা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন। চুনীদার কথা ছেড়ে দিলাম। ওঁর দু'পায়েই সমান স্কিল ছিল। কিন্তু ভৌমিক বা সুরজিৎ মূলত ডান পায়ের অসাধারণ ফরোয়ার্ড হওয়া সত্ত্বেও, ভৌমিক উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বাঁ পায়ের ইনসুইংয়ে অবিস্মরণীয় গোল করেছিল। আর সুরজিৎও বরদলৈ ট্রফির ফাইনালে ব্যাঙ্ককের পোর্ট অথরিটির বিপক্ষে টাচলাইনের দুরূহ কোণ থেকে বাঁ পায়ের শটে দুর্দান্ত গোল দিয়েছিল।

মেসি এদিন ইংল্যান্ডকে বোঝাল, ম্যাচ পুরোপুরি পাল্টে দিতে ওর নিজের গোল করার দরকার নেই, বাঁ পায়ের ম্যাজিকেরও দরকার নেই, ডান পায়ের একটা পাসই যথেষ্ট।

● এরপর ১৫ পাতায়

বজ্র মুঠিতে জয়ের হুঙ্কার লিও মেসির। ইংল্যান্ডকে হারানোর পর। ছবি: পিটিআই

১৯ জুলাই
ফাইনাল
স্পেন : আর্জেন্টিনা
রাত ১২-৩০

১৮ জুলাই
তৃতীয় স্থানের ম্যাচ
ফ্রান্স : ইংল্যান্ড
রাত ২-৩০

দিয়েগোকে উপহার মেসির

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
আটলান্টা

১৬ জুলাই: গ্যালারির সামনে গিয়ে যে মানুষটা বাচ্চাদের মতো লাফাচ্ছেন, তাঁর বয়স ৩৯। তাঁর সাফল্যের খতিয়ান বলছে তিনি ফুটবলের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ। লাফাচ্ছেন বাচ্চাদের মতো। ডেকে নিচ্ছেন সতীর্থদের। গ্যালারির দিকে ইশারায় সমর্থকদেরও লাফাতে বলছেন তাঁর সঙ্গে। শিশুর মতো হয়ে যাওয়া মানুষটা দলকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বকাপ ফাইনালে। প্রত্যেক ম্যাচে বিশ্বকাপের ইতিহাসে যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে চুরমার করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও দুটি অ্যাসিস্ট। দুরন্ত খেললেন। ঢুকে পড়লেন পাঁচ ফুটবলারের মধ্য দিয়ে। তাঁকে বাধ্য হয়ে ফাউল করতে হল। আর্জেন্টিনা পিছিয়ে পড়ার পর যে খেলাটা উপহার দিলেন, সেটা এই বয়সে খেলা অনেকে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৫.২ মাইল দৌড়েছেন ৩৯-এর লিও। এবারের বিশ্বকাপে অতিরিক্ত সময়ে না যাওয়া যে কটা ম্যাচে মেসি খেলেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বকাপ যত শেষের দিকে এগোচ্ছে, ততোই টপ গিয়ারে ছুটছেন তিনি। ছোটাচ্ছেন গোটা দলকে।

প্রত্যেক ম্যাচে কীভাবে কঠিন পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করছে আর্জেন্টিনা? অবশ্যই নানা টেকনিক্যাল আলোচনার জায়গা রয়েছে। তবে কয়েকটা ছবি তুলে ধরি।

● এরপর ১৬ পাতায়

আজকাল

৪৬ বর্ষ ১১৪ সংখ্যা ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার ১৭ জুলাই ২০২৬

সরাসরি সরকারি

খোদ রামকোষে চুরি! রামমন্দিরে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ নগদ, সোনা, রুপো প্রণামি জমা পড়ে। জানা গেল তার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা ও প্রচুর সোনা–রুপো চুরি হয়ে গেছে। সরাসরি যুক্ত মন্দিরের সেবকরা। সেবক! ভক্তদের (তাঁদের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তো আছেনই) দেওয়া নগদ–সোনা–রুপো সরিয়ে ওই সেবকরা বিশাল বাড়ি, দামি গাড়ি, পর্যটনকেন্দ্রে হোটেল–রিসর্টের মালিক হয়েছেন। অভিযোগ এসেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতাদের পক্ষ থেকেই। যাঁরা রামমন্দির আন্দোলনে থেকেছেন, শেষ পর্যন্ত বিশাল রামমন্দির নির্মিত হয়েছে, তাঁদের নেতারাই মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ–সভাপতি, রামমন্দির ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই প্রত্যক্ষ অভিযুক্ত, তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। দোষী কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, আরও অনেকে পলাতক। নগদ–সোনা–রুপো গুনে তুলে রাখার সময়ে সিসিটিভি বন্ধ রাখা হত, কখনও ক্যামেরা ঢেকে দেওয়া হত। শুধু রামমন্দির নয়, বদ্রীনাথ মন্দির নিয়েও একই অভিযোগ উঠল। দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি, পদ্মনাভস্বামী, সবরিমালা মন্দির ঘিরেও একই অভিযোগ বহুদিন ধরে উঠছে। হাজার হাজার কোটি দানের নগদ–সোনা গোনা হয় মাঝেমধ্যে, কিন্তু হিসেব প্রকাশিত হয় না। কেরলে সরকারি দেবস্বম বোর্ড আছে। কিন্তু কর্তৃত্ব নেই। বেসরকারীকরণের যুগে উল্টো কথা বলতে হচ্ছে। এক, হিসেব–বহির্ভূত নগদ, সোনার হিসেব রাখতে সরাসরি সরকার যুক্ত থাকুক। প্রণামি দেন দেশের ধার্মিক মানুষ, চুরিচামারি হলে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে না? সরকারি কর্তৃত্ব থাকলেও চুরি হতে পারে, কিন্তু কুকাজটা অত সহজ হবে না। দাবি, সব বড় ধর্মস্থানের কর্তৃত্বে অবিলম্বে আসুক নির্বাচিত, দায়বদ্ধ সরকার।

প্রিয় সম্পাদক

অর্থমন্ত্রীর সুচিন্তিত পর্যবেক্ষণ

হইচই কম। ভদ্র মানুষ। ভেবে–চিন্তে কথা বলেন। শিক্ষিত বলেই কথাবার্তায় মার্জিত ভাব পরিষ্কার। বাংলার নতুন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত স্বপ্ন দেখছেন বাংলার বুকে সোনালি ভোর তৈরি করার। পরিষ্কার বলেছেন, 'একটু সময় লাগবে। ভেঙে পড়া অর্থনীতির বুনিয়াদটা আবার তৈরি করতে। অনেকেই হয়তো বলেছেন, এবারের বাজেটে কলকাতার বাইরের শহরগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা নজর দিয়েছি কলকাতার বাইরের জেলাগুলোয় পরিকাঠামোর উন্নতিতে। কেউ কেউ হয়তো বলেছেন, এবারের বাজেট উত্তর বাংলার। আমরা তা মেনে নিচ্ছি। দীর্ঘকাল ধরে উত্তরবঙ্গকে উপেক্ষা করা হয়ে এসেছে। কলকাতার বাইরে শিলিগুড়িকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। মুম্বইয়ে যেমন তৈরি হয়েছে 'নভি মুম্বই', তেমনি কল্যাণীতে যদি আমরা বিমানবন্দর তৈরি করতে পারি, তাহলে ওটাও 'গ্রেটার ক্যালকাটা' হিসেবে তৈরি হয়ে যাবে। পাহাড়ের মানুষদের সমস্যার কথা আমরা মন দিয়ে শুনছি। এবং সেই সমস্যাগুলোকে সমাধানের চেষ্টাও করছি।' দায়িত্ব নেওয়ার পর বিজেপি সরকার নানা ভাবনা–চিন্তার মাধ্যমে চেষ্টা করছে, যাতে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা ও সমস্যাগুলোকে দ্রুত সমাধান করা যায়। বাংলার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর কথাতেও ঠিক যেন এমন চিন্তাভাবনার প্রতিফলন রয়েছে।

● *ব্যোমকেশ সাহা*
দত্তপুকুর, ২৪ পরগনা

পাঠ্যবইয়ে উল্টোপাল্টা সংস্কৃতি

অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। গত ১০–১৫ বছরে যে ওড়িশা থেকে অসংখ্য আইএএ এবং আইপিএস অফিসাররা উঠে এসেছেন, সেখানেই অদ্ভুত গন্ডগোল। লোকসঙ্গীত–লোক সংস্কৃতি বিষয়ক অধ্যায়ে জনপ্রিয় হিন্দি গানগুলো স্কুলের পাঠ্য বইয়ে তুলে আনা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সলমন খান ও ঐশ্বর্য রাই অভিনীত 'হাম দিল দে চুকে সনম' সিনেমায় রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল 'নিমুরা নিমুরা। কাঁচা কাঁচা ছোটা ছোটা নিমুরা লাই দো'। পঞ্চম

শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে স্থান পেয়েছে এই গানটির কথা। ক্লাস এইটের ইংরেজি বইয়ে রয়েছে মিশন কাশ্মীরের 'রিন পোশ মাল' গানটি। তৃতীয় শ্রেণিতে 'বুমরো বুমরো', যা দেখে শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবকরা অবাক। শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন বই ছাপানো হয়েছে ওড়িশায়। অসংখ্য ভুল। আইজ্যাক নিউটনকে পাইলট হিসেবে দেখানো হয়েছে। কোথাও আবার কর্ণাটক বিধানসভার ছবি দিয়ে লেখা হয়েছে ওড়িশা বিধানসভা। ব্যাপক উত্তেজনা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী নিত্যানন্দ গোন্দ।

● *অগ্নিভ ব্যানার্জি*
কটক

বাংলায় ব্যবসা আনতে উঠেপড়ে লেগেছেন তাপস রায়

গত ১৫ বছরে বাংলা থেকে ৬ হাজার ৬৮৮টি কোম্পানি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে। এই তথ্য জানা ছিল না। পশ্চিমবাংলার শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায় দায়িত্ব নিয়েই বাংলায় ব্যবসা আনার চেষ্টা শুরু করেছেন। বাণিজ্য না এলে এ রাজ্যের ছেলেমেয়েদের চাকরি হবে কী করে? আমরা ল্যান্ডব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। ব্যবসা করার পলিসি তৈরি করেছি। যারা আসবে, তাদের জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। গ্লোবাল বিজনেস সামিট করার কোনও পরিকল্পনা নেই আমাদের। তবে একটা কনক্লেভ হবে। আমরা সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জানতে চাইব, বাংলার কাছে ওরা কী চাইছে, আর আমরাই বা কী দিতে পারব। সময় লাগবে, তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী যে টাটার মতো বড় কোম্পানিকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব। তেমনি দেশের সেরা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। নতুন দায়িত্ব পেয়ে তাপস রায় কিন্তু নেমে পড়েছেন ব্যবসা আনার কাজে।

● *শুভাশিস ঘোষ*
বৌবাজার, কলকাতা

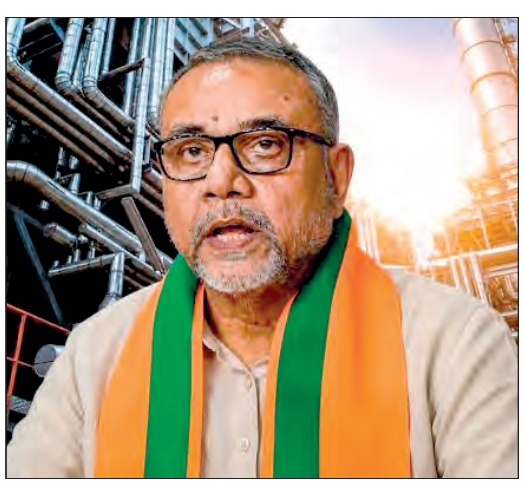

ট্রেনের ভোগান্তি বেড়েই চলেছে

জীবিকার তাগিদে মেদিনীপুর–হাওড়া জেলার মানুষ প্রতিদিন ছুটে আসেন কলকাতায়। দক্ষিণ–পশ্চিম জেলাগুলি থেকে কলকাতায় আসার সহজ মাধ্যম রেলপথ। রোজ লক্ষাধিক মানুষের ভরসা দক্ষিণ–পূর্ব রেলের ওপর। এক কথায় জীবনরেখা।

তবে দিন দিন মানুষ ভরসা হারাচ্ছে দক্ষিণ–পূর্ব রেলের ওপর। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও ট্রেনের দেখা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ট্রেনের অপেক্ষায়। অপর দিকে ট্রেনে উঠেও সিগন্যালে দীর্ঘক্ষণ ট্রেনে আটকে থাকতে হয় যাত্রীদের। ফলে ভোগান্তি যেন একপ্রকার ব্যাধি হয়ে উঠেছে এই শাখায়।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরাই ও সংলগ্ন এলাকা ফুল চাষের জন্য বিখ্যাত। বছরের বারো মাস ফুলচাষিরা ট্রেনে ফুল নিয়ে বিক্রি করতে আসেন কলকাতার মল্লিক ঘাটে। অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের কারণে নির্ধারিত সময়ে বাজারে ফুল আনতে না পেরে আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে চাষিদের। বিকল্প ব্যবস্থা বাস হলেও ভাড়া অনেক বেশি। পাশাপাশি বাসের ছাদে ওঠা নিষেধ। আবার ভেতরেও ফুল নিয়ে যাওয়া যাবে না।

অনেকেই সময়মতো অফিসে পৌঁছোতে পারেন না। বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। ট্রেন দেরি, এই অজুহাত দিনের পর দিন কেই বা শুনতে চান! দক্ষিণ–পূর্ব রেলকে বিষয়টি অনেকবার জানানোর পরেও বিন্দুমাত্র সমস্যার জট কাটেনি। দীর্ঘদিন ধরে বেড়েই চলেছে আমতা, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর, হলদিয়া, খড়্গপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ লোকাল ট্রেনের বিড়ম্বনা। কবে স্থায়ী সমাধান হবে, সেই দিকে তাকিয়ে নিত্যযাত্রীরা।

● *পল্লব হাজরা*
বরানগর, কলকাতা ১০৮

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জ করছে এল নিনো

সুশান্ত কুমার সান্যাল

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন সামগ্রিক অর্থে ভারতের অর্থনীতির দুটি বিশেষ দুর্বলতার কথা। প্রথমটি যদি হয় অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও গ্যাসের আমদানির ওপর অত্যধিক নির্ভরতা, তবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই অনিয়মিত বর্ষার মরশুম। এই দুই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কোনও পরিকল্পনা যে সহজ হবে না, একথা বলাই যায়। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে বেশ কিছু সময় ধরেই অবরুদ্ধ রয়েছে জ্বালানি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ শৃঙ্খলের ফুসফুস 'হরমুজ প্রণালী'। মনে রাখতে হবে, ভারতের জ্বালানি তেলের চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশ নির্ভরশীল আমদানির ওপর। এই আমদানির ৫০ শতাংশের ওপর সরবরাহ আসে হরমুজ প্রণালী হয়ে। প্রাকৃতিক গ্যাসের ৮৫ শতাংশই আমদানি হয় এই পথে। যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে একদিকে যেমন দিনে দিনে বাড়ছে জ্বালানির সরবরাহ সঙ্কট, অন্যদিকে বাস্তবে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে মূল্যস্ফীতিও। ঘুরপথে জ্বালানি আনতে গিয়ে গুনতে হচ্ছে অনেক বেশি মাশুল। দুই কারণে ক্রমান্বয়ে ভারতে জ্বালানির দাম বাড়ছে। এর প্রভাব পড়ছে পরিবহণ খরচ থেকে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে। সংসার খরচের পরিমাণ বাড়ায় দিনে দিনে কমছে পারিবারিক সঞ্চয়। এই কঠিন পরিস্থিতি কতদিন চলবে, তার কোনও উত্তর এই মুহূর্তে বিশ্ববাসীর কাছে নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন অত্যধিক জ্বালানি–নির্ভরতার কারণে ভারতের অর্থনীতিতে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে, ঠিক তখনই সামনে এল আরও এক সঙ্কটের কথা— এল নিনো প্রভাব।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবার এল নিনোর প্রভাব অনেকটাই বিপাকে ফেলতে পারে ভারতের অর্থনীতিকে। সম্প্রতি আবহাওয়া দপ্তরও এই আশঙ্কার ইঙ্গিত দিয়েছে। এল নিনো কী? দেখা গেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রা কিছু বছর অন্তর অন্তরই উষ্ণতর হয়ে যায়। এই উষ্ণ স্রোতকেই বলে এল নিনো। ভারতের ক্ষেত্রে এর কী প্রভাব পড়তে চলেছে, এমন প্রশ্নের উত্তর খুব একটা সুখকর নয়। আবহাওয়াবিদদের মতে, এল নিনোর প্রভাব পূর্ব–মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যেমন অতিবৃষ্টি ঘটায়, ঠিক তেমনই পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা এবং এশিয়ায় অত্যধিক কম বৃষ্টি বা খরা–পরিস্থিতি তৈরি করে। ফলে, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভারতে এ বছরে সামগ্রিক অর্থে বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দেবে। সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এদেশে সক্রিয় থাকে বর্ষা। এই সময়পর্বে যদি বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ কমবেশি ১০ শতাংশ 'লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ'–এর মধ্যে থাকে, তা হলে তাকে স্বাভাবিক বর্ষা ধরা হয়। আর যদি বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ ১০ শতাংশের চেয়ে বেশি থাকে, তা হলে একে খরা–পরিস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবহাওয়া দপ্তরের হিসেবও বলছে, এমনটা হলে খরা–পরিস্থিতি দেখা দেবে। মনে রাখা প্রয়োজন, ভারতে এখনও ৫০ শতাংশ কৃষিজমির চাষ বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। তাই গুরুত্বের দিক থেকে এল নিনো পরিস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যা অর্থনীতির ভাগ্যকে অনেকটাই প্রভাবিত করে দিতে পারে। অতীতে ২০০২, ২০০৪ বা ২০০৯–এ এল নিনোর প্রভাব পড়েছে ভারতে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অতীতে দেশে যতবার

খরা–পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তার অর্ধেকই হয়েছে এল নিনোর প্রভাবে। পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে দেশে ফসলের উৎপাদন অনেকাংশেই হ্রাস পায়। দেশের কয়েকটি অংশে এর বিশেষ প্রভাব আরও তীব্র হয়। এক্ষেত্রে খরা–কবলিত এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে পূর্ব মহারাষ্ট্র, উত্তর কর্ণাটক, অন্ধ্র, ওড়িশা, গুজরাট ও রাজস্থান। চাষের ক্ষতি হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে। খাদ্যশস্যের জোগানের ঘাটতি দেখা দেয় এবং তার জেরে দেশ জুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ে। বৃষ্টি কম হলে মাটির নীচের জলস্তর নেমে যায়। অন্য দিকে, দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন তলানিতে পৌঁছে যায়। এসবের প্রভাব পড়ে সরাসরি অর্থনীতির ওপর।

দেশের অর্থনীতিতে এল নিনোর কী কী প্রভাব পড়তে পারে— একটু দেখা যাক।

শিল্প ও প্রযুক্তির ক্রমাগত বিকাশে ভারত এখন উন্নয়নশীল। কিন্তু এখনও দেশের ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ সম্পূর্ণ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আবার দেশের কৃষিযোগ্য জমির ৫০ শতাংশের ওপর কৃষিকার্য বর্ষার ওপর নির্ভরশীল। বৃষ্টির পরিমাণ কমে হলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে খরিফ শস্যের ফলন। কমবে চাল, ডাল ও ভোজ্য তেলের উৎপাদনশীলতা। চাহিদার তুলনায় কমবে জোগান এবং ঘটবে মূল্যবৃদ্ধি।

বৃষ্টির পরিমাণ কম হলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমবে। সঙ্গে কমে যাবে গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণও। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর জেরে বিশেষ ভাবে ধাক্কা আসবে দেশের গাড়ি শিল্প এবং এফএমসিজি সেক্টরের ওপর।

বৃষ্টির পরিমাণ কম হলে জলের ওপর নির্ভরশীল শিল্পগুলির ওপর অনেকটাই প্রভাব পড়বে। জলের ঘাটতিতে কমবে উৎপাদনও। এছাড়াও দেশে যে পরিমাণ জলবিদ্যুৎ তৈরি হয়, সেখানেও ঘাটতি থাকবে। যার প্রভাব কিন্তু এসে পড়বে তাপবিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ওপরেও। তাপবিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সেখানেও জোগানে ঘাটতি দেখা দেবে। জোগান সঙ্কটে বৃদ্ধি পেতে পারে তাপবিদ্যুতের দাম। বিদ্যুতের জোগানে ঘাটতি হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের শিল্প, দুর্বল হবে গ্রামীণ অর্থনীতি।

চাপ পড়বে সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর। আর্থিক চাপের ফলে দেশে খাদ্যশস্যের জোগানে ঘাটতি দেখা দিলে এবং সরকারকে এই ঘাটতি মেটাতে হলে খাদ্যশস্যের আমদানি বাড়াতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে অর্থনীতিতে 'ফিসক্যাল প্রেসার' বৃদ্ধি পাবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতিও বাড়বে।

অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, এই মুহূর্তে এই সব চাপ থেকে ভারত সহজে মুক্তি পাবে না। কমতে পারে আর্থিক বৃদ্ধির হারও। কারণ ইরান–আমেরিকা যুদ্ধের কারণে বিশ্ব জুড়েই ভয়ঙ্কর জ্বালানি–সঙ্কট দেখা দিয়েছে, যার আঁচ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। এছাড়াও নানা কারণে মার্কিন ডলারের নিরিখে দিনে দিনে দুর্বল হচ্ছে ভারতের টাকা। ফলে অপরিশোধিত তেলের আমদানি বাবদ খরচ হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ। অনেকের মতে, যুদ্ধবিরতি এই মুহূর্তে কার্যকর হলেও তার রেশ কাটতে বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে। শুধু জ্বালানি নয়, চাপ বাড়বে নানা রাসায়নিক ও ওষুধ শিল্পের ওপরও। আর এল নিনোর প্রভাবে যদি সত্যিই খাদ্যশস্য আমদানির ওপর ভরসা রাখতে হয় বেশি বেশি করে, তা হলে কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতি সত্যিই চাপের মুখে পড়তে চলেছে। কারণ, এই মুহূর্তে ভারতে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ চাহিদার বৃদ্ধি ঘটানো, যা শেষ পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হবে। আশা করা যায়, পরিস্থিতির মোকাবিলায় দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক ও সরকার নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত পদক্ষেপ করবে। তবে আশঙ্কা থাকছেই।

ওডিসি পড়ার আগে, ওডিসি পড়ার পরে

অন্বয় গুপ্ত

'ওডিসি' মহাকাব্যের সেরা মুহূর্ত— বহু বছর পর ফিরেছেন ওডিসিয়ুস, ভিক্ষুকের বেশে। হোমার দেখিয়েছেন, 'নোস্টোস' বা 'ফেরা' নানা রকমের হতে পারে। অ্যাকিলিসের ফিরতে পারেননি, শেষ হয়ে যান। ফিরেই স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারান অ্যাগামেমনন। ওডিসিয়ুস আগেই জানতেন ঘর সবসময় নিরাপদ নয়। তাই ছদ্মবেশে ফিরেছেন আসল বাস্তবটাকে বুঝে নিতে। ছদ্মবেশী ওডিসিউসকে চিনতে পেরে একমাত্র লেজ নাড়াতে থাকে আর্গোস নামের কুকুর। কিন্তু বুড়ো, রুগ্‌ণ হওয়ায় কাছে যাওয়ার শক্তি পায় না। এক ঝটকায় তৈরি হয় আরও এক বাস্তবতা। একসময়ের অকুতোভয় শিকারি আর্গোস আজ অবহেলিত। ভৃত্যরাও গা–ছাড়া, কারণ যোগ্য প্রভুই নেই। আর্গোসের পরিণতি ওডিসিয়ুসেরই মতো। একসময়ের বীর, পরাক্রমশালী রাজা ওডিসিইয়ুসও আজ নিজের বাড়িতেই আগন্তুক। আর্গোসের গায়ের পোকামাকড় অবাঞ্ছিত ক্ষমতালোভীদের মতোই।

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা

নায়ক ওডিসিয়ুসকে পঞ্চম সর্গের আগে দেখাই যায় না। সেই সময়টুকু কাটে ওডিসিয়ুসপুত্র টেলিমাকাসকে নিয়ে। টেলিমাকাসের ছোট ছোট গল্প আর অভিযানই পাঠক মনে ওডিসিয়ুসের জন্য ব্যাকুলতা, উত্তেজনা তৈরিতে সাহায্য করে। মানসিক ভাবে ভেঙে–পড়া যুবক টেলিমাকাস। জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণও নেই। ইথাকা থেকে স্পার্টা যাওয়ার পথে বার বার নিজেকে বদলায়। মনোবিদদের ভাষায়, 'লার্নড হেল্পলেসনেস'। এমন মানসিক অবস্থা যেখানে মানুষ দীর্ঘদিন এমন সব পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায়, যেখান থেকে বেরোনোর উপায় হাতে থাকে না। পরিস্থিতি বদলালেও, তারা আর চেষ্টার কথা ভাবে না বা চেষ্টা করতে ভয় পায়। ধরেই নেয়, লাভ নেই। টানা সমালোচনা, সামাজিক বাধা বা অবহেলার সম্মুখীন হলে নিজেকে অযোগ্য ভাবতে শুরু করে। তাই ঘুরে দাঁড়াতে গেলে বড় লক্ষ্যভেদের বদলে ছোট ছোট কাজে আগে সফল হতে হবে। তাহলেই মস্তিষ্কে বার্তা যাবে, তুমিও পারো।

বাবা বহু বছর নিরুদ্দেশ, গিজগিজ করছে শত্রু, ষড়যন্ত্রী। প্রাসাদ দখল করে রেখেছে মায়ের পাণিপ্রার্থীরা, পচে গিয়েছে সমাজটাও। উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশও নেই। সে কম বোঝে, অথবা ভুল গল্পগুলো বোঝে। থমকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশও। টেলিমাকাসের মেন্টর বা শিক্ষক হয়ে তখনই আসেন দেবী অ্যাথেনা। উল্টেপাল্টে দেন ভাবনার জগৎটাকেই। আতিথেয়তা দেওয়া ছাড়া কিছুই পারত না টেলিমাকাস। বাবার ফেরার আশাও করছে, আবার কল্পনায় ষড়যন্ত্রীদের তাড়ানোর নকশা আঁকছে। গোটা বিষয়টা কোণঠাসা এক যুবকের নতুন করে নিজেকে আবিষ্কারের এক মনোবৈজ্ঞানিক সফর। টেলিমাকাস স্বপ্ন দেখে, বাবা ফিরলেই সব ঝামেলা খতম। টেলিমাকাসের সত্তা তার গল্পের থেকে আলাদা। নিজে উপস্থিত থাকলে গল্পের নিয়ন্ত্রক না–হয়ে বস্তুর মতো থাকে। বাবার মৃত্যুর কথা উঠলে তখনই নিজে গল্পের অংশ হয়। কৌশলী অ্যাথেনা সেই ওডিসিয়ুসের গল্প শোনাতে আসেন, যিনি মরেননি। ওডিসিয়ুস কষ্ট পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু অ্যাথেনার গল্পে এমন ভাবে উপস্থিত যে তিনি অসহায় নন। টেলিমাকাসকে চারপাশ সম্পর্কে ভাবার নতুন পদ্ধতি শেখান অ্যাথেনা। 'জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট'। এমন জায়গা, যেখানে ক্ষমতার ধারণা আলাদা আলাদা।

এক মুখ, এক ঝাঁক মুখোশ

বার বার ব্যর্থতা, হতাশায় মানুষ নতুন কিছু করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন, রাজ্যের বাইরে থাকায় ওডিসিয়ুসের মধ্যে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক ও বাস্তবতা–বিকৃতির লক্ষণ। দীর্ঘ একাকিত্ব এবং ট্রমায় তাঁর মস্তিষ্ক এবং চিন্তাশক্তিও স্থবির হয়ে পড়েছে। যৌবনও হারিয়েছেন তিনি, বেঁচে নেই সহযোদ্ধাদের অনেকেই। দীর্ঘ যাত্রার সমস্ত প্রলোভন, অমরত্বের হাতছানি এবং লড়াইয়ের পর তিনি বুঝেছেন— মানুষ তখনই প্রকৃত মুক্তি পায়, যখন সে বাইরের দুনিয়ার সব মুখোশ খুলে ফেলে নিজের শিকড়ের মুখোমুখি হয়। ইথাকা ওডিসিয়ুসের 'স্মৃতি'। এত যুগ পর যখন ফিরছেন, নিজের ঘরেই প্রমাণ করতে হবে নিজেকে। মানুষ তার স্মৃতির সমষ্টি। ঘরে ফেরা মানে খণ্ডবিখণ্ড স্মৃতিগুলোকে নতুন করে একসূত্রে গেঁথে নিজের অস্তিত্বকে আবারও আবিষ্কার করা।

দেখা যায়, কাঁদছেন তিনি। প্রথমে ছিলেন এমন জগতে, যা পুরোপুরি দৈব–নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মোড় ঘুরল দেবতা বা মানুষের সাহায্য ছাড়া বাড়ি ফেরার সময়। ক্যালিপসো তাঁকে অনুকূল বাতাস পাঠালেও, সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেলা চালানোর দায়িত্ব ছিল ওডিসিয়ুসেরই। অর্থাৎ শারীরিক শ্রম। অনেকটা 'ওয়ার্ক থেরাপি' বা কাজের মাধ্যমে নিরাময়। এভাবেই পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে ওডিসিয়ুসের কর্তৃত্ব–সত্তা আবার জাগে। তাঁর ফেরা মানে বাবা, স্বামী, পুত্র এবং নেতা হিসেবে সমাজে আবার যুক্ত হওয়া।

নিজের গল্প সাজিয়ে বলে এক ধরনের 'ন্যারেটিভ থেরাপি' বা গল্প বলা–নিরাময়ের ভেতর দিয়ে যান ওডিসিয়ুস। অতীতের অসহায়ত্ব থেকে বেরোতে নিজের গল্পকে নতুন করে লেখা বা সাজানো জরুরি ছিল। ন্যারেটিভ থেরাপির মূল লক্ষ্য, মানুষকে অতীতের অভিজ্ঞতা নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখানো। কথা বলেই ওডিসিয়ুস নিজের পরিচয় নতুন করে গড়েছেন। শোককে ভাগ করে নিলেই শোকগ্রস্ত আবার সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে পারে। এজন্য দরকার কথকঠাকুর ও উপযুক্ত শ্রোতা, যাঁরা মনোযোগ দিয়ে সেই কাহিনি শুনবেন। ওডিসিয়ুস নিজের পরিচয় দিতে শুরু করেন বীরত্বের পুরনো কাহিনিগুলোয় ভর করে। পরে যে গপ্পোগুলো বলেন, তাতে স্পষ্ট করে দেন, চাইলে তিনি ধ্বংসও করতে পারেন কিংবা বুদ্ধিবলে ফাঁদে ফেলতে পারেন প্রতিপক্ষকে। প্রথম কাহিনিতে দেবতাদের ইচ্ছার কথা বললেও দ্বিতীয় কাহিনিতে, যা আসলে নিজেই শুনতে চেয়েছিলেন, বড় করে দেখান নিজের ধৈর্য, বুদ্ধিকে।

শুরুতে নিজেকে 'লায়ের্তেসের ছেলে' পরিচয় দেন। আবার সাইক্লপস দানবকে 'কেউ নই' বলে নিজের পরিচয় মুছেও ফেলেন। ট্রয় থেকে ফেরার কষ্টের গল্প না–শুনিয়ে বেছে নেন নির্দিষ্ট কয়েকটা ঘটনাকেই। কিন্তু মহাবীর থেকে প্রাক্তন সৈনিক হয়ে ফেরার যে কঠিন পথ, সেখানেই বার বার নিয়ন্ত্রণ হারান নিজের গল্পের। পদ্মভুকদের দ্বীপে দেবতাকে সরিয়ে প্রমাণ করেন, বিপদ থেকে বাঁচানোর পুরোটাই তাঁর নিজস্ব নেতৃত্ব কিংবা সাহসের ফসল। এখানে তিনিই তাঁর সঙ্গীদের ত্রাতা। এক–চোখো দানবের ঘটনায় স্বীকার করেন ভুল তাঁর, তাই দায়ভারও তাঁর। ওডিসিয়াসের গল্প বলার ভঙ্গি তাঁর 'মেটিস' (mētis) বা বুদ্ধিমত্তারও প্রমাণ। গল্প সাজান শ্রোতার মানসিক অবস্থা, প্রত্যাশা মেপেই। আবার শৈশবের স্মৃতি, গাছের বর্ণনার মতো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো তুলে পরিবারকে প্রমাণও দেন, সম্পর্কের গভীরতা মানে স্মৃতি ভাগাভাগিও। ওডিসিয়ুসের 'দৃষ্টি'ও নানা রকম। যাত্রাপথে যাদের নজরে ছিলেন, তারা তাঁর থেকেও শক্তিশালী, কিন্তু ইথাকায় ফিরে ওডিসিউসই একমাত্র পর্যবেক্ষক। তাঁর চাহনি চক্রীদের প্রতিটি অপরাধের হিসেব নেয়। 'ক্রুদ্ধ দৃষ্টি'–তে তাকাচ্ছেন মানে কাউকে ধ্বংস করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন। হোমারের ভাষায় সূর্যদেবতার মতো সেই দৃষ্টি। ওডিসিয়ুসের দৃষ্টি অন্যকে আগেভাগেই হারিয়ে রাখে। আবার নাওসিকার মতো অপূর্ব সুন্দরী সামনে থাকা সত্ত্বেও তিনি মোহিত হন না। তাঁর দৃষ্টি তখন একমাত্র 'ঘরে ফেরা'য়। সার্সির কাছে ওডিসিয়ুসের সঙ্গীরা নিজেদের পশুত্বকে বোঝে। ওডিসিয়ুস সেই আয়নার মুখোমুখি হতে চাননি। চাতুর্য দিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন ঠিকই, কিন্তু নিজের পশুত্ব বা দুর্বলতাকে চেনার সুযোগটাও হারিয়ে ফেলেন। তাঁর পরিচয় তাই দীর্ঘকাল থমকে থাকে।

সার্সি ও ক্যালিপসো দু'জনেই ধাক্কা দেয় ওডিসিয়াসের 'স্ব' কে। সার্সি মানুষকে পশু বানায়, কারণ সে আমাদের প্রবৃত্তির অন্ধকার গলিগুলোকে উসকে দেয়। ওডিসিয়ুসকে সে ধ্বংস করেনি, বরং তাঁকে অভিজ্ঞতার এক উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ করে। ক্যালিপসো তাঁকে অমরত্বের প্রস্তাব দিয়েছিল, আসলে সেখানেই মানুষের বিবর্তনের শেষ। মৃত্যুই যেহেতু মানুষকে সময়ের সঙ্গে বেঁধে রাখে, তাই অমরত্ব আসলে এক অসীম শূন্যতা। ক্যালিপসোর দ্বীপে ওডিসিয়াসের দীর্ঘ অবস্থান একরকম মনস্তাত্ত্বিক জেলখানা, সেখানে যৌনতা, কামনা থাকলেও কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। ক্যালিপসো তাঁকে আরামের এক মরীচিকায় রাখতে চায়, যা মানুষকে নিজের শিকড় ও পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

ওডিসিয়ুসের বৌ

ওডিসিয়ুসের স্ত্রী পেনেলোপি বুদ্ধিমত্তার প্রতীক, তবু তাঁর সত্তা ওডিসিয়ুসের অস্তিত্বেরই পরিপূরক। সম্পর্ক, ট্রমার এমন জালে আটক, যেখান থেকে বেরোতে পারেন না বা চান না। এমন অবস্থায় যা–ই করুন, ফল খারাপ হবে। না পারছেন স্বামীকে ভুলতে, না অন্যকে বিয়ে করতে। তিনি সংযমী, সতর্কও। সব যেমন, রাখতে চান তেমনই। ওডিসিয়ুস বা টেলিমাকাস নিজেদের গল্প দিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার ক্ষমতা রাখেন, পেনিলোপির ছিল নিজের অস্তিত্ব টেকানো ও আত্মপরিচয়কে রক্ষা করার গভীর মনস্তাত্ত্বিক লড়াই।

তোর টিমে, তোর পাশে

অন্তত চোদ্দোবার ছদ্মবেশে মহাকাব্যে এসেছেন অ্যাথেনা। বিবেকের মতো। মেন্টর হিসেবে তিনি বুদ্ধি, কৌশলের শিক্ষক। নারীরূপে সহমর্মিতা ও ঘনিষ্ঠতার আশ্রয়, আবার অদৃশ্য অবস্থায় রক্ষক। আমরা শিখি, জীবন সঙ্কটে পড়লে 'সাহায্য' আকাশ থেকে পড়ে না। সুহৃদ কিংবা অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতির বেশেই তা আসে।

হাজার বছরের পুরনো লোককথা, কিসসা কিংবা প্রবাদ ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় অন্য দেশে। নতুন চেহারায়। ওডিসির সেই সাইক্লপস বা একচোখো দানবের গল্প, পদ্মভুকের কাহিনিই যেন পাওয়া যায় 'আরব্য রজনী'র সিন্দবাদ নাবিকের অভিযানে।

তথ্য

এই প্রথম তিনটি দেশে একসঙ্গে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমন ঘটনা এর আগে ঘটেনি।

দে মু

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta.** ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১১ Phone: (033) 23675511, E-mail: mail@aajkaal.net **REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81**

আজ ৩ রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী

২৫ হাজার কোটির প্রকল্পের শিলান্যাস

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, শুক্রবার হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও পাঞ্জাব সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন তিন রাজ্য মিলিয়ে মোট ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। জিন্দে প্রায় ১৪,৭০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মোদি। সূচনা করবেন জিন্দ ও সোনেপতের মধ্যে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেনযাত্রার। এটি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ট্রেনে কার্বন দূষণের মাত্রা শূন্য। কুরুক্ষেত্রে শিখ মিউজিয়ামেরও শিলান্যাস করবেন মোদি। পাশাপাশি, চণ্ডীগড়ে স্বাস্থ্য-পরিষেবা, শিক্ষা ও সড়ক নির্মাণ পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ৪,৭০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পেরও শিলান্যাস করবেন। চণ্ডীগড়ে পিজিআইএমইআর-এ উদ্বোধন করবেন উন্নত মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার সেন্টার ও নিউরোসায়েন্স সেন্টারের। জলন্ধরে সূচনা করবেন ৫,৪৭০ কোটি টাকারও বেশি রেল ও সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের। এ ছাড়া একই সঙ্গে ২০টি রাজ্যে নতুন করে সংস্কার-করা ৭৫টি অমৃত ভারত রেল স্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গোপসাগরে দুই নৌকাডুবি, মৃত ৫ শতাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১৬ জুলাই

বঙ্গোপসাগরে, মায়ানমারের উপকূলে জোড়া নৌকাডুবিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৫০০-র বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী। মৃতদের মধ্যে আছে অসংখ্য শিশু, অন্তঃসত্ত্বাও। শরণার্থীদের ভিন্‌দেশে পারপার করাতে এত বড় দুর্ঘটনা সম্প্রতিকালে ঘটেনি বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। মৃতের সংখ্যা ঠিক কত, নিশ্চিত করতে পারেনি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এবং ইউএন হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস (ইউএনএইচসিআর)। তবে জানিয়েছে, এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে তারা ‘অত্যন্ত উদ্বিগ্ন’।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, জুন মাসের শেষে মায়ানমারের সঙ্ঘর্ষ-দীর্ণ রাখিন প্রদেশ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে রওনা দিয়েছিল দুটি নৌকা। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকেও অনেকে ওই দুই নৌকায় ওঠেন। একটি নৌকা বন্দর থেকে জলপথে পাড়ি দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংযোগ হারায়। তাতে সওয়ার ছিলেন ২৫০ জন। অন্য নৌকায় ছিলেন ২৮০ জন। ৮ জুলাই মায়ানমারের আয়েয়ারওয়াড়ি উপকূলের কাছে সেটি ডুবে যায়। নৌকাডুবির সম্ভাব্য কারণ নাগাড়ে বৃষ্টি ও বন্যা।

মায়ানমার থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর বাংলাদেশের কিছু শিবিরে কোনওমতে মাথা গুঁজে আছেন ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী। যাঁরা এখনও মায়ানমারে, তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সে-দেশের সেনা।

ভিড়ের চাপে অসুস্থ দর্শনার্থীদের চিকিৎসার জন্য হাজির অ্যাম্বুল্যান্স। পুরীতে, বৃহস্পতিবার। ছবি: পিটিআই

পুরীতে আচমকা ভিড়ের চাপে বিশৃঙ্খলা, মৃত ২, অসুস্থ বহু

সংবাদ সংস্থা

পুরী, ১৬ জুলাই

রথযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার বৃষ্টি উপেক্ষা করে পুরীর জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন গ্র্যান্ড রোডে ভিড় জমিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। আচমকা ভিড় বেড়ে যাওয়ায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ। অসুস্থ শতাধিক পুণ্যার্থীকে উদ্ধার করে পুরীর জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এছাড়া, বছর ৩৫-এর এক ব্যক্তি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও দুর্ভাগ্যবশত তিনি মারা যান। দমকলের আইজি উমাশঙ্কর দাস বলেন, ‘প্রায় ১০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভিড়ে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তাঁরা।’

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে অবশ্য পদপিষ্টের কথা স্বীকার করা হয়নি। সরকারি সূত্রের দাবি, আচমকা ভিড় বেড়ে যাওয়ায় ৭ জন পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে ষাটোর্ধ্ব একজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের বক্তব্য, পুরীর পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক। আচমকা ভিড় বেড়ে যাওয়ার কারণেই সামান্য সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কী কারণে ওই এলাকায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। ওড়িশা পুলিশ এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, দমকল বিভাগের বিশেষ উদ্ধারকারী দল এদিন সকাল থেকে ৩৩ জন পুণ্যার্থীকে ভিড় থেকে উদ্ধার করেছে।

এদিন সকালে বৃষ্টির মধ্যেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ‘পাহান্ডি’ রীতি পালিত হয়। মন্দিরের রত্ন সিংহাসন থেকে একে একে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্তি এনে রথগুলিতে রাখা হয়। বিকেলে পুরীর রাজা, জগন্নাথদেবের প্রথম সেবক গজপতি মহারাজা দিব্যসিংহ দেব চিরাচরিত রীতি মেনে সোনার ঝাড়ু দিয়ে তিনটি রথের চারপাশ ও রাজপথ পরিষ্কার করেন। আরতিও করেন। ছিলেন পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতীও। এরপরই রথের রশিতে টান পড়ে।

ওয়াংচুকের জীবন রক্ষায় জরুরি যেটা, সেটাই করুন: আদালত

আবু হায়াত বিশ্বাস

দিল্লি, ১৬ জুলাই

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনির্দিষ্ট কালের অনশনে বসেছেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। অনশনের ১৯ দিনে তাঁর ওজন কমেছে ৯ কেজিরও বেশি। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ওয়াংচুকের স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তেজস কারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, একজন নাগরিকের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। তাই সরকারি চিকিৎসকদের মাধ্যমে নিয়মিত ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা করাতে হবে এবং প্রয়োজন হলে অবিলম্বে স্বাস্থ্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের পক্ষে আদালতে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, প্রতিটি মানুষের জীবনই মূল্যবান এবং ওয়াংচুকের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থায় সরকারের কোনও আপত্তি নেই। আদালতও স্পষ্ট জানায়, ওয়াংচুকের জীবনরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা এই অনশনের প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে সমর্থন জানানো হয়েছে, তবু ১৯ দিন পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্রের কোনও প্রতিনিধি ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করেননি বা আলোচনার উদ্যোগ নেননি। তবে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতা, আইনজীবী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে অনশন প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন। এদিন বিকেলে আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালও যন্তর মন্তরে গিয়ে ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করেন।

শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে অনেকে অনশন প্রত্যাহারের আবেদন জানালেও বুধবার রাতে প্রকাশিত এক ভিডিও-বার্তায় ওয়াংচুক জানিয়ে দেন, সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত তিনি অনশন ভাঙবেন না। তাঁর কথায়, ‘আমার শরীর ভাল নয়, তবে এমন অবস্থাও নয় যে দু-চার দিনের মধ্যেই মারা যাব।’ অনশন প্রত্যাহারের আবেদনের বদলে ২০ জুলাই প্রস্তাবিত শান্তিপূর্ণ সংসদ অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ওই কর্মসূচির ডাক দিয়েছে সিজেপি।

ক্রেন পড়ে মৃত ১, আহত ৩

মহারাষ্ট্রের ঠানে জেলায় নির্মীয়মাণ একটি ভবনের ১৩ তলা থেকে ক্রেন পড়ে ২০ বছর বয়সি এক যুবকের মৃত্যু হল। আহত আরও তিনজন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি মিরা রোড (পূর্ব) এলাকার ‘জেপি নর্থ’ আবাসিক কমপ্লেক্সের। নিহতের নাম মোজাম্মিল খোখার। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ক্রেনটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে। নীচে পার্ক করা কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশ ও দমকল উদ্ধারকাজ চালায়। আহতরা চিকিৎসাধীন।

ইসরো ছাড়লেন শতাধিক বিজ্ঞানী

সংবাদ সংস্থা

বেঙ্গালুরু, ১৬ জুলাই

বড়সড় বদল ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-য়। ইস্তফা দিলেন ‘গগনযান’-এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নানা জাতীয় মিশনের সঙ্গে যুক্ত ১০০ জনেরও বেশি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। ইসরোর ‘গগনযান’ উৎক্ষেপণ সামনেই। মহাকাশেও যাবেন চার ভারতীয় নভশ্চর। এমনই সময় অভিজ্ঞ কর্মীদের এভাবে গণহারে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কপালে চিন্তার ভাঁজ প্রশাসনের। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং মিশনের কাজ যাতে কোনও ভাবেই ব্যাহত না হয়, সেজন্য ভারতের ‘ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস’ চাকরি ছাড়ার নিয়মে বড়সড় কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

১৪ জুলাই একটি অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ‘গগনযান’ বা এই ধরনের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত গ্রুপ ‘এ’ পর্যায়ের কোনও বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদের পদত্যাগপত্র বা স্বেচ্ছাবসরের আবেদন এখন থেকে আর আগের মতো থাকবে না। সব আবেদন এখন থেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় মহাকাশ বিভাগে পাঠাতে হবে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত কয়েক মাসে ১০০ থেকে ১২০ জন বিজ্ঞানী সংস্থা ছেড়েছেন। এর মধ্যে বেঙ্গালুরুর ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার থেকে প্রায় ৮০ জন, তিরুবনন্তপুরমের বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার থেকে অন্তত ২০ জন ইস্তফা দিয়েছেন। ইস্তফা-দেওয়া বিজ্ঞানীদের তালিকায় রয়েছেন এলভিএম৩ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর ভিক্টর জোসেফ এবং চন্দ্রযান-৩ মিশনের সিমুলেশন টিমের প্রধান আদিত্য রালাপাল্লির মতো নামী বিজ্ঞানীরা। ইসরো-র চেয়ারম্যান ভি নারায়ণ এই ইস্তফার কথা স্বীকার করলেও, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, ‘এটা যে-কোনও সংস্থারই অংশ। তবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে যাতে হঠাৎ কোনও সমস্যা না হয়, সেটাই নিশ্চিত করছি আমরা।’ তবে নানা মহল থেকেই স্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, ‘গগনযান’-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মিশনে যুক্ত কর্মীদের গণহারে পদত্যাগ জাতীয় প্রকল্পের কাজকে ব্যাহত করছে। ২০২০ সালের নিয়ম অনুযায়ী, ইসরো-র সেন্টার ডিরেক্টররা নিজেরাই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে পারতেন। নতুন নির্দেশে সেই ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এখন কোনও আবেদন গ্রহণ করার আগে ডিরেক্টরদের সেটির ওপর ‘স্পষ্ট সুপারিশ’ লিখে পাঠাতে হবে মহাকাশ দপ্তরে।

কেন এই কড়াকড়ি? কারণ শুধু শূন্য পদ পূরণ করা সহজ, কিন্তু গগনযান, চন্দ্রযান বা স্পাডেক্স-এর মতো জটিল মিশনের কাজে বছরের পর বছর ধরে হাত-পাকানো অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের বিকল্প খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। যদিও ইসরো-র মোট কর্মী-সংখ্যা যথেষ্ট, তবু বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের চলে যাওয়াটা সংস্থার জন্য এক বড় ধাক্কা। এই পরিস্থিতি তৈরির পিছনে বড় কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, মহাকাশ গবেষণায় বেসরকারি স্টার্টআপের উত্থানকে। মহাকাশের ক্ষেত্রে ২০২০ সালের সরকারি নীতি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রবেশের পর থেকে পিক্সেল, ধ্রুব স্পেস, স্কাইরুট এরোস্পেস-এর মতো ৪০০-র বেশি স্টার্টআপ তৈরি হয়েছে দেশ জুড়ে। প্রচুর বিনিয়োগ আসছে সেখানে। অনেক বিজ্ঞানীই এখন ইসরো ছেড়ে এই সব বেসরকারি সংস্থায় যোগ দিচ্ছেন।

তবে থেমে থাকার নয় ইসরোও। গগনযান, চন্দ্রযান-৪, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন (বিএএস), মঙ্গলযান ২-এর মতো বড় বড় প্রকল্প এখন পাখির চোখ। নতুন কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলছে।

বাদল অধিবেশনের প্রস্তুতি এনডিএ-র

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৬ জুলাই

দলের শীর্ষ স্তরের রদবদল থেকে শুরু করে আসন্ন বাদল অধিবেশনের কৌশল স্থির করতে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রী মোদির বাড়িতে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তাঁদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষও। মন্ত্রিসভা এবং দলের সাংগঠনিক রদবদল অর্থাৎ নীতিন নবীনের নতুন টিম নিয়েও সেই বৈঠকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

২০ জুলাই শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। এবারের বাদল অধিবেশনে একাধিক সংবিধান সংশোধন বিল আনতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। তার জন্য প্রয়োজন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন। তৃণমূলের পদত্যাগী সাংসদদের যোগদান, এনসিপিআইয়ের এনডিএকে সমর্থন, এনসিপির শারদ পাওয়ার গোষ্ঠীর শর্তসাপেক্ষে সমর্থনের বার্তায় বেশ কিছুটা স্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব। এই সমস্ত বিষয়গুলি ওই বৈঠকে উঠেছে বলেও জানা গিয়েছে। ২১ জুলাই এনডিএ সাংসদদের বৈঠক ডেকেছে বিজেপি। সেখানে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এনডিএ শিবিরে যোগ হতে চলেছে আরও একটি দল, এনসিপিআই। কয়েকমাস আগে পর্যন্ত অজানা, অখ্যাত এই দলের কোনও সাংসদ ছিলেন না। তবে তৃণমূল থেকে পদত্যাগ করে ২০ জন লোকসভার সাংসদ হঠাৎ করে এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়ায় রাতারাতি এনডিএর সাংসদ-সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। নতুন শরিকের ভূমিকা নিয়েও একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার এনডিএ শরিকদের আরও একটি বৈঠক রয়েছে।

নিট (ইউজি) ১১.২১ লক্ষ প্রার্থী উত্তীর্ণ

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১৬ জুলাই

বৃহস্পতিবার নিট (ইউজি) ২০২৬-এর ফল প্রকাশিত হল। সারা দেশে স্নাতক স্তরে মেডিক্যাল, ডেন্টাল, আয়ুষ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য ১১.২১ লক্ষ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। যেসব পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা এখন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট neet.nta.nic.in থেকে তাঁদের স্কোরকার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। ৭২০-এর মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর ৭১৫ পেয়ে পাঞ্জাবের আরিয়ান গুপ্তা এবং হরিয়ানার পানশুল বনসল প্রথম হয়েছেন। এনটিএ-র তথ্য অনুযায়ী ৭০০ নম্বর পেয়েছেন ১৯ জন। ৬৯০ পেয়েছেন ১৩৮ জন। ৬৫০ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছেন ১৪৯২ জন। সংস্থাটি জানিয়েছে, শীর্ষ ১৩৮ জনের মধ্যে ৯৩ শতাংশেরও বেশি পরীক্ষার্থী এবারই প্রথম নিট-এ অংশ নিয়েছেন। তাঁদের প্রায় সবারই বয়স ১৭ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে।

৫ লক্ষে মিলেছে নিটের প্রশ্নপত্র, হুবহু ১১১ প্রশ্ন!

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১৬ জুলাই

নিট প্রশ্নফাঁস-কাণ্ডে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। সিবিআই একটি বিশেষ আদালতে জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের লাতুরের এক কোচিং সেন্টারের মালিক মোটেগাঁওকর পরীক্ষার আগেই কেমিস্ট্রি বা রসায়নের প্রশ্নপত্র পেতে পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। সিবিআই-এর অভিযোগ, প্রশ্নপত্র তৈরির প্যানেলে থাকা এক ব্যক্তির কাছ থেকেই ওই কোচিং সেন্টারের মালিক প্রশ্নগুলো জোগাড় করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্যানেলে থাকা ওই ব্যক্তির ছেলে অভিযুক্ত কোচিং সেন্টারেই পড়ত। একটি ফোন থেকে মোট ৩৬টি ছবি উদ্ধার হয়েছে, যার মধ্যে ১৩২টি হাতে লেখা রসায়নের প্রশ্ন ছিল। সিবিআই জানিয়েছে, ১১১টি প্রশ্ন নিট (ইউজি) ২০২৬-এর মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রামমন্দির, প্রশ্নফাঁস ইস্যু সংসদে কং-অস্ত্র

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৬ জুলাই

আগামী সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে সংসদের বাদল অধিবেশন। এই অধিবেশনে মোদি সরকারকে একাধিক ইস্যুতে চাপে ফেলতে প্রস্তুতি শুরু করেছে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে কংগ্রেস সংসদীয় দলের রণকৌশল কমিটির বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে রামমন্দিরের অনুদান তছরুপের অভিযোগ, নিট প্রশ্নফাঁস, শিক্ষাব্যবস্থার অবক্ষয়, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, বিদেশনীতি-সহ বিভিন্ন বিষয় সংসদে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সরকারকে চাপে ফেলতে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বৈঠকের পর কংগ্রেসের রাজ্যসভার মুখ্য সচেতক জয়রাম রমেশ জানান, সরকার ফের আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে পারে। কংগ্রেস এই বিলের কড়া বিরোধিতা করবে এবং বিরোধী দলগুলির ঐক্য বজায় রেখে তা রুখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। একই সঙ্গে, গুরুতর অপরাধে ৩০ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকলে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের পদচ্যুত করার প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী বিলেরও বিরোধিতা করবে দল। রমেশ জানান, প্রস্তাবিত ‘বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল’, বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (এফসিআরএ) সংশোধনীরও বিরোধিতা করবে কংগ্রেস। তাঁর দাবি, সরকারের সম্ভাব্য আইন প্রণয়নের তালিকায় এমন কোনও বিল নেই, যাকে সমর্থন করা যায়।

নবমে তৃতীয় ভাষা চালু না করার পরামর্শ কোর্টের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৬ জুলাই

সিবিএসই-র নতুন ভাষানীতি অনুযায়ী নবম শ্রেণি থেকে তৃতীয় ভাষা চালুর বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ মৌখিক ভাবে কেন্দ্রকে বলে, নবম শ্রেণি থেকে নতুন ভাষা চালু করলে শিক্ষার্থীদের ওপর অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপ বাড়বে। আদালতের মতে, তৃতীয় ভাষা পড়াতে হলে তা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শুরু করা উচিত। তামিলনাড়ুতে প্রতিটি জেলায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকারের করা মামলার শুনানির সময় এই মন্তব্য করে আদালত। তামিলনাড়ু সরকারের দাবি, নবোদয় বিদ্যালয়ে অনুসৃত ত্রিভাষা নীতির কারণেই তাদের আপত্তি। শুনানিতে বিচারপতি নাগরত্ন স্পষ্ট করেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে হিন্দিকে বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। রাজ্যের ভাষা ও ইংরেজির পাশাপাশি যেকোনও একটি ভাষা তৃতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো যেতে পারে।

জাতীয় সম্মানের অবমাননা রোধ, জন্ম-মৃত্যু সংশোধনী বিল আসছে

আসন্ন বাদল অধিবেশনে জাতীয় সম্মানের অবমাননা রোধ সংক্রান্ত সংশোধনী বিল আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিলের মাধ্যমে দেশের সংবিধান, জাতীয় প্রতীক অথবা গানের অবমাননায় কঠোর সাজার বিধান রয়েছে। ১৯৭১ সালের আইনটি সংশোধন করে আরও কঠোর করতে চলেছে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার লোকসভার সচিবালয়ের তরফে জারি করা বুলেটিনে জানানো হয়েছে উল্লেখিত বিলটি পেশ, আলোচনা এবং পাশ করানো হবে। লোকসভার বুলেটিনে আপাতত মোট পাঁচটি বিল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই বিলগুলি পাশ করানো হবে। তবে যে বিলগুলি শুধুমাত্র পেশ করা হবে সেগুলি এখনও পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হয়নি। উল্লেখিত বিলটি ছাড়া রয়েছে জন্ম এবং মৃত্যু নথিভুক্তকরণ সংশোধনী বিল। জন্ম বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেরিতে নথিভুক্ত করার বিধি আরও কঠোর করা হবে এই বিলে।

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: অফিস নম্বর ৫০১ এবং ৫০৩, ৫ নং ফ্লোর, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বাই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র- ৪০০০৭২
ব্যারাকপুর শাখা অফিস: ফ্ল্যাট নম্বর ১-এ, বাড়ি নম্বর ৩১(৭) ফার্স্ট ফ্লোর, পুষ্পাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, বারাসত রোড, ওয়ার্ড নম্বর ৩, ২য় লেন, বিধানপল্লী, প্যানাসিয়া নার্সিং হোমের কাছে, ব্যারাকপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১২২
কলকাতা শাখা অফিস: অফিস নম্বর ১ ই, ফার্স্ট ফ্লোর, প্রেমিসেস নম্বর ২, গোবিন্দ ভবন, বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সরণি (ব্র্যাবোর্ন রোড), কলকাতা- ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
হাওড়া শাখা অফিস: ৩ নং ফ্লোর, কৃষ্ণা এনক্লেভ, ২০১, ভজনলাল লোহিয়া লেন, এসি মার্কেটের কাছে, হাওড়া- ৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)।

দখল বিজ্ঞপ্তি [পরিশিষ্ট-IV] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	শাখার নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	(ব্যারাকপুর শাখার লোন কোড ০৬২১০০০০৪৫৩), গণেশ ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা) অনিমা ভৌমিক (সহ-ঋণগ্রহীতা)	জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিমাপ কমবেশি ৫ ডেসিমেল, যা অবস্থিত মৌজা- বীরনগর, বিয়ারিং নম্বর-১৯, তৌজি নম্বর -৩৩৭, এলআর খতিয়ান নম্বর-১৮৬৪, আরএস খতিয়ান নম্বর- ২৪১০, এলআর দাগ নম্বর- ২১৫৯, আরএস দাগ নম্বর ১২৭৬, থানা তাহেরপুরের অধীনে, জেলা- নদীয়া, (২০১০ সালের দলিল নম্বর-১১৫৮) সীমানা:- পূর্বে: গলি রাস্তা, পশ্চিমে: ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, উত্তরে: হিরেন্দ্রচন্দ্র রায়, দক্ষিণে: কার্তিক রায়।	৯-জানুয়ারি-২৬ ₹ ৮৬৩২০৪/-	১৪-জুলাই-২৬
২.	(ব্যারাকপুর শাখার লোন কোড ০৬২০০০০১১০৯), সাধন বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা) বন্দনা বিশ্বাস রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা)	জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিমাপ কমবেশি ৫ শতক, যা অবস্থিত মৌজা - কামগাছি, জে.এল. নম্বর- ১৭, তৌজি নম্বর-১১১, খতিয়ান নম্বর ৪২৭, ৪২৯, ২১২৭, ২১২৯, ২১২০, এল.আর খতিয়ান নম্বর ১৬৪৬৮ এবং ৯২৪৫, প্লট (দাগ) নম্বর ১৮৪৫ এবং ২৭৫৭, থানা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানাঘাট, জেলা নদীয়া। সীমানা: - পূর্বে: নিয়োগী, পশ্চিমে: হাঁস আকালের আরিস, উত্তরে: রুস্তম, দক্ষিণে: হীরা লাল দে।	১৫-এপ্রিল-২৬ ₹৫৫০৮৭৩/-	১৪-জুলাই-২৬
৩.	(ব্যারাকপুর শাখার লোন কোড ০৬২০০০০১১৫৬), রাহুল ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা) তনুশ্রী ভট্টাচার্য (সহ-ঋণগ্রহীতা) বরুণ ভট্টাচার্য (সহ-ঋণগ্রহীতা)	জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিমাপ কমবেশি ৫ ডেসিমেল, যা অবস্থিত মৌজা- বুইচা, জে.এল. নম্বর ৭০, এলআর খতিয়ান নম্বর- ২৯৮৩, আরএস এবং এলআর দাগ নম্বর-১১৭২/৪৬৪৯, থানা- শান্তিপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস শান্তিপুর, নবল গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা নদীয়া। সীমানা: পূর্বে: তরুণ ভট্টাচার্যের জমি, পশ্চিমে: বলাই ঘোষের উত্তরাধিকারীদের জমি, উত্তরে: তৃপ্তি রাণী ভট্টাচার্যের জমি, দক্ষিণে: কাঁচা রাস্তা।	১৪-এপ্রিল-২৬ ₹৬২৭৯৩৩/-	১৪-জুলাই-২৬
৪.	(কলকাতা শাখার লোন কোড ১২৭১০০০০৯১২), গোবিন্দ শীল (ঋণগ্রহীতা) উমা শীল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিমাপ কমবেশি ২ শতক (প্লটের ৪ শতকের মধ্যে) সাথে টিনের ছাদ এবং ইটের দেওয়াল বিশিষ্ট একটি ১৫০ বর্গফুটের ঘর, যা গ্রাম যশড়া-তে অন্তর্ভুক্ত, জে.এল. নম্বর ২৪, এলআর খতিয়ান নম্বর ২১৮৭, এলআর দাগ নম্বর ৩১৮/১০০৯, তৌজি নম্বর- ১২, হোল্ডিং নম্বর-১০৯৫ (চাকদহ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে), থানা এবং পৌরসভা চাকদহ, জেলা - নদীয়া (২০২২ সালের দলিল নম্বর ১ ৭৪৯৯ অনুযায়ী)। সীমানা:- পূর্বে: নরেন দেবনাথের সম্পত্তি, পশ্চিমে: বিদ্যুৎ দাসের সম্পত্তি, উত্তরে: মহারাণী শীলের সম্পত্তি, দক্ষিণে: ৮ ফুট চওড়া ঢালাই রাস্তা।	১৪-এপ্রিল-২৬ ₹৯২৬৯৫১/-	১৪-জুলাই-২৬
৫.	(হাওড়া শাখার লোন কোড ০১৯১০০০০৬৯৩), মহঃ শাহজাদা (ঋণগ্রহীতা) সাগুফতা পারভীন (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নম্বর ৪০৩, ৪ নং ফ্লোরে, যার পরিমাপ কমবেশি ৪৮৮ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) এবং ৫৭৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), যা কমবেশি ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৪২ বর্গফুট জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, অবস্থিত মৌজা- ধারসা, জেএল নম্বর ৫, তৌজি নম্বর ৭৭৫, আরএস দাগ নম্বর ৬৯৮, এলআর দাগ নম্বর ৫০৯, এলআর খতিয়ান নম্বর ৫০৩৭ এবং ৫০৩৮, আরএস খতিয়ান নম্বর ৪৭৭, বাঁকড়া গ্রাম পঞ্চায়েত- III এর অধীনে, থানা-ডোমজুড়, জেলা হাওড়া (দলিল নম্বর ১-০৫০১০২১৩৭/২৪)। সীমানা: পূর্বে: সিঁড়ি এবং লবি, পশ্চিমে: খোলা আকাশ, উত্তরে: ফ্ল্যাট নম্বর ৪০২, দক্ষিণে: খোলা আকাশ।	৯-নভেম্বর-২৪ ₹২১৩৫৬১৭.৫৬	১৪-জুলাই-২৬
৬.	(হাওড়া শাখার লোন কোড ০১৯১০০০০৩৮২), লালন সাউ (ঋণগ্রহীতা) বিন্দু দেবী (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরিং করা আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নম্বর ‘জি-ডি’, যার পরিমাপ প্রায় ৫৫২ বর্গফুট কমবেশি, যার মধ্যে ২০% সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অন্তর্ভুক্ত, ২টো বেডরুম, রান্নাঘর-লিভিং - ডাইনিং, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত, যা ভবনের একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোরে) অবস্থিত, যা নির্মিত হয়েছে কমবেশি ৪ কাঠা ১ ছটাক জমির উপর, আর.এস দাগ নম্বর ৩৬৫৩, আর.এস খতিয়ান নম্বর-১৫৯৪, এল.আর দাগ নম্বর - ৩৫৭২, এল.আর খতিয়ান নম্বর- ১২৭৯৩, জে.এল নম্বর-৫৫, মৌজা বাঁকড়া, থানা- ডোমজুড়, ডি.এস.আর- হাওড়া, এ.ডি.এস.আর- ডোমজুড়, বাঁকড়া ৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত।	১৪-এপ্রিল-২৬ ₹১১০১৬১১/-	১৪-জুলাই-২৬

স্থান: ব্যারাকপুর, কলকাতা, হাওড়া
তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬

অনুমোদিত আধিকারিক
আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন

(ভারত সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)
নেলসন ম্যান্ডেলা মার্গ, বসন্ত কুঞ্জ, নতুন দিল্লি-১১০ ০৭০
ফোন নং: ০১১-২৯৫৮-১০০০/১০৫০, ওয়েবসাইট: www.aicte.gov.in

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: একটি প্রতিষ্ঠানের এআইসিটিই অনুমোদন স্ট্যাটাস যাচাই-আরইজি

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন, শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকারের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, সংসদের একটি আইনের (আইন ৫২, ১৯৮৭) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম অফার করার জন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের এআইসিটিই-এর কাছ থেকে পূর্বানুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক।

লক্ষ্য করা গেছে যে অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য অংশীদাররা প্রায়শই প্রতিষ্ঠানের এআইসিটিই অনুমোদন স্ট্যাটাস নিশ্চিত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। এটি সহজতর করার জন্য, অংশীদারদের সরাসরি এআইসিটিই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনুমোদনের বিবরণ যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এআইসিটিই আইন, ১৯৮৭ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ভারতীদাসন ইউনিভার্সিটি বনাম এআইসিটিই রায়ের অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম পরিচালনা করার জন্য এআইসিটিই-এর পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন নেই। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং পিজিডিএম প্রোগ্রাম অফারকারী প্রতিষ্ঠানগুলির এই ধরনের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

এআইসিটিই বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকাও বজায় রাখে। এই তালিকাটি এআইসিটিই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।

অননুমোদিত কোর্স পরিচালনা করতে দেখা গেলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়মিতভাবে সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জানানো হয়, এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে জানানোর পাশাপাশি হয় এআইসিটিই অনুমোদন নিতে অথবা এই ধরনের প্রোগ্রাম বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারগুলিকেও এই ধরনের ভুলকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য **www.aicte.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

বিজ্ঞপ্তিটি সর্বসাধারণের এবং সমস্ত অংশীদারদের তথ্য এবং স্বার্থের জন্য জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন নং:
AICTE/Regulation Bureau/07(01)/2026

(শ্যামা রথ)
সদস্য সচিব, এআইসিটিই

CBC 21300/11/0003/2627

নতুন করে পথচলা শুরু হবে: মমতা

আজকালের প্রতিবেদন

২১ জুলাইয়ের আগে যাঁরা লোটা–কম্বল নিয়ে চলে যেতে চান, তাঁরা চলে যান। যেখানে ইচ্ছে যান। যাঁদের পুলিশ, বিজেপি, ইডি, সিবিআই— নানা কেসের ভয় আছে, চলে যেতে চাইছেন, যেতে পারেন। ২১ জুলাই নতুন করে পথচলা শুরু হবে। কে এল, কে এল না, কিছু যায় আসে না। দল ছাড়তেই পারেন, তাতে আমরা দুর্বল হব না। বৃহস্পতিবার ফেসবুক লাইভে বিদ্রোহীদের এই বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। পাশাপাশি তিনি দলের কর্মী–সমর্থকদের বার্তা দিয়ে বলেছেন, ‘আমি ভয় পাই না। যাঁরা যাওয়ার, দয়া করে ২১ জুলাইয়ের আগে নাম লিখিয়ে চলে যান। দলটাকে কলঙ্কিত করবেন না। ১৯৯৭ সালে পথচলা শুরু হয়েছিল, ২০২৬–এও নতুন করে পারব।’ এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিক দলত্যাগ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে ধন্যবাদ। বিজেপির সমালোচনা করে মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ‘নির্বাচনের পরে আমাদের বহু কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, ঘরবাড়ি জ্বালানো হয়েছে। মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ আওয়াজ তুলবে। আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে সেদিন জমায়েত করব। প্রশাসনকে বলব, নিরপেক্ষ থাকুন। দিল্লি টলমল হলে এখানেও সব টলমল হয়ে যাবে। তাই করে এদিনও মমতা বলেছেন, ‘এজেন্সির ভয় সাময়িক। আজ দিন বদলেছে, তাও সাময়িক।’ শহিদ পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ‘আমরা যখন ৪০ বছর আগে ২১ জুলাই করি, তখন একটা তহবিল গড়েছিলাম। সাধারণ মানুষ যে অর্থসাহায্য করেছিলেন, তা শহিদ

যাঁরা যেতে চান ২১ জুলাইয়ের আগে চলে যান

বলছি, দিল্লি আগে রক্ষা করুন। দিল্লি যতই সাংসদ কেনাবেচা করুক, দিল্লির অবস্থা সঙ্কটে। দেশের অবস্থাও তাই। আমরা চাই না, দেশ সঙ্কটে পড়ুক। কিন্তু যা পরিস্থিতি, অর্থনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ— সবাই বলছেন।’ সোনম ওয়াংচুক প্রসঙ্গে মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ‘একটা মানুষ অনশন করছেন, তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতেও যাননি। আপনারা সামান্য ভদ্রতাটুকুও দেখাচ্ছেন না।’ বিজেপিকে আক্রমণ পরিবারকে দিয়েছিলাম। শুনলাম, শহিদ পরিবারদেরও ভয় দেখিয়ে বালিশ শিবিরে নিয়ে যাচ্ছে। এবার যদি কেউ ভয়ে না আসেন বা কেউ অর্থসাহায্য করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা আসবেন কি না, সেটা আপনাদেরই সিদ্ধান্ত। আপনারা আমাদের সঙ্গে এবছর থাকলেন বা থাকলেন না, সেটা আপনারা ঠিক করবেন। আপনারা আমাদের হৃদয় জুড়ে আছেন।’ এদিন রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে তিনি শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

মুদিয়ালির শিবমন্দির পুজো উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় রথের দড়ি টানছেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। ছিলেন উদ্যোক্তা পার্থ ঘোষ-সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

ছদ্মবেশে হাসপাতালে স্বাস্থ্য-রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা

সুখেন্দু আচার্য
কল্যাণী ১৬ জুলাই

বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ছদ্মবেশে কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে (জেএনএম) হানা দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য–রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার। প্রথমে মন্ত্রীকে হাসপাতালের কেউ চিনতে পারেননি। মন্ত্রীর সঙ্গে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। তিনি মেডিক্যালের ছাত্রী হিসেবে হাসপাতালে আসেন। প্রথমে ইমার্জেন্সিতে যান। রোগী ভর্তির নাম করে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, ‘এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ, রাতে কোনও সিনিয়র ডাক্তার দেখলাম না। পুরো হাসপাতালটা চালাচ্ছে জুনিয়র ডাক্তাররা। চারিদিকে ভীষণ অপরিষ্কার। বেডের মধ্যে কুকুর–বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসপাতালে ছাত্রদের হস্টেল তো যাচ্ছেতাই। এ ভাবে রোগীদের পরিষেবা দেওয়া যায় নাকি! এত বড় হাসপাতালে রোগীদের কোনও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। এই হাসপাতাল নিয়ে এত অভিযোগ যে ভাবা যায়না। এটা দেখার জন্য ছাত্রীর পোশাকে এসেছি। যা পরে আমি কোনওদিন বাইরে বেরোই না। চরম অব্যবস্থার মধ্যে চলছে হাসপাতাল। আমি পুরো বিষয়টি যেখানে জানানোর জানাব। ইতিমধ্যে কলকাতার হাসপাতালগুলিতে আমরা নজর রেখেছি। রোগীদের খাবার বিষয়টিও নজরে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী রোগীদের খাবার বরাদ্দ বাড়িয়েছে। এই হাসপাতালে এই জেলার বাইরের রোগীও আসেন। ৫০০ শয্যার হাসপাতাল, তার অবস্থা এত করুন ভাবা যায় না। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কল্যাণীর বিজেপি নেতা তারক সরকার।

মেডিক্যালের ছাত্রী সেজে জেএনএম হাসপাতালে স্বাস্থ্য–রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার। বুধবার রাতে। ছবি: প্রতিবেদক

গুগ্‌ল ক্লাউড-টিসিএস যৌথ উদ্যোগ

কলকাতায় জেমিনাই এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার

রিনা ভট্টাচার্য

কলকাতায় গুগল ক্লাউডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জেমিনাই এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার চালু করল টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস (টিসিএস)। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এজেন্টিক এআই, জেনারেটিভ এআই–এর ব্যবহার বাড়বে। উন্নত ডেটা বিশ্লেষণ এবং আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন শিল্পের জন্য নতুন এআই–ভিত্তিক সমাধান তৈরি করা হবে। এর ফলে গ্রাহকদের আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া এবং ব্যবসা আরও দক্ষ ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

এই কেন্দ্রে মূলত চারটি ক্ষেত্রে এআই পরিষেবা দেওয়া হবে— ক্রেতাদের কাছে পণ্যের সঠিক প্রদর্শন, কর্মীদের পণ্য সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সাহায্য করা, স্টোর সার্ভিস ডেস্ক পরিচালনা করা এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ। স্টোর পরিচালনা অর্থাৎ দোকানের দৈনন্দিন কাজে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও সাপ্লাই চেন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এআই–এর সাহায্যে সরবরাহ নথিভুক্তিকরণ, চুক্তি অনুযায়ী গুদামে পণ্য গ্রহণ এবং বিল যাচাইয়ের মতো কাজ আরও দ্রুত ও নির্ভুল ভাবে করা যাবে। ওমনি–চ্যানেল রিটেলের ক্ষেত্রে অনলাইন ও অফলাইন বিক্রি, পণ্য সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য দেওয়া এবং বিল যাচাই করার সুবিধে দেবে এআই। এছাড়া সুষ্ঠু ভাবে গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই কেন্দ্র কাজ করবে।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই কেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে দেশে এখন টিসিএস–এর জেমিনাই এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারের সংখ্যা দাঁড়াল তিনটি। এর আগে চেন্নাইয়ে রিটেল এবং বেঙ্গালুরুতে ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিষেবা ও বিমা খাতের জন্য এমন কেন্দ্র চালু হয়েছে। টিসিএস জানিয়েছে, ২০২৬ সালের মধ্যে বিশ্ব জুড়ে ১০টি এবং ভারতে চারটি জেমিনাই এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। গুগল ক্লাউডের ডিরেক্টর অফ পার্টনারশিপস (ইন্ডিয়া) শিভির চোরদিয়া বলেন, ‘টিসিএস–এর সঙ্গে তৈরি জেমিনাই–ভিত্তিক শিল্প–সমাধান ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থাকে দ্রুত ব্যবসায়িক সুবিধে দিচ্ছে। কলকাতায় নতুন কেন্দ্র চালু হওয়ায় এজেন্টিক এআই–এর ব্যবহার আরও বাড়বে।’

টিসিএস–এর কনজিউমার বিজনেস গ্রুপের সিটিও মুরলী রামানাথন বলেন, ‘গুগল ক্লাউডের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। কলকাতার এই কেন্দ্র গ্রাহকদের এআই–ভিত্তিক নতুন পরিষেবা দেবে। টিসিএস ইতিমধ্যেই জেমিনাই এন্টারপ্রাইজ ব্যবহার করে তিন হাজার শিল্প–নির্দিষ্ট এআই এজেন্ট তৈরি করেছে। এগুলি খুচরো ব্যবসা, ভোগ্যপণ্য, ভ্রমণ, পরিবহণ এবং হসপিটালিটি শিল্পে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে।’

সাংসদ পদে ইস্তফা কোয়েলের

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৬ জুলাই

রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দিলেন তৃণমূলের রুক্মিণী ওরফে কোয়েল মল্লিক। দিল্লিতে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে কোয়েল পদত্যাগপত্র তুলে দেন। এই নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার চার সাংসদ পদত্যাগ করলেন।

সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে দেখা করেন কোয়েল। তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এর আগে ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতেই বৈঠক করে লোকসভার তৃণমূল সাংসদরা দল ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দেন। ফলে ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে কোয়েলের এই বৈঠক ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। পদত্যাগপত্রে কোয়েল মল্লিক লিখেছেন, ‘রাজ্যভার সদস্যপদ থেকে আমি ইস্তফা দিচ্ছি এবং এটি সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর করা হোক। একই সঙ্গে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সচিবালয়ের সমস্ত কর্মীর সহযোগিতার জন্য তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।’ মাসখানেক আগে একে একে রাজ্যসভার পদ থেকে ইস্তফা দেন সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বারাইক। তাঁরা সম্প্রতি বিজেপিতে যোগদান করেন। যোগদানের পরপরই তাঁদের রাজ্যসভায় প্রার্থী করেছে বিজেপি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কোয়েল মল্লিককে রাজ্যসভার প্রার্থী করে দিল্লিতে পাঠান তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। একমাস আগে তিনি শপথ নিলেও এখনও পর্যন্ত একটি অধিবেশনেও যোগ দেওয়ার সুযোগ পাননি।

দল ছাড়ছেন মণীশ গুপ্ত

এদিকে, মমতা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মণীশ গুপ্তও এদিন তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে তিনি জানান, এখনও মমতা ব্যানার্জির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠাননি। তিনি বলেন, ‘এই দলে আমার আর কিছু করার নেই। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে ছেড়েই দিলাম। অবশ্যই মমতা ব্যানার্জিকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেব।’

ডিএলএড কলেজগুলি বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু না করলে অনুমোদন বাতিল

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের ডিএলএড কলেজগুলিতে পড়ুয়া, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা অবিলম্বে চালুর নির্দেশ দিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এনসিটিইর নির্দেশিকা মেনে সমস্ত স্বীকৃত ও পর্ষদ অনুমোদিত ডিএলএড কলেজগুলিতে এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। না হলে অনুমোদন প্রত্যাহার করা হতে পারে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৯ সালে এনসিটিই সমস্ত শিক্ষক–শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশের ভিত্তিতে চলতি বছরের মার্চ মাসে পর্ষদ ৩০ দিনের মধ্যে কলেজগুলিতে বায়োমেট্রিক যন্ত্র বসানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এবার সেই নির্দেশ বাধ্যতামূলক ভাবে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু না করলে এনসিটিইর আইন অনুযায়ী অনুমোদন প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। একই সঙ্গে পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডিএলএড কলেজগুলির অনুমোদন পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রেও বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা সফল ভাবে চালু থাকার বিষয়টি বাধ্যতামূলক। এছাড়াও জানানো হয়েছে, এনসিটিইর নিয়ম অনুযায়ী ডিএলএড পাঠ্যক্রমে ছাত্রছাত্রীদের কোর্সওয়ার্কে ন্যূনতম ৮০ শতাংশ এবং স্কুল ইন্টার্নশিপে ৯০ শতাংশ উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে।

স্বরূপ বিশ্বাসের জামিন

আজকালের প্রতিবেদন

জামিন পেলেন স্বরূপ বিশ্বাস। নিউ আলিপুর থানার মামলায়। বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালত স্বরূপ বিশ্বাসকে ১০ হাজার টাকার বন্ডের দুটি সিওরিটিতে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে নিউ আলিপুর থানায় স্বরূপের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, অপরাধমূলক ভয় দেখানো–সহ একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলাতেই এদিন আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে।

স্পিকারকে দেওয়া তৃণমূলের চিঠিতে স্বাক্ষর জালিয়াতির ইঙ্গিত এফএসএলের রিপোর্টে

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঠিক করা নিয়ে স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া তৃণমূলের চিঠিতে স্বাক্ষর–জালিয়াতি মামলায় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল) রিপোর্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে, স্বাক্ষরটিতে জালিয়াতি করা হয়েছে। সিআইডি আদালতে এই রিপোর্ট জমা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সিআইডি–র পক্ষে উপস্থিত হয়ে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তাবিত বিরোধী দলনেতা সিআইডি–র কাছে দেওয়া তাঁর জবানবন্দিতে বক্তব্য পরিবর্তন করেছেন। বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। সেখানে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য জানান যে, তাঁরা এখন সমগ্র সিআইডি তদন্ত প্রক্রিয়াকেই চ্যালেঞ্জ জানাতে চান। শুনানির সময় এএজি রাজদীপ মজুমদার এফএসএল রিপোর্ট পেশ করার জন্য আদালতের অনুমতি চান এবং দাবি করেন, আদালত যদি তাঁদের এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার অনুমতি দেয়, তবে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসবে, কারণ এফএসএল রিপোর্ট পরিষ্কার করে দিয়েছে যে সেখানে জালিয়াতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অভিষেকের অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার মেয়াদবৃদ্ধির আবেদনটির শুনানি আজ, শুক্রবার হবে। সিআইডি প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানানো সংক্রান্ত নতুন মামলাটির শুনানি সম্ভবত সাত দিন পর আদালত শুনবে।

সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নয়: হাইকোর্ট

আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না। কলকাতা হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার মৌখিক ভাবে রাজ্যকে এমন নির্দেশ দিয়েছে। এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটির শুনানি ছিল। রথযাত্রার কারণে রাজ্যের আইনজীবীরা উপস্থিত থাকতে না পারায় শুনানি মুলতুবি রাখার আবেদন জানানো হয়। পরবর্তী শুনানি সোমবার হতে পারে।

স্কুলে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি শেখানোর উদ্যোগ স্কুলশিক্ষা দপ্তরের

কীভাবে তৈরি করতে হয় ডিজিটাল কনটেন্ট, স্কুলপড়ুয়াদের এবার তা–ই শেখানোর উদ্যোগ নিল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। এই উদ্দেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য স্কুলে ‘ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব’ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করল দপ্তর। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে প্রতিটি জেলার ডিআইদের প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে প্রতি বছর এক লক্ষ করে, মোট ৫ লক্ষ পড়ুয়াকে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, ডিজিটাল কনটেন্ট সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি, গল্প বলা, যোগাযোগ এবং উন্নত প্রযুক্তিগত দক্ষতা গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অ্যানিমেশন, ভিসুয়াল এফেক্টস (ভিএফএক্স), গেমিং, কমিক্স এবং এক্সটেন্ডেড রিয়্যালিটি ক্ষেত্রের জন্য পড়ুয়াদের দক্ষ করে তোলাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই কারণে স্কুলগুলিতে আইসিটি ও কম্পিউটার ল্যাবের পরিকাঠামো, কতজন শিক্ষক রয়েছেন ইত্যাদি তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। ২২ জুলাইয়ের মধ্যে এই তথ্য দিতে হবে। পরিকাঠামো সংক্রান্ত রিপোর্ট আসার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

শব্দরঙ্গ–৩৪৫

	১				২		৩
৪							
			৫		৬		
৭							
				৮		৯	
১০		১১					
						১২	
		১৩					

পাশাপাশি

১. গাছপালা, ফুল, নদনদী ইত্যাদি চোখে দেখে শেখা বা অভিজ্ঞতালাভ ৪. সৌন্দয, শোভা ৬. রঞ্জিতা ৭. তির অথবা বাণের মতো ৮. প্রচুর, যথেষ্ট ১০. ধারালো ১২. গেরুয়া রঙের ১৩. দক্ষ, কাজে নিপুণ।

উপর–নীচ

১. অগ্নি
২. চোট, ধাক্কা
৩. মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক প্রভৃতির সামনের জোরালো আলো
৫. লালনকারী
৭. শঠ লোকের সঙ্গে শঠতা করার নীতি
৮. বাঞ্ছিতা
৯. কোকিল জাতীয় পাখি, পাপিয়া
১১. ছেঁড়া কাপড় মেরামতির তালি।

সমাধান–৩৪৪

আ	খু	ন	জি				
প			নি	র্বি	শে	ষ	
রু			য়া			ট্	
চি	দা	ভা	স			প্র	
	না			অ	ভি	জ্ঞ	তা
	দা			ভি			রা
	র	সা	য়	ন			ঘে
				ব	ট	কে	রা

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● জি বাংলা সোনার
সকাল ৯–০০ **নয়নমণি**, সকাল ১১–৩০ **সংঘর্ষ**, দুপুর ২–০০ **মহাজন**, বিকেল ৪–৩০ **মঙ্গলদীপ**, সন্ধে ৭–৩০ **অজানা পথ**, রাত ১০–৩০ **হংসরাজ**

● কালার্স বাংলা সিনেমা
সকাল ১০–০০ **চ্যালেঞ্জ ২**, দুপুর ১–৩০ **জোশ**, বিকেল ৪–৩০ **রিফিউজি**, রাত ৮–০০ **বিধিলিপি**, রাত ১১–০০ **দাদু নং ১**

● ডিডি বাংলা

দুপুর ২–৩০ **শেষ প্রতীক্ষা**

● কালার্স বাংলা
দুপুর ২–০০ **বিদায়**

● আকাশ আট
দুপুর ৩–০৫ **আবার আসব ফিরে**

● জলসা মুভিজ
সকাল ৯–৩০ **কেজিএফ**, দুপুর ১২–৩০ **কেলোর কীর্তি**, বিকেল ৩–৪৫ **ওয়ার্ল্ড ফেমাস লাভার**, সন্ধে ৬–৩০ **পাওয়ার**, রাত ৯–৪৫ **কিশমিশ**

● জি সিনেমা
সকাল ৬–০০ **এজেন্ট বিনোদ**, সকাল ৯–০০ **জয় সন্তোষী মা**, দুপুর ১২–০০ **রাম লক্ষ্মণ**, দুপুর ৩–০০ **সনম তেরী কসম**, সন্ধে ৬–০০ **ধামাল**

জি বাংলা সোনার
নিমন্ত্রণ
সকাল ৬–০০

জি সিনেমা
ডানকি
রাত ৯–০০

বিশেষ অনুষ্ঠান

● হোক ফোক

লোকগানের সঙ্গে মিশে আছে গ্রাম–বাংলার মাটির গন্ধ। পল্লি–বাংলার চেহারা যেন ফিরে ফিরে আসে এই গানে। সপ্তাহের একটি দিনে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘হোক ফোক’–এর অপেক্ষায় থাকেন দর্শকরা। এবারের পর্বের শিল্পী শুভেন্দু মাইতি।
ডিডি বাংলা: রাত ৮–৩০

● সোনি পিক্স
সকাল ৬–১৯ **ডোন্ট ব্রিদ**, সকাল ৭–৩৬ **দ্য রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান**, সকাল ৯–১৩ **মনস্টার হাউস**, সকাল ১০–৩৯ **নেভার ব্যাক ডাউন**, দুপুর ১২–১৭ **ব্যাড বয়েস রাইড অর ডাই**, দুপুর ২–০০ **দ্য ডার্ক টাওয়ার**, বিকেল ৩–৪৯ **ব্লেড রানার ২০৪৯**, বিকেল ৬–০৫ **হ্যারল্ড মি পার্পল ক্রেয়ন**, সন্ধে ৭–৩২ **এসকেপ রুম: টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন্স**, রাত ৯–০০ **স্পাইডার–মেন: হোম কামিং**

● কালার্স সিনেপ্লেক্স

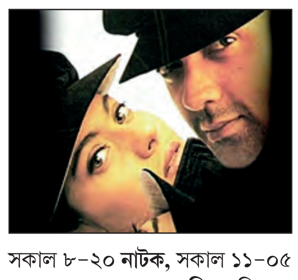

সকাল ৮–২০ **নাটক**, সকাল ১১–০৫ **জুডবা**, দুপুর ১–৪৫ **নাস্তিক**, বিকেল ৫–০০ **বাগবান**, সকাল ৮–৪০ **গুপ্ত**, দুপুর ১১– ১৫ **জুলম কি জঞ্জীর**

ধারাবাহিক

● নিশির ডাক

কালার্স বাংলা: রাত ১০–০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: শুক্রবার, ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩, ইং ১৭ জুলাই ২০২৬, মুং ২ শফর ১৪৪৭
সূর্যোদয়: ৫।৫।২০
সূর্যাস্ত: ৬।১৯।৫৬
তিথি: (আষাঢ় শুক্লপক্ষ) তৃতীয়া দং ৩।২৮ দিবা ঘ ৬।২৮ পরে চতুর্থী দং ৫৯।৫ শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৩ সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৫
নক্ষত্র: মঘা দং ৩৩।৪৫ সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৫

অন্য পঞ্জিকা: শুক্রবার, ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩, ইং ১৭ জুলাই ২০২৬, হিজরি ২ শফর ১৪৪৭

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091

অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986

দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222

রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636

চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178

শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

৪০ লক্ষ নগদ, সোনা উদ্ধার

বিদেশি টাকায় গোপনে জঙ্গি কার্যকলাপ রুখতে বৃহস্পতিবার কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদে কয়েকটি মাদ্রাসা ও কয়েকজন ব্যক্তির বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালায়। ছিল উত্তরপ্রদেশের অ্যান্টি টেররিস্ট সেলের অফিসাররাও। হাড়োয়ায় একটি মাদ্রাসা থেকে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ৪০ লক্ষ টাকা এবং ১৮০ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, বিভিন্ন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট খুলে বিদেশি টাকা সেই অ্যাকাউন্টে নেওয়া হত। এরপর সেই টাকা বিভিন্ন নামে ও বেনামে অ্যাকাউন্টে সরিয়ে দেওয়া হত। ইডির দাবি, মূলত অনুপ্রবেশকারীদের যারা এদেশে পাঠায়, তাদের টাকার একাংশ দেওয়া হত। অনুপ্রবেশকারীদের যাবতীয় পরিচয়পত্র ও নথি তৈরি করা হত। বৃহস্পতিবার ১৩ জায়গায় তল্লাশি চলে।

আবহাওয়া

শুক্রবার দু–এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা।	সর্বোচ্চ ৩২ সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস	
বৃহস্পতিবার বৃষ্টি ৩.৩ মিমি	সর্বোচ্চ ৩২.০ (-১) সর্বনিম্ন ২৭.২ (০)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৬%	৭৬%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উলুবেড়িয়া ৩৬.৬°

ইসকনের রথযাত্রা শুরুর আগে পদ্মপাপড়ি ছড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

মেচেদায় ইসকনের রথের রশিতে টান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

রথ টানলেন মুখ্যমন্ত্রী

● ৩ পাতার পর

কলকাতার এই ঐতিহাসিক রথযাত্রা উৎসব বহু পুরনো। ঐতিহ্য, পরম্পরার সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তার কথা তুলে ধরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অনেক পুরনো রথযাত্রা রয়েছে। তাদের রথ মেরামত করার জন্য, পুজোপাঠের জন্য টাকা কোনও ব্যাপার নয়।' বলেন, 'বাংলায় যিনি মুখ্যমন্ত্রী হন, তিনিই এই রথযাত্রায় আসেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, বিশেষত একজন রাষ্ট্রবাদী আর সনাতনি হিসেবে এখানে আসতে পারা আমার সৌভাগ্য। কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রা উৎসবের জন্য সারা বছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত অপেক্ষা করেন। আজ সেই উৎসবের সূচনা হল।'

এদিন কলকাতা ইস্কনের রথযাত্রায় এসে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাধামাধবকে পুজো করে আরতি করেন। শ্রীল প্রভুপাদজির ঘরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। এরপর বাইরে এসে জগন্নাথদেবের রথে পুজো দেন। ইসকনের তরফে জগন্নাথদেবের একটি মূর্তি উপহার দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীকে।

তিনি বলেন, 'পুরীধামের সম্মানরক্ষার্থে দিঘার জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার থেকে 'ধাম' শব্দটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজ সেখানেও রথযাত্রা পালিত হচ্ছে।'

কলকাতা ইসকনের সন্ন্যাসীদের অনুরোধে গেয়ে ওঠেন 'নদিয়ার গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন/পাতিয়াছে নাম–হট্ট জীবেরও কারণ'। সেই সময় বৃষ্টি শুরু হয়। লাল গালিচা পাতা রাস্তায় ছড়িয়ে দেন ফুল, চন্দন জল। বৃষ্টিতে ভিজেই রীতি মেনে সোনার ঝাড়ু দিয়ে সেই ফুল সরিয়ে পরিষ্কার করেন। এরপর হরিধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে রথের দড়িতে টান দিয়ে সূচনা করেন রথযাত্রার। তারপর রওনা হন তমলুকের উদ্দেশে।

পূর্ব মেদিনীপুরের রথযাত্রায় ঐতিহ্য মেনে তমলুকের মহাপ্রভু মন্দির ও মেচেদা ইসকনের রথযাত্রার সূচনা করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পরও তিনি একই নিয়মে রথের দড়িতে টান দিলেন। বিকেলে মঙ্গলারতি সেরে নিজের হাতে ঝাড়ু দিয়ে রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। তমলুকের মহাপ্রভু মন্দিরে রথযাত্রার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজনৈতিক মত বা পদের সঙ্গে এই উৎসবে আসার কোনও সম্পর্ক নেই। বিগত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি এখানে সাধারণ ভক্ত ও সেবক হিসেবে আসছি।' তিনি নিজেকে একজন সনাতনী, রাধামাধবের শিষ্য এবং ভারতমাতার সন্তান হিসেবে উল্লেখ করেন। মহন্ত মহারাজ ও তরুণ ব্যবস্থাপক গৌর ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে উপস্থিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অজিত নায়েক ও প্রাক্তন বিধায়ক ব্রহ্মময় নন্দের প্রতিও প্রণাম নিবেদন করেন তিনি। জেলা প্রশাসন, স্থানীয় বিধায়ক ও সহকর্মীদের পক্ষ থেকে সবাইকে জগন্নাথদেবের শুভেচ্ছা জানিয়ে রথের সূচনা করেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা তমলুকের বিধায়ক হরেকৃষ্ণ বেরা, পূর্ব পাঁশকুড়ার বিধায়ক সিন্টু সেনাপতি, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার, জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা–সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক ও কয়েক হাজার ভক্ত। এদিন মহাপ্রভু মন্দির থেকে বেরিয়ে রথ যায় তমলুক পুরসভা, বর্গভীমা মন্দির, নিমতলা, হাসপাতাল মোড়, মানিকতলা হয়ে তমলুকের রাজবাড়ি, মাসির বাড়িতে।

কলেজ স্কোয়্যারের খুঁটিপুজোয় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিধায়ক বিজয় ওঝা প্রমুখ।

দুর্গাপুজোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে: শমীক

আজকালের প্রতিবেদন

কলেজ স্কোয়্যারের দুর্গাপুজোর সভাপতি হচ্ছেন না, এমনকী রাজ্যের কোনও দুর্গাপুজোর পরিচালনার দায়িত্বেও থাকবেন না। আগেই জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার কলেজ স্কোয়্যারের খুঁটিপুজোয় এসে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিলেন, 'জোর করে দুর্গাপুজো দখল নয়। পুজোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে। উৎসবের আনন্দ মানুষের হাতে থাকুক।' রথযাত্রার দিন প্রথা মেনে খুঁটিপুজোর আয়োজন করে কলেজ স্কোয়্যার সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, 'যে–কোনও সমাজে যুগে যুগে প্রথা, রীতি, নীতিকে আমরা গ্রহণ করেছি। কলেজ স্কোয়্যারের সঙ্গে বহু মনীষীর নাম সম্পৃক্ত হয়ে আছে। থিম যতই বড় হোক না কেন, মণ্ডপের মধ্যে প্রথম দিন কলাবৌ–স্নান না হলে আপনার প্যান্ডেলের ভিড় হবে না। আমি সর্বপ্রকার সহযোগিতা এই পুজোকে দেব।'

তিনি আরও বলেন, 'দলের বিধায়ক নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে পুজো কমিটিতে নিজেকে যুক্ত করতে চাইলে সেখানে যুক্ত হতে পারেন।' পুজোদখলের সংস্কৃতি নিয়ে চরম বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক চাপের কাছে কোনও নতিস্বীকার করবেন না। জোর করে দুর্গাপুজো দখল, এটা সম্ভব নয়। এটা চলতে পারে না। পুজোকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টা করবেন। অনুগ্রহ করে আমাকে কোনও পদে রাখবেন না।'

রাজ্যে মিড-ডে মিল দেবে ইসকন

আজকালের প্রতিবেদন

১ আগস্ট থেকে কলকাতায় মিড–ডে মিল পরিবেশন করবে ইসকন। এরপর শুরু হবে নদিয়ায়। গোটা রাজ্যেই শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের জোগান দেবে ইসকন। কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার সূচনায় একথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা ভাল এবং পুষ্টিকর খাবার পাবে। এটা অত্যন্ত জরুরি। পুষ্টিকর আহার ছাত্রছাত্রীদের খুবই প্রয়োজন। আমরা আমাদের শিশুদের ভাল ও পুষ্টিকর খাবার দেব। এটা আমরা কর্তব্য হিসেবেই নিয়েছি।' তিনি বলেন, 'ইসকনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যৌথ ভাবে কাজ শুরু করেছে। কজের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুমোদন পেয়েছে। এবারের বাজেটেই ছাত্রছাত্রীদের মিড–ডে মিল বিতরণের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গেই তারা এ কাজ করছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সেবা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা— সব ক্ষেত্রেই ইসকনের বড় ভূমিকা রয়েছে। মিড–ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা ভাল এবং পুষ্টিকর খাবার পাবে। মিড–ডে মিল যেসমস্ত পড়ুয়ারা গ্রহণ করে, তারা মূলত মধ্যবিত্ত, নিম্ন–মধ্যবিত্ত এবং আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তান। তাই তাদের অপুষ্টি দূর করাও ভীষণ প্রয়োজন। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন খাবার দেওয়াও দরকার। একই সঙ্গে মিড–ডে মিল দেওয়ার পদ্ধতিকেও দুর্নীতিমুক্ত করা দরকার। তিনি এদিন আরও জানান, এই সরকার শুধুমাত্র আধিকারিক ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইসকন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ–সহ আধ্যাত্মিক প্রচার ও সেবাকাজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে সঙ্গে নিয়েই বাংলার নবনির্মাণে এগিয়ে চলবে।

মায়াপুর হবে নোটিফায়েড এরিয়া: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

'মায়াপুরকে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি করব। ন'দিনের মধ্যে মায়াপুরে যাব। কোনও কর্মসূচিতে নয়। কীর্তনে অংশ গ্রহণ করতে যাব।' কলকাতা ইসকনের রথযাত্রা উৎসবে অংশ নিয়ে একথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা ইসকনে আসা সন্ন্যাসীদের কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীকে মায়াপুরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী একথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'কীর্তন আমার অতিপ্রিয়। এখানে অনেক প্রভু আছেন, যাঁদের সঙ্গে আমি একাধিক বার কীর্তন করেছি। আজ নয়, ২০–২৫ বছর ধরে জন্মাষ্টমী, দোল, গোবর্ধন পুজো, অন্নকূট উৎসবে একসঙ্গে কীর্তন করে আসছি। মায়াপুরে গিয়ে কীর্তন করব এবং প্রসাদ গ্রহণ করব।'

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা / Bank of Baroda

বেহালা ট্রাম ডিপো শাখা
৪৩৭/এ, ডায়মন্ড হারবার রোড,
নিউ ইন্ডিয়া সিল্ক হাউসের ওপরে,
বেহালা, কলকাতা–৭০০০৩৪, পশ্চিমবঙ্গ

গাড়ি ই–নিলামের নোটিস

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ দ্বারা সম্পাদিত রেহানাবন্ধন/ ঋণচুক্তির অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক দ্বারা পুনরায় দখল নেওয়া/ ক্রোক করা গাড়ি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ গাড়ি/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার–এর নাম ও ঠিকানা	মোট বকেয়া	গাড়ির নির্মাতা, মডেল এবং আরটিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	১. ই–নিলামের তারিখ, ই–নিলাম শুরু ও শেষের সময়সীমা ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়	১. সংরক্ষণ মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য	ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএস কোড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখার নাম	গাড়ি/ অস্থাবর পরিসম্পদ পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	অরিজিৎ দেবনাথ পিতা মনতোষ দেবনাথ, ১/১ ভুজঙ্গ ধর রোড, লিলুয়া, বালি পুরসভা, জেলা হাওড়া, পিন–৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ মোবাইল: ৭৯৮০২৩৭৮০৩	₹১৪,৪৮,০৮৮/– + প্রযোজ্য সুদ	টাটা নিক্সন ইভি এক্সজেড+এলইউএক্স রেজিস্ট্রেশন নম্বর: WB12BN7260, চ্যাসিস নম্বর: MAT635005PLE05165 ইঞ্জিন নম্বর: TZ230XS56FJ23050192	১. ই–নিলামের তারিখ: ২১.০৮.২০২৬ ই–নিলাম শুরুর সময়: দুপুর ২টো ই–নিলাম শেষের সময়: সন্ধে ৬টা ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়: ২১.০৮.২০২৬ সন্ধে ৬টা	১. সংরক্ষণ মূল্য: ₹৮,০০,০০০/– ২. বায়না জমা (ইএমডি): ₹৮০,০০০/– ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য: ₹৫,০০০/–	ইএমডি জমা দেওয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর: ৮৩৩৯০০১৫১৮১৮৬৯ আইএফএস কোড: BARB0DBBEHA ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বেহালা ট্রাম ডিপো শাখা	যে কোনও কাজের দিনে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা মিঃ শেখ মিজানুর রহমান–এর সঙ্গে এই মোবাইল নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন: ৯১৬৩৩৬৪৫৯৬

স্থান: বেহালা
তারিখ: ১৬.০৭.২০২৬

নাম: শেখ মিজানুর রহমান, ব্রাঞ্চ হেড
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বেহালা ট্রাম ডিপো শাখা

Chola Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: 'চোলা ক্রেস্ট', সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি–৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা–৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

রুল ৮(১)–এর অধীনে প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু:
মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পাওনা অর্থাঙ্ক ও উদ্ভূত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে কোম্পানির কাছে বন্ধক প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত **মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে বিক্রির প্রজ্ঞাপন জারির আগে যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচ সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	দখল নেওয়া সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং: HE01ILI00000071114, BLTLSILG000005246686, EF01KOA0000059455 **১. বিশ্বদীপ দাস** প্রযত্নে, বিনয় দাস, বিবেকানন্দ পুরম রামকৃষ্ণ সরণি, ওয়ার্ড নং ১০, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১০১ **২. শঙ্করী কর্মকার** প্রযত্নে, বিনয় দাস, বিবেকানন্দ পুরম রামকৃষ্ণ সরণি, ওয়ার্ড নং ১০, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১০১। **৩. দুর্জা অ্যানিমেশন স্টুডিও** হোল্ডিং প্রেমিসেস নং ৫৯/৩৩১, রেসকোর্স পাড়া, পোস্ট অফিস-জলপাইগুড়ি থানা-কোতোয়ালি, ওয়ার্ড নং ১০, পশ্চিমবঙ্গ -৭৩৫১০১ **৪. প্রতিমা কুণ্ডু** গোলঘাট, বিজাহারপুর, বিজাওয়ারপুর, পোস্ট অফিস-গোলঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৩৯। ৫. প্রতিমা কুণ্ডু প্রযত্নে, বিশ্বদীপ দাস, বিবেকানন্দ পুরম রামকৃষ্ণ সরণি ওয়ার্ড নং ১০, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১০১।	০.০২৭৯ একর পরিমাপের জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যার প্লট নং ১১৯৩ ও ১২০১ (আর. এস.), ৩৮ (এল. আর.), খতিয়ান নং ৯৬৭/২ ও ১৬১৮/১ (আর. এস.), ১৭৯ (এল. আর.)-এর অধীনে নিবন্ধিত, যা মৌজা খড়িয়া-র মধ্যে অবস্থিত। জে. এল. নং ৭, শিট নং ৩৩ (আর. এস.), ১০৯ (এল. আর.), পরগণা বৈকুণ্ঠপুর, জলপাইগুড়ি পুরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ১০, জলপাইগুড়ি জেলার কোতোয়ালি থানার এক্তিয়ারাধীন, পশ্চিমবঙ্গ এবং উক্ত জমির **চতুঃসীমা নিম্নরূপ:** উত্তরে কমল থাপার বাড়ি, দক্ষিণে ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে নিমাই কুণ্ডুর বাড়ি, পশ্চিমে সপ্তমী রায়ের বাড়ি।	ক) ২২.০৪.২০২৬ খ) ₹৭২,৯৯,৬৩০.০০ (বাহাত্তর লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছশো ত্রিশ টাকা মাত্র) **২২.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত** এবং এর উপর ধার্য সুদ। গ) **প্রতীকী দখলের তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬**

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬
স্থান: জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)

অনুমোদিত আধিকারিক
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

বিজ্ঞপ্তি
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের সমীপে
কোম্পানি পিটিশন (সিএএ) নং ৪৬/কেবি/২০২৬
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (সিএএ) নং ৩৭/(কেবি)/২০২৬ এর সঙ্গে সংযুক্ত
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর বিষয়ে – ধারা ২৩০(৬) এর সঙ্গে পঠিত ধারা ২৩২(৩)
– এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়:
বনানী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN: U51109WB1995PTC069983) ৩০ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৩ নং ফ্লোর, হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০০১–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;
~ এবং ~
জিঙ্গারা কমোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN: U51109WB1996PTC078587) ১৩১, কটন স্ট্রিট, ৩ নং ফ্লোর, কলকাতা–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি,
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
(১) **বনানী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড** (প্যান: AABCB1080D)
(২) **জিঙ্গারা কমোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড** (প্যান: AADCM6374R)
......আবেদনকারী

পিটিশনের বিজ্ঞপ্তি
বনানী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানি" বা "বনানী") এর সঙ্গে জিঙ্গারা কমোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি" বা "জিঙ্গারা") এর সংমিশ্রণ সম্পর্কিত সংমিশ্রণ প্রকল্প ("প্রকল্প") অনুমোদনের জন্য কোম্পানি (আপস, বন্দোবস্ত এবং সংমিশ্রণ) বিধি, ২০১৬ এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ২৩০ থেকে ২৩২ ধারার অধীন একটি পিটিশন উপরোক্ত আবেদনকারীদের দ্বারা ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে পেশ করা হয়েছিল এবং উক্ত পিটিশনটি এখন ০৭.০৮.২০২৬ তারিখে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের সমক্ষে শুনানির জন্য স্থির করা হয়েছে। উক্ত পিটিশন সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক যে কোনও ব্যক্তি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কর্পোরেট ভবন, ফার্স্ট এবং ২ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা– ৭০০১৩৫-এ এবং আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছেও, যদি কেউ থাকে, পাঠাতে পারেন এবং যদি ইতিমধ্যে দাখিল না করা হয়ে থাকে, তবে পিটিশনের শুনানির পরবর্তী তারিখের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন আগে এই ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে দাখিল করতে হবে এবং এই ধরনের উপস্থাপনার একটি অনুলিপি একই সঙ্গে উক্ত আবেদনকারী(দের) অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছে পাঠাতে হবে। ট্রাইব্যুনাল যদি উক্ত সময়ের মধ্যে এই ধরনের কোনও উপস্থাপনা না পায়, তবে এটা ধরে নেওয়া হবে যে উক্ত কর্তৃপক্ষের এই প্রকল্প সম্পর্কে কোনও উপস্থাপনা করার নেই। স্বাক্ষরকারীর দ্বারা যে কোনও আগ্রহী ব্যক্তিকে পিটিশনের একটি অনুলিপি প্রদান করা হবে।
তারিখ: ১৮.০৬.২০২৬

স্বাঃ/-
সিএ শশী আগরওয়াল
আবেদনকারীদের অনুমোদিত প্রতিনিধি
ঠিকানা: ৪ নং ফ্লোর, ৭বি কে.এস. রায় রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
ই–মেল: shashiagg@rediffmail.com

ICICI Bank
রিজিওনাল অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	সূর্য এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) বিশ্বজিৎ মান্না (জামিনদার ও বন্ধকদাতা) পারমিতা মান্না (সহ–আবেদনকারিণী) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: 255405001619	আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৫৪২, হাল এল আর খতিয়ান নং ৫০১৬, সাবেক জে এল নং ১, হাল জে এল নং ১০১, মৌজা– বালিটিকুরি, হোল্ডিং নং ৩৯, মানিকপিরতলা ফার্স্ট বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৪৯, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, সাবেক থানা– জগাছা, হাল থানা– দাশনগর, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস– হাওড়া, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস– ডোমজুড়, জেলা– হাওড়া, বাস্তু শ্রেণিভুক্ত জমির পরিমাপ ২ কাঠা ৩ ছটাক ২২ বর্গফুট, তৎসহ এর উপরিস্থিত দোতলা আবাসবাড়ি (জি+১), যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ ১১৪৪ বর্গফুট ও ফার্স্ট ফ্লোর ১২৮০ বর্গফুট (মোট ২৪২৪ বর্গফুট)।	₹ ৬২,১৩,৬৪৭/– ২ জুলাই, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ৪০,৫০,০০০/– / ₹ ৪,০৫,০০০/–	৪ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	১১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
২	মৈত্রী ক্রিয়েশন (আবেদনকারী) নিশা চন্দক ও রমেশ চন্দক (বন্ধকদাতা ও জামিনদার) লোন অ্যাকাউন্ট নং: 694905601777	ফ্ল্যাট নং ৪এ–৪০১, ফ্লোর নং ৪, বিল্ডিংটি জি+৪ তলবিশিষ্ট এবং নাম 'কৃষ্ণা গ্যালাক্সি', দক্ষিণ–পশ্চিম ভাগে, আর এস দাগ নং ১৮০২, আর এস খতিয়ান নং ২৬১, জে এল নং ১২, মৌজা– লিলুয়া, বালি পুরসভা, হোল্ডিং নং ১/৩৯, গণপত রাই খেমকা লেন, ওয়ার্ড নং ২২, নতুন নং ৩২, থানা– লিলুয়া, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি এবং এডিএসআরও– হাওড়া, জেলা– হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১২৩১ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৫০ বর্গফুট মাপের একটি কার পার্কিং স্পেস, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৮ কাঠা ২ ছটাক ৩৮ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ।	₹ ৮৫,৩১,৩৯৩/– ২ জুলাই, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ২৪,৫০,০০০/– / ₹ ২,৪৫,০০০/–	৪ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	১১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে। সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৮৬৮৮৫২৯ / ৮৫৮৪৮৭৪৮০৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।
অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, (২) গিরনারসফ্‌ট প্রাঃ লিঃ এবং (৩) হেক্টো প্রপটেক প্রাইভেট লিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড–কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে।
কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৬ / স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক / আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা / Bank of Baroda

দমদম শাখা
ঠিকানা: ২, পোলক এভিনিউ, মল রোড, দমদম, কলকাতা, ৭০০০৮০
ই-মেল আইডি: dumdum@bankofbaroda.bank.in

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	মিঃ বিকাশ কুমার জয়সওয়াল, পিতা- মিশ্রিলাল জয়সওয়াল এবং বিশাল কুমার জয়সওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা) পিতা- মিশ্রিলাল জয়সওয়াল, উভয়েরই ঠিকানা- ৫৭/৬ বিটি রোড, ফুলবাগান, কাশীপুর, ফুলবাগান গোল্ডেন ক্লাবের কাছে, কাশীপুর এইচও, কলকাতা- ৭০০০০২	৩ নং ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ৬-এ অবস্থিত সম্পত্তির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রেমিসেস নং ২০এ, ওয়ার্ড নং ২, সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ৭০০ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, থানা সিঁথি (পূর্বে কাশীপুর), রেজিস্ট্রেশন জেলা উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যে, কলকাতা ৭০০০৫০। সম্পত্তিটি শ্রী বিকাশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রী বিশাল কুমার জয়সওয়ালের নামে রয়েছে, ভবনের সীমানা ও চারপাশ: উত্তরে: ১৯, সাউথ সিঁথি রোড দ্বারা, দক্ষিণে: সাউথ সিঁথি রোড দ্বারা, পূর্বে: ২০ সাউথ সিঁথি রোড দ্বারা, পশ্চিমে: সাউথ সিঁথি রোড দ্বারা।	০৩.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ₹২২,৫৭,০৬৯.২৬ এবং তার ওপর অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	২০.০৮.২০২৬ সময় দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা	i. ₹২৬,৮৭,০০০/- ii. ₹২,৬৮,৭০০/- iii. ₹১০,০০০/-	প্রতীকী	যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকেল ০৪:০০ টা পর্যন্ত (পূর্ববর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ)

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে ৭০০৪২৩৮৯২৩ এই মোবাইল নম্বরে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তি(গুলি) প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই–নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য

জওহর ঠাকুর
অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

কেনরা বৈংক Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

সোনামুখী শাখা
৫০৫ সোনামুখী মেন রোড নস্করপাড়া
পোঃ সরশুনা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
পিন – ৭০০০৬১

স্বর্ণ নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু কানাড়া ব্যাঙ্ক, সোনামুখী শাখার অনুমোদিত আধিকারিক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করেছে তাঁদের নেওয়া স্বর্ণঋণ বাবদ বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে, নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বর্ণালঙ্কারগুলি অনলাইনে **‘যা যেখানে আছে’, ‘যেমন যেখানে আছে’ ও ‘রিকোর্স ছাড়া’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **https://www.bankeauctions.com**–এ ২৭.০৭.২০২৬–এ বেলা ১২ টা থেকে ৩টে পর্যন্ত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও লোন এসি নং	মোট ওজন ও নিট ওজন	পরিদর্শনের তারিখ ও বায়না অর্থাঙ্ক
১.	**অতনু মণ্ডল,** পিতা বিজয় কুমার মণ্ডল, জ্ঞানী গঙ্গাধরপুর, পোঃ বিবেকানন্দপুর, থানা মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০১৪১ লোন নং – ১৬৪০৮৮১৬৩৮৪৯ ও ১৬৪১০৩২৪৮৯১৬	মোট ওজন: ১৫৫.৬০ গ্রাম নিট ওজন: ৯৮.২৫ গ্রাম	২৪.০৭.২০২৬ ও ইএমডি ₹২৫০০০.০০ বেলা ৫ টার আগে

ইএমডি অ্যাকাউন্ট বিশদ: এনইএফটি /আরটিজিএস/এনইএফটি, অ্যাকাউন্ট নং ২০৯২৭২৪৩৪ অ্যাকাউন্টের নাম: এসএল–ওএল–আরটিজিএস–এনইএফটি পিএমটি ইএনএস, আইএফএসসি: CNRB0003639

বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন **83349 99124, 8013086677**–এ

তারিখ: ১৬.০৭.২০২৫
স্থান: সোনামুখী

সিনিওর ম্যানেজার
কানাড়া ব্যাঙ্ক, সোনামুখী শাখা

মায়াপুর ইসকনের রথ টানছেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রয়েছেন মন্ত্রীর স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার। ছবি: অমিতকুমার ঘোষ

রথযাত্রায় স্বামী শিবানন্দ মহারাজ আশ্রমে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। আসানসোলের টিরাট গ্রামে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

মাহেশের রথযাত্রায় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রয়েছেন মন্দিরের সেবায়েত পিয়াল অধিকারী ও সোমেন অধিকারী-সহ অন্যরা। ছবি: মিল্টন সেন

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এআরএমবি: পূর্ব মেদিনীপুর, পদুমবসান, পোঃঅঃ– তমলুক, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৩৬
মোবাইল: ৯৪৭৪৮ ৫৪০৫৯; ই–মেল: cs8300@pnb.bank.in / copurbamb@pnb.bank.in

অ্যানেক্সার ‘বি’

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ/ স্বত্বধারকের নাম (সম্পত্তি/গুলির বন্ধকদাতাগণ)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ/ সময় সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মিঃ সঞ্জয় কুমার ঘোড়াই (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা– অজিত কুমার ঘোড়াই গ্রাম– শ্যাওড়াবেড়িয়া জলপাই, পোঃঅঃ– জলপাই, থানা– নন্দকুমার, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৫২ **অজিত কুমার ঘোড়াই (জামিনদার),** পিতা– ভুবন ঘোড়াই দিলীপ কুমার ঘোড়াই (জামিনদার), পিতা– অজিত কুমার ঘোড়াই **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম– শ্যাওড়াবেড়িয়া জলপাই, পোঃঅঃ– জলপাই, থানা– নন্দকুমার, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৫২	**মিঃ সঞ্জয় কুমার ঘোড়াই,** পিতা– অজিত কুমার ঘোড়াই–এর **স্বত্বাধীনে জমি এবং বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ:** মৌজা– শ্যাওড়াবেড়িয়া জলপাই, খতিয়ান নং ১১৭০৪ (এল আর), দাগ নং ৯৮৯৭ (আর এস) ১২৩১১ (এল আর), জে এল নং ১০, জমির পরিমাপ ৭ ডেসিমেল, থানা– নন্দকুমার, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৪২, ২৮.১১.২০২১ দান দলিল নং ০৬৬৪৩ অনুযায়ী।	ক) ০৪.১০.২০১৯ খ) ₹৪৬,৬০,০০০.০০ (ছেচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ২৬.১২.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২০,৫০,০০০.০০ খ) ₹২,০৫,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স তনবীর কাজু প্রসেসিং প্রাঃ লিঃ ডিরেক্টর: শেখ আনোয়ারউদ্দিন এবং মিসেস তনিমা বিবি** গ্রাম– তাজপুর, পোঃঅঃ– মাজনা, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪৩৩ **শেখ আনোয়ারউদ্দিন** মিসেস তনিমা বিবি, স্বামী– শেখ আনোয়ারউদ্দিন **শেখ আকবরউদ্দিন** সকলের ঠিকানা: গ্রাম– তাজপুর, পোঃঅঃ– মাজনা, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪৩৩	সামান্য কমবেশি ১০–৩৩/১২৫ ডেসিমেল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দক্ষিণ তাজপুর, জে এল নং ২২৪, এল আর দাগ নং ৭০৮, খতিয়ান নং ৬৯৩ ও ৬৯৪, পোঃঅঃ– টেঙ্গুনিয়া, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, দুলালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন। এডিএসআর– কাঁথি সমীপে রেজিস্টার্ড ২০০৬ সালের দলিল নং I–৭১০৭/০৬, ৭১০৮/০৬ ও ৭১০৯/০৬ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: শেখ আনোয়ারউদ্দিন ও শেখ আকবরউদ্দিন।**	ক) ৩১.০৮.২০২১ খ) ₹৫,৯৩,০০,০০০.০০ (পাঁচ কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৯.০৮.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৮৩,০০,০০০.০০ খ) ₹৮,৩০,০০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মিঃ তরুণ ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা),** পিতা– নারায়ণ ভুঁইয়া গ্রাম ও পোঃঅঃ– পূর্ব দক্ষিণ ময়না, থানা– ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৬২৯ **মিঃ নারায়ণ ভুঁইয়া (সহ–ঋণগ্রহীতা) মিঃ বরুণ ভুঁইয়া (জামিনদার),** পিতা– নারায়ণ ভুঁইয়া **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম ও পোঃঅঃ– পূর্ব দক্ষিণ ময়না, থানা– ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৬২৯	বাস্তু জমি এবং দোতলা আবাসবাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পূর্ব দক্ষিণ ময়না, আর এস প্লট নং ২৪১০, এল আর প্লট নং ২৬০৯, জে এল নং ২১০, এল আর খতিয়ান নং ৪২৯৮ এবং ৪৩০০, পোঃঅঃ ও থানা– ময়না, এডিএসআর– ময়না এর অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭২১৬২৯, মোট জমি– ৫ ডেসিমেল। ২৬.০৯.২০১১ তারিখের রেজিস্টার্ড দান দলিল নং ৩৬৪৩ এবং ২৬.০৮.২০০৪ তারিখের রেজিস্টার্ড দান দলিল নং ৪১০৯ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ নারায়ণ চন্দ্র ভুঁইয়া।**	ক) ০২.০৪.২০২৪ খ) ₹২৩,৮৬,৮৭৩.০০ (তেইশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ১২.০৬.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩০,১০,০০০.০০ খ) ₹৩,০১,০০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **অভিনব ফিডস গ্রো টেক প্রাইভেট লিমিটেড শ্রী কমলেশ প্রামাণিক (ডিরেক্টর)** পিতা– শ্রী সুবোধ চন্দ্র প্রামাণিক. গ্রাম– কুলবেড়িয়া, পোঃঅঃ– ধনগাঁও, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৪০১ **মিসেস সর্বাণী প্রামাণিক পুরকায়েত (সহ–ঋণগ্রহীতা)** স্বামী– কমলেশ প্রামাণিক, গ্রাম– কুলবেড়িয়া, পোঃঅঃ– ধনগাঁও, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৪০১ **মিসেস সর্বাণী প্রামাণিক পুরকায়েত (জামিনদার)** স্বামী– কমলেশ প্রামাণিক গ্রাম– কুলবেড়িয়া, পোঃঅঃ– ধনগাঁও, থানা– কাঁথি, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৪০১	জমি ও ভবন নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কুলবেড়িয়া, শ্রী কৃষ্ণ কাজু প্রসেসিং ইউনিটের কাছে, জে এল নং ১১৯, তৌজি নং ২৯৩৫, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৪২৭, ৪৩৯, ৪৩৭ ও ৪২৮, সাবেক খতিয়ান নং ৬৭, ৭৯, এল আর খতিয়ান নং ৫৮১, ৭৯৯ ও ৮০০, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পোঃঅঃ– ধনগাঁও, থানা– কাঁথি, পিন–৭২১৪০১, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ২২.০৯.২০২৫ খ) ₹৮,৬১,০০,০০০.০০ (আট কোটি একষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৩.০১.২০২৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩,৫২,৯৬,০০০.০০ খ) ₹৩৫,২৯,৬০০.০০ গ) ₹১,০০,০০০.০০	২৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই

–: ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম **‘অনলাইন ই–নিলাম’** পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে https://baanknet.com পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা **০৩.০৮.২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ৩–এর ক্ষেত্রে) এবং ২১.০৮.২০২৬ (ক্রম নং ৪–এর ক্ষেত্রে)** তারিখের মধ্যে (ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে) তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইনের মাধ্যমে ৩টি উপায়ে আদায় দেওয়া যাবে অর্থাৎ, এনইএফটি/ নগদ/ ট্রান্সফার (**https://baanknet.com** থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর)। এনইএফটি ট্রান্সফার তফসিলভুক্ত যে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ থেকে করা যেতে পারে। চেক–এর মতো অন্য কোনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দেওয়া যাবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম (https://baanknet.com) দেবে ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স, রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট ১, ফ্লোর নং ৩, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ (যোগাযোগের নম্বর ও টোল নম্বর: +৯১–৮২৯১২ ২০২২০)**। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের https://baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি https://baanknet.com পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। কেবলমাত্র নিজের ওয়ালেটে যথেষ্ট ইএমডি থাকলে তবেই আগ্রহী বিডার ই–নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৯. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে। (১) ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–অকশন পোর্টাল **https://baanknet.com**–তে দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **‘The Authorised Officer, Punjab National Bank,** A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)’–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে কাটা ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **‘যেখানে যা কিছু আছে’, ‘যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।
২৪. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষ হবে।
২৫. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
২৬. **এই বিক্রি ০৪.০৮.২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ৩–এর ক্ষেত্রে) এবং ২৪.০৮.২০২৬ (ক্রম নং ৪–এর ক্ষেত্রে) তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
২৭. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হলেও এতে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
২৮. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬
স্থান: তমলুক

স্বাঃ– মিঃ প্রদীপ রায়, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি– পূর্ব মেদিনীপুর

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিতে রথ টানলেন মন্ত্রী, নেতা থেকে সাধারণ মানুষ

আজকালের প্রতিবেদন

কোথাও ছিটেফোঁটা, কোথাও বা ঝমঝমিয়ে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই রথের দড়িতে টান পড়ল। সূচনা হল রথযাত্রার। বৃহস্পতিবার শহর কলকাতা থেকে জেলা, জেলাশহর— সর্বত্রই সাড়ম্বরে পালিত হল রথযাত্রা। কচিকাঁচারাও কাঁসর–ঘণ্টা হাতে কুচো রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অলিতে–গলিতে। কলকাতা, মায়াপুরের ইসকন, খিদিরপুরের জগন্নাথ মন্দির, শ্রীরামপুরের মাহেশ থেকে দিঘার জগন্নাথ মন্দির— বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হয় পুজো, আরতি। জগন্নাথ–বলভদ্র–সুভদ্রা রথে চেপে চললেন মাসির বাড়ি। এক সপ্তাহ মাসির বাড়ি কাটিয়ে উল্টোরথে বাড়ি ফিরবেন তাঁরা। আর এই এক সপ্তাহ ধরে কলকাতা–সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চলবে মেলা। রথের মেলায় পুতুল, খেলনা, বেলুন, বাঁশি, ভেপু থেকে শুরু করে জিলিপি, পাপড় ভাজার স্টলে জমজমাট হয়ে উঠবে উৎসব। এদিন শহর ও জেলার রথযাত্রার উৎসবে শামিল হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে অন্য মন্ত্রী ও নেতারা। রথের দড়ি টানলেন। পুজোয় অংশ নিলেন। কথায় বলে, রথ টানলে দুর্গা আসেন। আর তাই রথ উপলক্ষে বিভিন্ন পুজো কমিটি আয়োজন করল খুঁটিপুজোর। খুঁটিপুজোতেও অংশ নিলেন তাঁরা।

এদিন কলকাতা ইসকনের রথযাত্রায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারপর তিনি তমলুকে রথযাত্রায় অংশ নেন। বিধাননগর করুণাময়ীতে রথযাত্রার উৎসবে অংশ নেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি, বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ রাহুল সিনহা। বিধাননগর শ্রীচৈতন্য ভাগবত সমাজের উদ্যোগে হয় এই রথযাত্রা। অনুষ্ঠানে ছিলেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, দক্ষিণেশ্বরের প্রব্রাজিকা অজ্ঞেয়প্রাণা মাতাজি। রাজপথে ঝাড়ু দিয়ে রথযাত্রার সূচনা করেন তিনি। মহেশতলায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশনের রথযাত্রায় যান শমীক ভট্টাচার্য। ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী।

হুগলির শ্রীরামপুরে ঐতিহ্যবাহী মাহেশের রথে শামিল হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। আসানসোল ইসকন, রানিগঞ্জ রাজবাড়ি, বার্নপুর জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রায় যোগ দেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বুধবার রাতেই নদিয়ার মায়াপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ। এদিন সকালে ইসকনের রথযাত্রায় শামিল হলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদার। মুদিয়ালি অঞ্চলে শিবমন্দির পুজো উদ্যোক্তাদের আয়োজিত রথ উৎসবে দড়ি টানলেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। ছিলেন মালা রায়, উদ্যোক্তা পার্থ ঘোষ।

খিদিরপুরের ‘উৎকল দ্য কালচারাল উইং অফ শ্রীজগন্নাথ সেবা সমিতি’ উদ্যোগে রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন হয়। প্রায় প্রতিদিনই থাকছে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে উৎসব।

বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হয়। জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এখানে এসে রথ টানতেন। সেই রথই এখনও টানা হয়। অসংখ্য ভক্তসমাগম হয় এই রথযাত্রা উপলক্ষে। পূর্ব মেদিনীপুরের চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ মিশনেও রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হল জাঁকজমকের সঙ্গে। রথযাত্রায় মানুষের ঢল নামল তারাপীঠে। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে, এমনকি পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রচুর পুণ্যার্থী বা পর্যটক আসেন তারাপীঠের এই বিশেষ রথযাত্রা উৎসবে।

এদিন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের কাছে বেলুড় মঠের একটি শাখা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তদশ অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ। ছিলেন মঠের ভাইস–প্রেসিডেন্ট স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজ, স্বামী সুহিতানন্দজি মহারাজ, স্বামী গিরিশানন্দজি মহারাজ, স্বামী বিমলাত্মানন্দজি মহারাজ, সহ–সাধারণ সম্পাদক স্বামী বোধসারানন্দজি মহারাজ, স্বামী বলভদ্রানন্দজি মহারাজ–সহ মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির উদ্যোগে রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়। যাত্রাপালার পোস্টার উন্মোচন ও যাত্রাদর্পণ প্রকাশ অনুষ্ঠানে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। বাগবাজারে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চে অনুষ্ঠান হয়। সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন, কলকাতা যাত্রা সম্মেলন, সংগ্রামী যাত্রা প্রহরী ও কলকাতা যাত্রাকর্মী ইউনিয়ন।

মন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ শখেরবাজার জগন্নাথদেব মন্দির, ঠাকুরপুকুর বাজার সমিতি–সহ বেশ কিছু জায়গায় রথযাত্রা উৎসবে সামিল হন।

এদিন জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রাকে সুসজ্জিত হুইলচেয়ারে বসিয়ে রথের মতোই টানল বিশেষ ভাবে সক্ষমরা। উত্তর কলকাতার রামধন মিত্র লেনে এই রথযাত্রার আয়োজন করে সমাজসেবী সংগঠন ‘সংবেদন’।

দিঘায় রথযাত্রার সূচনায় শিশির

যজ্ঞেশ্বর জানা
দিঘা, ১৬ জুলাই

দিঘার সমুদ্র সৈকতে এবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও ভক্তিঘন পরিবেশে উদ্‌যাপিত হল দ্বিতীয় বর্ষের রথযাত্রা উৎসব। এই বর্ণাঢ্য উৎসবের সূচনা করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী। তাঁর উপস্থিতি এবারের রথযাত্রায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। উদ্বোধনী পর্বে শিশিরবাবু দেবমূর্তির আরতি করেন। এরপর রথযাত্রার সনাতন ঐতিহ্য ও রাজকীয় প্রথা বজায় রেখে, একটি বিশেষ ঝাড়ু দিয়ে রথের পথ পরিষ্কার করেন তিনি। এই মাঙ্গলিক আচার শেষে তিনি রথের পবিত্র দড়িতে টান দিয়ে উৎসবের মূল পর্ব শুরু করেন। উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত অগণিত পুণ্যার্থীর সঙ্গে মিশে গিয়ে, ভক্তিভরে দু’হাত তুলে কীর্তনের সুরে ও তালে তাঁকে মেতে উঠতেও দেখা যায়। সমুদ্র সৈকতের এই বিশেষ আয়োজনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে দুই বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল ও তপন মাইতি–সহ বহু স্থানীয় ব্যক্তিত্ব শামিল হন। দিঘার এই দ্বিতীয় বর্ষের আকর্ষণীয় রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দা এবং দেশবিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ–উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী। ছবি: প্রতিবেদক

নন্দীগ্রামে রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বহু ভক্ত

বৃহস্পতিবার সন্ধেয় নন্দীগ্রামের তেখালি এলাকায় রথ টানার সময় ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রথ টানার সময় আচমকাই রথের চূড়াটি রাস্তার ওপর থাকা বিদ্যুতের তারে লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বহু ভক্ত। এই দুর্ঘটনায় প্রায় ২৫ জন পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা রথ টানা বন্ধ থাকে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোন পুলিশ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। ছেঁড়া তার ও বিদ্যুৎ সংযোগ মেরামতের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুনরায় রথ টানা শুরু হয়।

মেছেদা দাঁড়িয়ালা রথযাত্রা উৎসব ও মিলন মেলা কমিটির পরিচালনায় শান্তিপুর পূর্বপাড়া রাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে দাঁড়িয়ালা খেলার মাঠে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়িতে আগমন। বৃহস্পতিবার, পূর্ব মেদিনীপুরে। ছবি: সুপ্রতিম মজুমদার।

রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে উদ্বোধন হল নর্থ ক্যালকাটা পলিক্লিনিকের ডেন্টাল ডিভিশনের। উদ্বোধন করলেন ডাঃ প্রদ্যোৎ কুমার পান। ডাঃ পৌলোমী ঝা পরিচালিত ও অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত নীলকুঠি ডেন্টাল ডিভিশনের পথ চলা শুরু হল। এখানে ডেন্টিস্ট, অর্থোডেন্টিস্ট, পিডোডেন্টিস্ট, পেরিওডেন্টিস্ট ইত্যাদির মতো দাঁতের চিকিৎসা সম্পর্কিত সমস্ত বিভাগের ডাক্তারবাবুরা থাকবেন।

ঝাড়ু হাতে রাস্তা পরিষ্কারের মাধ্যমে বারাসত নবপল্লীর ষষ্ঠ বছরের রথযাত্রার সূচনা করলেন বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি। ছিলেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ধীমান চ্যাটার্জি–সহ বিশিষ্টজনেরা। বর্ণাঢ্য এই রথ এদিন নবপল্লী শিবমন্দির থেকে শুরু হয়ে কাঁঠালতলা, কলোনিমোড় হয়ে অশোককলোনিতে শেষ হয়।

আজ শুরু বিধানসভার অধিবেশন

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, শুক্রবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হচ্ছে। প্রথম দিন মৃত প্রয়াত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে অধিবেশন শেষ হবে। সোমবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হবে। মঙ্গলবার যৌথ ভাবে উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও স্কুলশিক্ষা দপ্তরের বাজেট বরাদ্দের ওপর হবে দু'ঘণ্টার আলোচনা। শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের জন্যও আলাদা ভাবে আলোচনা হবে। বুধবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা চলবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের আলোচনার জন্য দেড় ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দপ্তর এবং পর্যটন দপ্তর— এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের প্রতিটির আলোচনার জন্য দেড় ঘণ্টা করে সময় নির্ধারিত হয়েছে। শুক্রবার যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। এরপর বাকি বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা চলবে। শনিবার অধিবেশনের সমাপ্তির দিনে পেশ করা হবে দু'টি বিল— 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল, ২০২৬' এবং 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্স বিল, ২০২৬'।

ভাইয়ের অপমান, বদলা নিতে হামলা দিদির নেতৃত্বে

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

সিনেমার স্ক্রিপ্টকেও হার মানাবে এই ঘটনা! ভাইয়ের গায়ে হাত দেওয়ায় অপমানের বদলা নিতে সশস্ত্র এক 'গ্যাং' নিয়ে হামলা চালাল দিদি! এর জেরে নিমেষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল লিলুয়া থানার বেলগাছিয়ার কে রোড সংলগ্ন এলাকা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে দু'পক্ষের মধ্যে এলোপাথাড়ি মারধর। লোহার রড, লাঠি, বাঁশ হাতে শুরু হয়ে যায় সঙ্ঘর্ষ। এই ঘটনায় দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত হন। বুধবার রাতে হাওড়ার সালকিয়ার এক যুবক বেলগাছিয়া এলাকায় তার এক বান্ধবীর সঙ্গে প্রকাশ্য রাস্তায় অশালীন আচরণ করে। এলাকার কয়েকজন যুবক বাধা দেন। তাতেই চটে যায় ওই যুবক। বচসা থেকে হাতাহাতি হলে স্থানীয়রা তাঁকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। দিদিকে ফোন করে ডাকে ওই যুবক। ৫০ থেকে ৬০ জনের এক সশস্ত্র দুষ্কৃতীদল জড়ো করে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দিদি চড়াও হয় বেলগাছিয়া কে রোডে। বাইকে ওই দুষ্কৃতীরা এসে হামলা চালায়। রুখে দাঁড়ান বেলগাছিয়ার বাসিন্দারাও। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তুমুল সঙ্ঘর্ষ ও মারামারি। এলাকাবাসীদের মারে হামলাকারী দলের এক সদস্য রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় লিলুয়া থানার পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই হামলাকারীকে আটক করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হামলাকারী দলের পান্ডা 'দিদি'কে ধরা যায়নি।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মূর্তি ফের স্থাপনের দাবি

আজকালের প্রতিবেদন

লেখক, ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিদ রাহুল সাংকৃত্যায়নের মূর্তিটি ছিল রানিগঞ্জ মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে। হঠাৎ একদল দুষ্কৃতী মূর্তিটি সরিয়ে নিয়ে যায়। এর তীব্র নিন্দা করেছে শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। একই সঙ্গে মঞ্চের পক্ষ থেকে পুনরায় একই জায়গায় মূর্তি স্থাপনের জন্য রানিগঞ্জ পুর প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণও করেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনেও। বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্মেলনে তিনিই ছিলেন প্রথম সভাপতি। তাঁর কুড়িটি বই বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' অত্যন্ত জনপ্রিয়। দেশের বিদ্বজ্জন, চিন্তাশীল মানুষ তাঁকে মহাপণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৯৯৪ সালে এই মূর্তিটি বসানো হয়েছিল। দুষ্কৃতীরা সেটি ভেঙে কোথাও সরিয়ে ফেলেছে। পুলিশের কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়ে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কলকাতার অনেক উন্নতির সুযোগ আছে: অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং

আজকালের প্রতিবেদন

আগামী দিনে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কলকাতার উন্নতির অনেক সুযোগ আছে। কারণ, এখানে দক্ষ কর্মী আছে। এখানে বসবাস এবং ব্যবসা চালানোর খরচ দেশের অনেক বড় শহরের তুলনায় কম। এছাড়াও বিভিন্ন সুবিধা আছে। 'লন্ডন টেক উইক' সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে একথা জানালেন কলকাতায় ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ড. অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং। বৃহস্পতিবার কলকাতায় ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনে এই আলোচনার আয়োজন হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ড. অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং আরও জানান, ভারত–ব্রিটেনের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হওয়ায় দু'দেশের প্রযুক্তি সহযোগিতা আরও বাড়বে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, টেলিকম, সাইবার নিরাপত্তা, সেমিকন্ডাক্টরের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা ও শিল্প সহযোগিতা বাড়বে। ব্যবসার খরচ কমবে। ব্যবসা আরও দ্রুত ও সহজ হবে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর–পূর্ব ভারতে ৫০টিরও বেশি ব্রিটিশ সংস্থা কাজ করছে। এসব সংস্থায় বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ব্রিটেনের সংস্থাগুলি এখন ভারতকে শুধু পরিষেবা দেওয়ার কেন্দ্র হিসাবে নয়, উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসাবে দেখছে বলেও জানান ড. অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন ব্রিটিশ টেলিকম কলকাতার ডিরেক্টর অমিত শ্রীবাস্তব, ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রযুক্তি উপদেষ্টা হাবিব রাইহান, ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ উপদেষ্টা সন্দীপ চৌধুরি। এছাড়াও এদিনের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন চারটি ব্রিটিশ সংস্থার ভারতীয় প্রতিনিধি এবং বেশ কিছু ভারতীয় প্রযুক্তি সংস্থার কর্ণধার। তাঁদের অনেকেই সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'লন্ডন টেক উইক'–এ অংশ নিয়েছিলেন।

'লন্ডন টেক উইক' সংক্রান্ত আলোচনায় ড. অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং, অমিত শ্রীবাস্তব, হাবিব রাইহান ও সন্দীপ চৌধুরি। কলকাতায় ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনে, বৃহস্পতিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

রথযাত্রার দিনে বিভিন্ন যাত্রাদলের নতুন পালার পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন তথ্য–সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। ঘুরে দেখলেন বিভিন্ন পোস্টার। প্রকাশিত হল 'যাত্রাদর্পণ'। উদ্যোক্তা রাজ্যের তথ্য–সংস্কৃতি দপ্তরের পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি। সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন, সংগ্রামী যাত্রা প্রহরী ও কলকাতা যাত্রাকর্মী ইউনিয়ন। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সচিব লিপিকা ব্যানার্জি–সহ যাত্রাপাড়ার প্রযোজক ও শিল্পীরা। বাগবাজারের ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চে, বৃহস্পতিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

The Jammu & Kashmir Bank Ltd
Zonal Office Delhi
Plot no.132-134, Sector- 44, Gurugram-122002 (HR)
E: estates.favour@jkbmail.com W: www.jkbank.in P : 0124-4715800
Mr. Vijay Suden : 7006801497 Mr. Ravi Prakash Chowdhary : 9796618959 F: +91 (0)121-4715800

PREMISES REQUIRED

The Jammu & Kashmir Bank invites offers from Owners of premises for *outright purchase /on lease basis* for housing its *Branch/ Office /ATM* MB Kolkata Branch, preferably on Ground Floor, as per the details given below:

S. No	Name of the Branch / Office/ATM	Location	Carpet Area in sq. ft (approx.)	Built up Area/Land Area (approx.), in case of outright purchase basis
01	MB Kolkata	Locality : Park Street Area	1500-2000 sq. ft	5-8 Marlas

Further details, requirements, terms and conditions, Technical Bids and Financial Bids proforma relating to the same can be obtained in person from **Zonal Office Delhi** during working hours and also can be downloaded from Bank's website **www.jkbank.in** from **17/07/2026** under the link *"EOI & Tender /Notification"* in the Quick Access Tab.
The interested parties/ persons owning the premises and having a clear title, over the property should submit their offers in format prescribed by Bank by or before **06.08.2026 (05:00 PM IST) at Zonal Office Delhi.**
Bank reserves the right to cancel/reject any/all offer(s) without assigning any reason thereof.
Dated: 16/07/2026 — Zonal Head

I.A. G.A. NO. 1 OF 2026
E.C. NO. 223 OF 2017
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION

RADHARANI AGARWAL, residing at 1, Wood Street, Flat No. 504, 5th Floor, Kolkata - 700 016, within the aforesaid jurisdiction.
......Decree Holder
-Versus-
1.VINAYYK MICA EXPORT COMPANY, a Partnership Firm registered under the Partnership Act, 1932, having its registered office at 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the aforesaid jurisdiction.
2.RAJARAM SARAF, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.
3.NIKET SARAF, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.
....Judgment Debtors
To
1.VINAYAK MICA EXPORT COMPANY, a Partnership Firm registered under the Partnership Act, 1932, having its registered office at 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.
2.RAJARAM SARAF, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.
3.NIKET SARAF, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.
....Judgment Debtors
Whereas the above named Decree Holder has instituted the execution proceeding as mentioned above to execute the decree dated 29th September, 2016 passed against you, inter alia praying for : The assets and properties of the judgment debtor should be attached and sold by public auction or private treaty and the proceeds in respect thereof may be made over to the Decree Hoder in protanto satisfaction of her decreetal dues ; A direction be made upon the judgment debtors namely, Rajaram Saraf and Niket Saraf to file an affidavit of asets of the judgment debtors as to whether the judgment debtors have any or what other debts due and owing to the judgment debtors and whether the judgment debtors have any or what other assets and properties or means of satisfying the decree ; Upon the affidavit of asset being filed by the judgment debtors the said judgment debtors be directed to be present in Court to be orally examined as to whether the judgment debtors have any or what other debts due and owing to the judgment debtors and whether the judgment debtors have any or what other assets and properties or means of satisfying the decree ; A direction be made upon the judgment debtors to produce all books and records pertaining to the judgment debtors so that the assets and properties of the judgment debtors can be ascertained ; It is also just and convenient that a fit and proper person be appointed Receiver/Special Officer over the assets and properties of the judgment debtors mentioned in paragraph 34 of the affidavit and the Receiver/Special Officer over the assets and the Receiver/Special Officer be directed to do the following : Take over possession of the assets and properties of the judgment debtors mentioned in paragraph 34 of the affidavit ; cause all assets and properties of the judgment debtors to be sold by public auction or by private treaty ; make over the sale proceed to the decree holder in protanto satisfaction of the decreetal debts ; injunction restraining the judgment debtors from operating the following bank accounts of the judgment debtors as mentioned above in paragraph 35 of the affidavit in support of the execution of the application without leaving aside a sum of Rs. 39,59,189/-; judgment debtors No. 1 a) Account No. 001502000040142, Indian Overseas Bank, India Exchange Place, Kolkata-700 001, IFS Code No. IOBA0000015, b) Account No. 06938730000196, HDFC Bank, Park Street, Kolkata, IFS Code No. HDFC0000693, c) Account No. 0145201003174, Canara Bank, Chowringhee Branch, Kolkata-16, Judgment Debtor No. 2, a) Account No. 001501000020373, Indian Overseas Bank, Indian Exchange Place, Kolkata-700 001, IFS Coe No. IOBA0000015, b) Account No. 0693100002386, HDFC Bank, Park Street, Kolkata, IFS Code-HDFC0000693 ; A fit and proper person be appointed as a Receiver/ Special Officer and be directed to operate and withdraw monies from the above bank accounts of the judgment debtors and make over necessary sums to the decree holder for protanto satisfaction of the decreetal debts ; ad interim order in terms of prayers above ; such further and/or other order or orders be passed, direction or directions be given as your Lordships may deem fit and proper ;
By an order dated 15th June, 2026 passed by the Hon'ble Justice Ananya Bandyopadhyay, Her Ladyship has been pleased to direct the decree holder to effect substituted service and the matter to be fixed on 20th July, 2026.
Witness : The Hon'ble Sujoy Paul, Chief Justice of the High Court at Calcutta, the 15th day of June, Two Thousand and Twenty Six.

Dipanjan Dey
Advocate
6, Old Post Office Street,
Ground Floor, Room No. 51,
Kolkata-700 001.
Ph No : 033-40055530
999dey@gmail.com

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড DCB BANK
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই– ৪০০০১৩

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের (ঋণগ্রহীতা ও সহ–ঋণগ্রহীতাগণ) প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত ও এখানে নীচের টেবিলে বর্ণিত অর্থাঙ্ক পুনরায় সুদসমেত পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ–ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৪(১) নং ধারা–সহ পঠনীয় ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ১০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি (স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দ্রষ্টব্য) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–কোনও ধরনের লেনদেন এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	১৫.০৪.২০২৬
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম:	মিঃ দিবাস রায় এবং মিসেস শেফালি রায়
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	DRHLSIL00621189
মোট বকেয়া অর্থাঙ্ক:	₹৩০,৬২,৭৭০.০০ (তিরিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশো সত্তর টাকা মাত্র), ১৫ এপ্রিল, ২০২৬ অনুযায়ী

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: ১০ ছটাক বা ৯ ডেসিমেল (রূপান্তরিত এলাকা ৮.২৫ ডেসিমেল) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, অংশবিশেষে আর এস প্লট নং ৪৮৩ এবং ৪০৩/৫৩৫, ৪৮৩/৫৩৬, এল আর প্লট নং ৪৮৩ এবং ৫৩৫, আর এস খতিয়ান নং ২৮২৮, এল আর খতিয়ান নং ৩৩৩৩, মৌজা–বিন্নাগুড়ি, জে এল নং ৩, পরগনা–বৈকুণ্ঠপুর, বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা–ভক্তিনগর, বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা–জলপাইগুড়ি। **উক্ত জমির চৌহদ্দি:** উত্তর– ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; দক্ষিণ– কল্যাণ বর্মন এবং গঙ্গ এর জমি; পূর্ব– দিলীপ চন্দ্র রায়ের বিক্রিত জমি; পশ্চিম– ধনেশ রায়ের জমি। [সুরক্ষিত পরিসম্পদ]

তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৬ — ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর পক্ষে
স্থান: জলপাইগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক

SUMEDHA adding values to value
সুমেধা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড
সিআইএন: L70101WB1989PLC047465
সেবি ক্যাট / মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার: MB/INM000008753
রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস:
৬এ গীতাঞ্জলি, ৮বি মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১।
টেলিফোন: ৯১ ৩৩ ২২২৯ ৮৯৩৬/৬৭৫৮
ই-মেইল: investors@sumedhafiscal.com
ওয়েবসাইট: www.sumedhafiscal.com

বিজ্ঞপ্তি
(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য)
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির কাছে ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('অ্যাক্ট')-এর ধারা ১২৪-এর বিধানাবলীর সাথে পঠিত সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ('রুলস') অনুসারে, যে সমস্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা টানা সাত বছর ধরে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি বা দাবি করা হয়নি, কোম্পানিকে সেই সমস্ত শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করতে হবে।

রুলস মেনে, কোম্পানি সেই সমস্ত সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছে একটি পৃথক যোগাযোগ পাঠিয়েছে যাদের শেয়ার এবং তার উপর ২০১৮-১৯ আর্থিক বছর এবং তারপরের অপ্রদত্ত/দাবিহীন লভ্যাংশগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের যোগ্য, যাতে তারা উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কোম্পানি তাদের ওয়েবসাইট **www.sumedhafiscal.com**-এ সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের বিশদ বিবরণও উপলব্ধ করেছে যারা টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি এবং ফলস্বরূপ যাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরের যোগ্য। অপ্রদত্ত/দাবিহীন লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি দাবি করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ উপরোক্ত যোগাযোগের ভিত্তিতে মাহেশ্বরী ডাটাম্যাটিকস প্রাইভেট লিমিটেড (এমডিপিএল) ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১। ফোন: ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮, ২২৪৩-৫০২৯; ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৪৮-৪৭৮৭; মেইল আইডি - contact@mdplcorporate.com, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে আগামী ১০ অক্টোবর, ২০২৬-এর মধ্যে একটি আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে এই লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত না হয়। এটি উল্লেখ্য যে কোম্পানি বা তার আরটিএ যদি ১০ অক্টোবর ২০২৬-এর মধ্যে বা তার আগে কোনও বৈধ দাবি গ্রহণ না করে, তবে কোম্পানি কোনও পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই ধরনের অপ্রদত্ত/দাবিহীন লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করার জন্য অগ্রসর হবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যারা বাস্তবিক ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ অথরিটির কাছে হস্তান্তরের যোগ্য, তারা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে রুলস অনুযায়ী ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন এবং আইইপিএফ অথরিটির কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি তাদের ধারণ করা মূল শেয়ার শংসাপত্র(গুলি)-এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার শংসাপত্র জারি করবে এবং এটি জারি হওয়ার পরে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শংসাপত্র(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং হস্তান্তর অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে রুলস অনুসারে আইইপিএফ অথরিটির কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির দ্বারা নতুন শংসাপত্র জারি করার ক্ষেত্রে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদ বিবরণকেই পর্যাপ্ত বিজ্ঞপ্তি বলে গণ্য করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন, তবে আইইপিএফ-এ হস্তান্তরের যোগ্য শেয়ারগুলির জন্য তার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টটি ডেবিট করা হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে রুলস অনুযায়ী আইইপিএফ অথরিটির কাছে হস্তান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশের পরিমাণ এবং শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে অপ্রদত্ত/দাবিহীন লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ অথরিটির কাছে হস্তান্তরিত শেয়ার, সেইসাথে এই ধরনের শেয়ারের উপর সঞ্চিত সমস্ত সুবিধা (যদি থাকে), রুলসের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর তারা অথরিটির কাছ থেকে দাবি করতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডারদের যদি এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন থাকে, তবে তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মাহেশ্বরী ডাটাম্যাটিকস প্রাইভেট লিমিটেড (এমডিপিএল) ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১। ফোন: ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮, ২২৪৩-৫০২৯; ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৪৮-৪৭৮৭; মেল আইডি - contact@mdplcorporate.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

সুমেধা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে
ধুনি ফতেপুরিয়া
স্থান: কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ: ১৬ জুলাই, ২০২৬ — মেম্বারশিপ নম্বর: এফসিএস ১২৮১৭

TATA **টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড**
নিবন্ধিত কার্যালয়: ১২ তলা, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই – ৪০০০১৩। সিআইএন– U67190MH2008PLC187552

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর বিধি ৮(১)–এর সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর বিধি ৩–এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৩(১২)–এর অধীন অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লেখিত ডিমান্ড নোটিস জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতাদের উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮–এর সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)–এর অধীন তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সঙ্গে যে কোনও লেনদেন টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড–এর নীচে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থের এবং তার উপর নীচে উল্লেখিত তারিখ থেকে সুদ এবং দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদির চার্জের অধীন হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কিত উক্ত আইনের ধারা ১৩–এর উপ–ধারা (৮)–এর বিধানের দিকে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়ভাগী(দের)/আইনগত উত্তরাধিকারী(দের)/আইনগত প্রতিনিধি(দের) নাম	ডিমান্ড নোটিস অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ	দখলের তারিখ
TCHHF0500000100006475	আর বি এন্টারপ্রাইজ, শিবম এক্সপোর্ট, হিমাদ্রি বসু, বিশ্বনাথ দাস, শুভনিকা বসু দাস	₹১৫,৬৮,৩০৬/- (পনেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশো ছয় টাকা) যা ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	১৪.০৭.২০২৬

সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: "প্রণামী অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত ভবনের ৩য় তলে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত কমবেশি ৮৭৫.৩১ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের ২ডি নং ফ্ল্যাট সহ স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, আর এস খতিয়ান নং ৫২, ৮০ এবং ৫, দাগ নং ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০ এবং ৪৮১–এর অংশ গঠনকারী জমি বা প্লটের উপর নির্মিত, এল আর খতিয়ান নং ৫২, ৮০ এবং ৫, জে এল নং ১৪৬, মৌজা– গুচুরিয়া, থানা– বারাসাত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ১৭৯, শ্রীপুর স্টেশন রোড, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা ২৩ নং ওয়ার্ডে, কলকাতা– ৭০০১৩০।
সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে: খোলা আকাশ; দক্ষিণে: সিঁড়ি ঘর; পূর্বে: খোলা আকাশ; পশ্চিমে: ফ্ল্যাট নং ২সি, ছায়া সমাদ্দার এবং সুভাষ চন্দ্র দাস।

তারিখ: ১৪.০৭.২০২৬ — স্বাঃ/– অনুমোদিত আধিকারিক,
স্থান: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ — টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড–এর পক্ষে

TATA **টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড**
নিবন্ধিত কার্যালয়: ১২ তলা, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ লোয়ার পারেল, মুম্বই – ৪০০০১৩, সিআইএন – U67190MH2008PLC187552

দখল বিজ্ঞপ্তি
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর বিধি ৮(১)–এর সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

লোন অ্যাকাউন্ট নং– TCHHL0500000100121677 ও TCHIN0500000100123421

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর বিধি ৩–এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৩(১২)–এর অধীন অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৭.০৪.২০২৫** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিস জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা **মিসেস মান্তু সিং এবং মিঃ শেখ শাহনওয়াজ**–কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত লোন অ্যাকাউন্টে মোট বকেয়া অর্থের পরিমাণ **₹১৭,৮৩,২৮২/- (কথায়– সতেরো লক্ষ তিরাশি হাজার দু'শো বিরাশি মাত্র)** এবং তৎসহ সুদ, দণ্ড সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮–এর সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)–এর অধীন তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫.০৭.২০২৬** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা দ্বারা সারফায়েসি আইনের ধারা ১৪–এর অধীন প্রদত্ত ২৪.০২.২০২৬ তারিখের আদেশ, যার বিবিধ মামলা নং ৯৬৪/২০২৫, সেই অনুযায়ী মাননীয় আদালতের আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত অ্যাডভোকেট দেবাঞ্জন মিত্র তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন এবং **১৫.০৭.২০২৬** তারিখে টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড–এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে দখল হস্তান্তর করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড–এর **₹১৭,৮৩,২৮২/- (সতেরো লক্ষ তিরাশি হাজার দু'শো বিরাশি টাকা মাত্র)** এবং তার উপর **১৭.০৪.২০২৫** তারিখ থেকে সুদ এবং দণ্ড সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদির চার্জের অধীন হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কিত উক্ত আইনের ধারা ১৩–এর উপ–ধারা (৮)–এর বিধানের দিকে ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
কমবেশি ৬ কাঠা ও ৩ ছটাক পরিমাপের জমি বা প্লটের উপর 'মুন অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বহুতল ভবনের একতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কমবেশি ৬৭৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের জি/৩ নং আবাসিক ফ্ল্যাটসহ স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, সি এস দাগ নং ১৩১১, আর এস দাগ নং ১৪০৪, এল আর দাগ নং ১৪০৪/৪৬৫৮, সি এস খতিয়ান নং ৬৩২, খতিয়ান নং ৬৩৩, আর এস খতিয়ান নং ১৭২৬, এল আর খতিয়ান নং ৩২৩১, জে এল নং ১৪, রে সা নং ১৮৮, তৌজি নং ৩, ১৬০-১৬২, মৌজা– হাতিয়ারা, তৎকালীন থানা– নিউ টাউন বর্তমানে ইকো পার্ক, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার (বর্তমানে বিধাননগর পুর নিগম) ১৩ নং পুর ওয়ার্ডে হাতিয়ারা শরিফ এলাকা, পুর হোল্ডিং নং ১০/৮৯/০৬, ব্লক-ই।

তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬ — স্বাঃ/– অনুমোদিত আধিকারিক,
স্থান: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ — টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড–এর পক্ষে

ICICI Bank
ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি - সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	মিঃ সত্যব্রত চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা) কেয়া চক্রবর্তী (সহ–ঋণগ্রহীতা) LBCAL00005694277, LBDGR00005102651, LBDGR00005901978	হোল্ডিং নং ৪৭৫, মহল্লা– আলিগঞ্জ, আর এস দাগ নং ৩২৯ ও ৩৩০, আর এস খতিয়ান নং ২৬২ ও ২৭৮, এল আর দাগ নং ৩৮২ ও ৩৮৩, এল আর খতিয়ান নং ১২৫৩ ও ১২৫৪, জে এল নং ৩১, ওয়ার্ড নং ২২, বর্ধমান পুরসভা, থানা– বর্ধমান সদর, মৌজা– আলমগঞ্জ, সাব রেজিস্ট্রি অফিস– বর্ধমান, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, আয়তন– ৩০৮৭ বর্গফুট (যার মধ্যে ২৪১৮ বর্গফুটের নির্মিত এলাকার আর এস দাগ নং ৩২৯, এল আর দাগ নং ৩৮২) এবং ৮৭২ বর্গফুট (যার আর এস দাগ নং ৩৩০, এল আর দাগ নং ৩৮৩), মোট আয়তন– ৩৯৫৯ বর্গফুট, যার মধ্যে নির্মিত এলাকার আয়তন ২৪১৮ বর্গফুট। [দ্রষ্টব্য: এই ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ডিআরটি-২, কলকাতা সমীপে একটি এসএ (এসএ নং ৬৮৬/২০২৫) দায়ের করেছেন, যা মীমাংসাধীন রয়েছে]	₹ ১,১০,৭০,৪০৭.৩৫/– ৪ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১,১০,০০,০০০/– / ₹ ১১,০০,০০০/–	১০ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	১৭ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ১৪ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ১৪ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফটের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ১৪ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফট/ পে-অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে। সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৮৬৮৮৫২৯ / ৯২৭৯০৩২৯৬৭ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।
অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, (২) গিরনারসফ্ট প্রাঃ লিঃ এবং (৩) হেক্টা প্রপটেক প্রাইভেট লিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড–কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে।
কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

GRIHUM **গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, 'বি' বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪
শাখা কার্যালয় ইউনিট: ৫ নং ফ্লোর, পারমার হাউস, পি–৪, ডবসন লেন, ওয়ার্ড নং ১৪, নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১১১০১

ই–নিলাম–বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট') অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)**–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি ১৮.০৮.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.grihumhousing.com দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ মামলা (যদি থাকে) {K}
১	লোন নং HF0264H19100033 জিতেন্দ্র যাদব (ঋণগ্রহীতা) ধর্মেন্দ্র যাদব (সহ–ঋণগ্রহীতা)	বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৯.০৪.২০২৬ মোট বকেয়া: ₹১৬৩৪০৩১/- (ষোলো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র) যা ০৯.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় এবং তৎসহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৪.৭% হারে সুদ।	বাস্তবিক	কমবেশি ৫ কাঠা ১১ ছটাক এবং ১৫ বর্গফুট পরিমাপের জমি বা প্লটের উপর নির্মিত ভবনের দ্বিতীয় তলে অবস্থিত কমবেশি ৮৭২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ২০৪ নং ফ্ল্যাট রূপী সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যা আর এস/এল আর দাগ নং ৪৪১ এবং ৪৪৩/৮১২–এর অংশ গঠন করে, আর এস খতিয়ান নং ১৪–এর অধীন যা এল আর খতিয়ান নং ৪৩৭৬–এর সমতুল্য, জে এল নং ১২, মৌজা– লিলুয়া, থানা– লিলুয়া, জেলা– হাওড়া–এর অন্তর্গত, যা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ৬৪ নং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের অধীন বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১৮২/৩, মীরপাড়া রোড নামে পরিচিত ও চিহ্নিত। এবং প্লটটির চৌহদ্দি পূর্ব: ফ্ল্যাট নং ২০৫, পশ্চিম: খোলা আকাশ, উত্তর: খোলা আকাশ, দক্ষিণ: ফ্ল্যাট নং ২০৩।	₹১৩৪৫৯৩২/- (তেরো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নশো বত্রিশ টাকা মাত্র)	₹১৩৪৫৯৩.২০/- (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো তিরানব্বই টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)	১৭.০৮.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০.০০	১০.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	১৮.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য
২	লোন নং LAP063 220000005009337 [illegible]	বিজ্ঞপ্তির তারিখ: [illegible]	বাস্তবিক	কমবেশি ২ কাঠা ৪ ছটাক পরিমাপের জমি বা প্লটের উপর নির্মিত সাধারণভাবে [illegible]	₹১৫৩০৭৬৯.০০/- [illegible]	₹১৫৩০৭৬.৯০/- [illegible]	১৭.০৮.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০.০০	১০.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	১৮.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

[illegible]

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬; স্থান: কলকাতা — স্বাঃ/- অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

বিজ্ঞপ্তি

পাবলিক নোটিস

● এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ, যথা- (১) শ্রী পার্থ দত্ত, পিতাঃ স্বর্গীয় প্রভাত কুমার দত্ত এবং (২) শ্রী অনির্বাণ প্রভাত দত্ত, পিতাঃ স্বর্গীয় প্রভাত কুমার দত্ত, মৌজা হিজলপুকুর, জে.এল. নং ৮০, এল. আর. প্লট নং ২৩৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২০৪৬, থানা হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত প্রায় ০.০৬ একর পরিমাণ জমি, তৎসহ উক্ত জমির উপর নির্মিত বিদ্যমান জি+১ তলবিশিষ্ট আবাসিক বাড়ি সমেত সমুদায় সম্পত্তির যৌথ মালিক। আমার উক্ত মক্কেলগণ উপরোক্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কাহারও কোনো দাবি, আপত্তি বা অসুবিধা থাকিলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় ধরিয়া লওয়া হইবে যে এই বিষয়ে কোনো দাবি, আপত্তি বা চাহিদা নাই এবং আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

মৌর্য্য ভট্টাচার্য্য, অ্যাডভোকেট
হাইকোর্ট কলকাতা
F/2180/2020/2023
মোবাইল- ৭০৪৪১৯০৭৪৪

● আমার মক্কেল বাদল দাস 4520/26 দলিলে 2 কাঠা জমি ক্রয় করেন। দাতা- পরিতোষ ঘোষ আমমোক্তার- অমর ঘোষ POWER- 544/26 মৌজা- গোরখাড়া দাগ- 258 খতিয়ান 7476, 7477, 7478, 7479, 7480 মিউটেশনের আবেদন করেছেন কারোর আপত্তি থাকলে সোনারপুর B.L.R অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

● জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। মোকাম আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত এ্যাকট ৩৯, প্রবেট কেস নং ৬১/২০২৬

শ্রী প্রীতম গাঙ্গুলী, পিতা স্বর্গীয় গোবিন্দ গাঙ্গুলী, সাং ১২, কবি সুকান্ত রোড, থানা– পূর্ব যাদবপুর, বর্তমানে সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কোলকাতা-৭০০০৭৫।

...দরখাস্তকারী

মিনা গাঙ্গুলী, স্বামী মৃত গোবিন্দ গাঙ্গুলী, সাং ১২, কবি সুকান্ত রোড, থানা পূর্ব যাদবপুর, বর্তমানে সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কোলকাতা- ৭০০০৭৫ ।

...মৃত ব্যক্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে উক্ত নম্বর প্রবেট মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। মৃতা মিনা গাঙ্গুলী গত ২৩/০৬/২০০৯ বুক নং ৩, সি. ডি. ভলুম নং ১, পেজ ৫৬৭ হইতে ৫৭৬, বিয়িং নং ০০০৮২, সাব রেজেস্ট্রী অফিস–৩ রেজেস্ট্রীকৃত উইলের প্রবেট লইবার ব্যাপারে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা মনোনীত আইনজীবী মারফৎ উপযুক্ত প্রমাণ সহ আপত্তি দাখিল করিতে পারেন, নচেৎ দরখাস্তকারীর পক্ষে একতরফা মতে শুনানী হইয়া যাইবে।

অনুমত্যানুসারে— সুশান্ত সাহা
সেরেস্তাদার আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জিলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। 13.07.26

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল পঞ্চানন চ্যাটার্জী, পিতা ৺নীলীমরঞ্জন চ্যাটার্জী, ইং- 03.06.2026 তারিখে RA কলিকাতা অফিস হইতে জমি খরিদ করেন যাহার দলিল নং 5516/26, ওনার দলিলে 318/10 পাওয়ারের উল্লেখ আছে। (আমোক্তারের নাম- কেয়া সিনহা রায়) মৌজা- রাজপুর, এল আর দাগ নং 2421, এল আর খতিয়ান নং 1347, মোট জমি - 1 কাঠা ৪ ছটাক 41 স্কোয়ার ফুট জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আমার মক্কেল আবেদন করেছে। Case No. MN/2026/1615/13518, যদি কারোর কোন আপত্তি থাকলে যথাশীঘ্র সম্ভব সোনারপুর বি.এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

SOUMISH GHOSH
Advocate

● আমার মক্কেল শ্রীমতি জ্ঞান কউর, একটি দলিল নং 1299/2002 যাহা ফ্ল্যাট নং সি ১০৫, অক্সফোর্ড ভিউ, ৩২/৩৬ ডি এইচ রোড, কলিকাতা– ৭০০০০৮ এর তা হারিয়ে ফেলেছেন উক্ত মর্মে ঠাকুরপুকুর থানায় জিডি নং ৪৪১ তারিখ ১৩.০৭.২০২৬ করা হয়েছে, ইহা কেহ পাইয়া থাকলে বা আপত্তি থাকলে নিম্নোক্ত মোবাইলে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, নতুবা উপরের বর্ণিত দলিলটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্ঘ্য মজুমদার, এ্যাডভোকেট
(Ph: ৮২৪০১৬২০৫৬)

বিজ্ঞপ্তি

আমরা-১. দীপা মজুমদার, স্বামী-স্ত্রী পানাবা নন্দ মণ্ডল, ১০, রবীন্দ্র নগর, কলকাতা-৭০০ ০৪৯। ২. শ্রী মুরারী মোহন মণ্ডল, পিতা- প্রয়াত মতিলাল মণ্ডল, বেলিয়াডাঙ্গা, দক্ষিণ বারাসাত, পিন- ৭৪৩৩৭২। ৩. শ্রীমতী কাবেরী দাশ, স্বামী- অরুণ কুমার দাশ, ১৬২/এ/১২০, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা-৪৫। ৪. শ্রীমতী নন্দিতা মণ্ডল, স্বামী- শ্রী অঞ্জন মণ্ডল, ইরামপুর, বাঁকুড়া-৭২২১১২। ৫. শ্রী দীপক চন্দক, পিতা- রতনলাল চন্দক, ১৩, টি.এন. চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৯০। ৬. শ্রীমতী গোপা সাহা, স্বামী- অলোক কুমার সাহা, ৪৮/১এ, কে.কে. আর.সি. রোড, কলকাতা-৮। ৭. শ্রী সত্যজিৎ চক্রবর্তী, পিতা- প্রয়াত শচী প্রসাদ চক্রবর্তী, ৩১৫, পি.কে. গুহ রোড, উত্তর ২৪ পরগনা। ৮. শ্রী পুলক মণ্ডল, পিতা- শ্রী দেবপ্রসাদ মণ্ডল, খানার পাড়া, খাড়ি-৭৪৩৩৪৯। ৯. শ্রী বিদ্যুৎ অধিকারী, পিতা- শ্রী বসুদেব অধিকারী, রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর-৭২১১০১। ১০. শ্রী শোভন মল্লিক, পিতা- শ্রী বিমল চন্দ্র মল্লিক, ২২৬, আর. আর. প্লট, আনন্দপুর, কলকাতা-১০৭। ১১. শ্রীমতী মিঠু মজুমদার, স্বামী-স্ত্রী স্বপন মজুমদার, ডি.আই.জি. অফিস, বর্ণপুর, আসানসোল-৭১৩৩২৬। ১২. শ্রীমতী রুম্পা মণ্ডল, স্বামী-স্ত্রী পুলক মণ্ডল, খানারপাড়া, খাড়ি-৭৪৩৩৪৯। ১৩. শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী, পিতা- প্রয়াত নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, ৩৬০৫/৯১, সি.জি.এস. কলোনি, এস.এম. রোড, মহারাষ্ট্র-৪০০০৩৭, শ্রীমতী কাকলি ঘোষ ও শ্রী অর্ঘ্য ঘোষের নিকট থেকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করেছেন।

সম্পত্তির বিবরণ: ডি.এস.আর. (আলিপুর) দলিল নং-৩২১৪/২০০০, ৯ কটাহ ৯ ছটাক ৪১ বর্গফুট, মৌজা-কাসবা, জে.এল. নং-১৩, এল.আর. দাগ নং-২৩২৮।

যদি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কারও কোনো আপত্তি বা মিউটেশন সংক্রান্ত দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে বি.এল. ও এল.আর.ও., কলকাতা ব্রক বিল্ডিং, রুম নং-৩২৮, ৫ এস.এন. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ বা bllroatm@gmail.com -এ যোগাযোগ করুন।

Mr. Debasis Sur
Advocate

I.A. G.A. NO. 1 OF 2026
E.C. NO. 223 OF 2017
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION

RADHARANI AGARWAL, residing at 1, Wood Street, Flat No. 504, 5th Floor, Kolkata - 700 016, within the aforesaid jurisdiction.

.....Decree Holder

-Versus-

1.VINAYYK MICA EXPORT COMPANY, a Partnership Firm registered under the Partnership Act, 1932, having its registered office at 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the aforesaid jurisdiction.
2.RAJARAM SARAF, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.
3.NIKET SARAF, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.

....Judgment Debtors

To
1.VINAYAK MICA EXPORT COMPANY, a Partnership Firm registered under the Partnership Act, 1932, having its registered office at 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.
2.RAJARAM SARAF, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.
3.NIKET SARAF, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kolkata - 700 016, within the jurisdiction aforesaid.

....Judgment Debtors

Whereas the above named Decree Holder has instituted the execution proceeding as mentioned above to execute the decree dated 29th September, 2016 passed against you, inter alia praying for : The assets and properties of the judgment debtor should be attached and sold by public auction or private treaty and the proceeds in respect thereof may be made over to the Decree Hoder in protanto satisfaction of her decreetal dues ; A direction be made upon the judgment debtors namely, Rajaram Saraf and Niket Saraf to file an affidavit of asets of the judgment debtors as to whether the judgment debtors have any or what other debts due and owing to the judgment debtors and whether the judgment debtors have any or what other assets and properties or means of satisfying the decree ; Upon the affidavit of asset being filed by the judgment debtors the said judgment debtors be directed to be present in Court to be orally examined as to whether the judgment debtors have any or what other debts due and owing to the judgment debtors and whether the judgment debtors have any or what other assets and properties or means of satisfying the decree ; A direction be made upon the judgment debtors to produce all books and records pertaining to the judgment debtors so that the assets and properties of the judgment debtors can be ascertained ; It is also just and convenient that a fit and proper person be appointed Receiver/Special Officer over the assets and properties of the judgment debtors mentioned in paragraph 34 of the affidavit and the Receiver/Special Officer over the assets and the Receiver/Special Officer be directed to do the following ; Take over possession of the assets and properties of the judgment debtors mentioned in paragraph 34 of the affidavit ; cause all assets and properties of the judgment debtors to be sold by public auction or by private treaty ; make over the sale proceed to the decree holder in protanto satisfaction of the decreetal debts ; injunction restraining the judgment debtors from operating the following bank accounts of the judgment debtors as mentioned above in paragraph 35 of the affidavit in support of the execution of the application without leaving aside a sum of Rs. 39,59,189/-; judgment debtors No. 1 a) Account No. 001502000040142, Indian Overseas Bank, India Exchange Place, Kolkata-700 001, IFS Code No. IOBA0000015, b) Account No. 06938730000196, HDFC Bank, Park Street, Kolkata, IFS Code No. HDFC0000693, c) Account No. 0145201003174, Canara Bank, Chowringhee Branch, Kolkata-16, Judgment Debtor No. 2, a) Account No. 001501000020373, Indian Overseas Bank, Indian Exchange Place, Kolkata-700 001, IFS Coe No. IOBA0000015, b) Account No. 0693100002386, HDFC Bank, Park Street, Kolkata, IFS Code-HDFC0000693 ; A fit and proper person be appointed as a Receiver/ Special Officer and be directed to operate and withdraw monies from the above bank accounts of the judgment debtors and make over necessary sums to the decree holder for protanto satisfaction of the decreetal debts ; ad interim order in terms of prayers above ; such further and/or other order or orders be passed, direction or directions be given as your Lordships may deem fit and proper ;

By an order dated 15th June, 2026 passed by the Hon'ble Justice Ananya Bandyopadhyay, Her Ladyship has been pleased to direct the decree holder to effect substituted service and the matter to be fixed on 20th July, 2026.

Witness : The Hon'ble Sujoy Paul, Chief Justice of the High Court at Calcutta, the 15th day of June, Two Thousand and Twenty Six.

Dipanjan Dey
Advocate
6, Old Post Office Street,
Ground Floor, Room No. 51,
Kolkata-700 001.
Ph No : 033-40055530
999dey@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল অনুপম পাত্র ও অনুপ পাত্র, উভয়ের পিতা- অসিত পাত্র, সাং-অক্ষয়নগর শিবপুর, পোঃ-অক্ষয়নগর, থানা-হারউড পয়েন্ট কোষ্টাল, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। অবন্তি পাত্র, অচিন্ত পাত্র, অতনু পাত্র, অনুপম পাত্র, অরূপম পাত্র, নমিতা পাত্র, শম্ভু পাত্র, অরবিন্দ পাত্র, পরেশ পাত্র, অবিনাশ পাত্র, অসিত কুমার পাত্র, অপূর্ব পাত্র, অরুণ পাত্র, অসিম পাত্র নিযুক্ত আমমোক্তার পলাশ ভকত নিকট হইতে কাকদ্বীপ এ.ডি.এস. আর অফিসে ১৩৯৮/২৪ নং আমমোক্তার দ্বারা অক্ষয়নগর মৌজায় ২০৯০ দাগে ৬.৬৫ শতক, ২০৯২ দাগে ৬.৬৫ শতক, ২০৯১ দাগে ৬.৭০ শতক জমি এ.ডি.এস. আর কাকদ্বীপে ১৫২২/২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। যাহার কেস নং- এমএন/২০২৬/১৬২৬/৫১৪৯, এমএন/২০২৬/১৬২৬/৫১৫০, কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও কাকদ্বীপ এর নিকট যোগাযোগ করিবেন।

ধন্যবাদান্তে, রবি বেরা
এ্যাডভোকেট, কাকদ্বীপ সিভিল এ্যান্ড ক্রিমিনাল কোর্ট
কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
Enrolment No.
F-1623/1701/2018

●আমার মক্কেল মহঃ শহীদ, মৌজা গোপালপুর, জে এল নং ২ এর এল আর খতিয়ান নং ১০৯৭ এল আর দাগ নং ৪৮৩/১৩২২ তে মোট জমি ২ শতক জমি ১১৪৫৬/২০১১ নং দলিলের ৪১৩/২০০৭ আমমোক্তারনামায় (রাজ্জাক আলি মণ্ডল) নিকট ক্রয় করে নাম পত্তনের জন্য রাজারহাট,B.L & L.R.O তে নং কেসে আবেদন করছি, কারো ও আপত্তি থাকলে সত্বর সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

● আমার মক্কেল সেখ কলিমুদ্দিন আহমেদ, মৌজা পানাপুকুর, জে এল নং ৪৭ এর এল আর খতিয়ান নং ৪৪২ এল আর দাগ নং ৬৩৬, ৬৫৫ তে মোট জমি ১৩ শতক জমি ৯৭/২০২৬ নং দলিলের ৮৩৮/২০০৪ আমমোক্তারনামায় (কুদ্দুস আলি মোল্লা) নিকট ক্রয় করে নাম পত্তনের জন্য রাজারহাট, B. L & L.R.O তে নং কেসে আবেদন করছি, কারো ও আপত্তি থাকলে সত্বর সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

NOTICE

Notice is hereby given to general public that Pathology Services of Care Diagnostics would be non operational permanently with effect from 21st July 2026 due to demise of its proprietor Vani Daga.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল সায়নী চন্দ মহাশয়ার পিতা মধুসূদন চন্দ মহাশয় ১ নং বহির ২৩ নং ভলুমে ২৮০-২৮৩ নং পৃষ্ঠায় নকলকৃত ১১৮০/১৯৮২ নং দলিল খানি হারাইয়া ফেলেন। এইমর্মে ০৩/০৭/২০২৬ তারিখে বীজপুর থানায় ১৫৯ নং জি ডি ই করা হয় । যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপরিউক্ত দলিলখানি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অজয় কুমার মিস্ত্রী অ্যাডভোকেট ENO. F-2152/2002, হালিসহর সুভাষ নগর পোঃ- নবনগর জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা মোঃ- ৯৮৩১৫১৩২২৭

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সৃজন ভট্টাচার্য ০১-০৭-২০২৫ তারিখে I- ৪০৬০ নং দলিল মূল্যে ৩ কাঠা ১৩ বর্গফুট জমি ক্রয় করিয়াছেন প্রকাশ থাকে যে শ্যামনগর নিবাসী (১) তুলি মুখার্জি (২) মানয় কুমার মুখার্জি, IV- ০০৬৪ Date-16-02-2015. A.D.S.R: Naihati হাবড়া নিবাসী রতন কুমার ধরকে আমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহার মৌজা কাউগাছি, আর এস দাগ ৩৩৯ এল আর দাগ ১৩৩০ এই বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের ১০ দিনের মধ্যে B.L &. L.R.O, ব্যারাকপুর- ১, শ্যামনগর অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। Neyaz Ali Advocate Barrackpore Court

বিজ্ঞপ্তি

আমি **মুনারেক সাউ** পিতা শ্রী সুদেশী সাউ সাং সাউথ জালখুরা, থানা - মহেশতলা, কোল ১৪১তে স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। আমি গত ইংরাজী ২০১১ সালে গোষ্ঠ বিহারী ঘোষ-এর ওয়ারীশবর্গের পক্ষে আমমোক্তার দীপক নস্কর এর কাছ থেকে 8672/II দলিলমূলে জমি খরিদ করিয়াছি। যাহা D.S.R II অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত। উল্লেখ থাকে যে, উক্তগোষ্ঠ বিহারী ঘোষ তিনি বনমালী ঘোষ ও বাদল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে 3571/73 নং দলিলমূলে জমিখরিদ করেন উক্তদলিলখানি Jt Sub Registar of Alipore at Behala office লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আরো উল্লেখ থাকে যে, উক্ত বনমালী ঘোষ এবং বাদল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ROR পঞ্চু বাছাড় এর কাছ থেকে 2677/1962 নং দলিলমূলে জমি খরিদ করিয়াছেন, যাহা Jt Sub Registar of Alipore at Behala office লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত আমমোক্তার দলিলখানি Behala Sub registry office রেজিষ্ট্রিকৃত 470/2006 নং আমমোক্তার দলিলমূলে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে মৌজা - মেমানপুর, দাগ L.R-928 পরিমান.0330 একর Kh - 586. উক্ত জমি নিজ নামে মিউটেশন করিবার জন্য T/M BL & LRO office আবেদন করিয়াছি তাহাই সকলকে অবগত করিলাম।

নাম পদবি পরিবর্তন

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি Sekh Golam Mostafa, পিতা Sekh Mansur Ali, নিবাস- কৃষ্ণরামপুর নলে পাড়া, পোঃ-কৃষ্ণরামপুর, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা - হুগলী আমার সঠিক নাম Sekh Golam Mostafa যা আমার ভোটার কার্ডে উল্লেখিত আছে। Sekh Golam Mostafa এর পরিবর্তে আধার কার্ডে Saekh Mustfa ও Pan card-এ Mostafa ভুলবশত লিখিত হয়। গত ইং ০৩/০৭/২০২৬ তারিখে শ্রীরামপুর প্রথম শ্রেণী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিটে আমি Sekh Golam Mostafa, Saekh Mustfa ও Mostafa এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি, Sk Abul kalam, পুত্র -Sk Jasimuddin, ঠিকানা -গ্রাম- ব্রাহ্মণডিহি, পোঃ -ভেদিয়া, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, WB-713126 |আমার পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম -Abul Kalam হইয়াছে | গত 14/05/2026 বর্ধমান ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে (নং -37) Sk Abul Kalam এবং Abul Kalam একই ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম |

● আমি, Sanjoy Kumar Ghosh পিতা, Late Netai Chandra Ghosh নিবাস :- 4, Baranashi Ghosh Road, পোস্ট :Talpukur, থানা:- Titagarh, পিন:-700123, গত 15/05/2026তারিখে বারাকপুরকোর্টে ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিটবলে জানাইতেছিযে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB2319890007939) আমার ও আমার পিতার নাম Sanjoy Ghosh ও N Ch Ghosh আছে। আমি Sanjoy Kumar Ghosh ও Sanjoy Ghosh এবং আমারপিতা Late Netai Chandra Ghosh ও N Ch Ghosh এক ও অভিন্নব্যক্তি।

● আমি Mamata Chowdhury Dey স্বামী Arijit Kumar Dey, পিতা Prosad Kanti Chowdhury.নিবাস: Gitanjali Appartment, Flat No. 3/2, GhoshPara Road,পোস্ট: IchaporeNawabganj,থানা: Noapara,পিন:743144.গত 15/07/2026 তারিখে বারাকপুরকোর্টে ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিটবলে জানাইতেছিযে, আমার অফিসের (Ordnance Factory Hospital, Ishapore, Designation - Sr. Nurse Grade - II, Per. No.2053, under Directorate of Ordnance) (C&S). রেকর্ডে আমারনাম Mamata Chowdhury (Dey) হিসেবে নথিভুক্ত আছে। আমি Mamata Chowdhury Dey, Mamata Chowdhury এবং Mamata Chowdhury (Dey) এক ও অভিন্নব্যক্তি।

● আমি, Kalyan Kr. Bhattacharjee, পিতা-Late Sideshwar Bhattacharya, বাসিন্দা-43/8L/1A, Biplabi Barin Ghosh Sarani (formerly known as Murari Pukur Road) P.O.- Ultadanga Main road, P.S.- Manicktala, Kolkata-700067, বিধাননগরকোর্টের নোটারি পাবলিকের হলফনামা (নম্বর: 22360, তারিখ: 15.07.2026) মূলে এখনথেকে Kalyan Kumar Bhattacharya নামে পরিচিতহব। Kalyan Kr. Bhattacharjee এবং Kalyan Kumar Bhattacharya একই ও অভিন্নব্যক্তি।

● আমি, SHAMBHU MONDAL, পিতা - Lt. Mani Mohan Mondal, ঠিকানা: নাপিত পাড়া রোড, বলুড় পাড়া, যদুনাথ বাটি, পোঃ - হাজিনগর, থা: হালিশহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩১৩৫, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, গত ১২.০৬.২০২৬ তারিখে (ক্রমিক নং ৫৮) ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সমক্ষে আমি আমার পূর্বতন নাম SAMNAYAK MONDAL পরিবর্তন করে নতুন নাম SHAMBHU MONDAL গ্রহণ করেছি। SAMNAYAK MONDAL ও SHAMBHU MONDAL উভয় একই ব্যক্তি।

● আমি Rajeshwar Mahato S/O Late Nangar Mahato , ঠিকানা- Thakdari Krishnapür, Thakdari, krishnapur, Dist-24 pgs (N), Pin- . 700102 , আধার কার্ডে ভুলবশতঃ আমার নাম Rajesh Mahato রেকর্ড আছে এবং এর পরিবর্তে সঠিক নাম হইবে Rajeshwar Mahato ও Rajeshwar Mahato এবং Rajesh Mahato উভয় একই ব্যক্তি। গত ১৫/০৭/২০২৬ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ঘোষনা করা হইলো।

● I, SHILPIA MANDAL D/o SATYONDRANATH MANDAL, R/o Anandajhar Nando, Nando, Uttar Dinajpur, West Bengal-733208 have changed my name to SHILPA MANDAL

● In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st class) at Kolkata, I, Mohammed Faiyaz Alam, also known as Md. Faiyaz and Mohammed Faiyaz, S/o Md. Quasim, residing at 69, Madan Mohan Burman Street, P.S. Jorasanko, Kolkata - 700007, have changed my name to Faiyaz Khan for all purposes

● I, Beauti Ojha, D/O Raju Ojha, W/O Shiv Balak Shaw, R/O 60, Bazar Road, Kanchrapara, West Bengal - 743145, have changed my name to BEAUTI SHAW vide affidavit no. 665233 sworn before 1st Class Magistrate at Barrackpore.

● I, Swarojit Roy, S/o Pratap Chandra Roy, residing at vill- Khorigoda,P.O- Champahati,P.S- Sonarpur, South 24 PGS,WB,Pin -743330, have changed my name to Swarojit Das.

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি NISHITH HALDER, পিতা হরিপদ হালদার, ঠিকানা - রূপনগর, রাজপুর সোনারপুর (মি), থানা- সোনারপুর, জেলা দঃ ২৪ পরগনা, পঃবঃ কোল–১৫০, গত ২০/০৫/২০২৬ তারিখে প্রথম শ্রেনীর Ld Judicial Magistrate বারুইপুর আদালতে হলফনামা নম্বর ৬১ ঘোষণা করলাম যে Nishith Halder and Nisit Haldar, Nisith Haldar, Haldar Nisith, Sri Nishith Haldar এবং উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

● I, Merry Mohajan W/o Bulbul Mohajan residing at 7, Damayanti Nagar, P.O. & P.S. Belgharia, Dist. North 24 Parganas, Kolkata - 700056, West Bengal have changed my name to Mary Mohajan vide an affidavit (No. 178) sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore 2nd Court on 07.07.2026. That Mary Mohajan & Merry Mohajan both are same & one identical person.

● Voter List 2002 of 91, Rajarhat Assembly Constituency, Part No. 209, Sl. No. 636, আমার নাম OHIDUL ISLAM MOLLA, পিতা– LAL MAHAMMAD MOLLA আছে, আমার ভোটার কার্ডে (নং YMM2877679) নাম MD. WAHIDUL ISLAM, গত 15/07/2026 বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট (নং 15280) বলে আমি MD. WAHIDUL ISLAM, পিতা– LAL MAHAMMAD MOLLA হয়েছি। সাং– মহম্মদপুর, রাজারহাট, কোলকাতা– 700135

● আমি কেয়া চংদার, স্বামী– ষষ্ঠী চংদার, আমার ঠিকানা: ৭ নম্বর, উদয়পল্লী, বাগুইহাটি, পোস্ট অফিস– অশ্বিনীনগর, CD-57, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নাম্বার– ৭০০১৫৯, তারিখ ২৫.৬.২০২৬ বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট করে আমার ছেলের আধার কার্ডে ভুলবশত দেব চংদার হয়ে আছে, কোর্টের এফিডেভিট বলে কৃষ্ণেন্দু চংদর হইল। দেব চংদর এবং কৃষ্ণেন্দু চংদর একই ব্যক্তি, এফিডেভিট নম্বর ১৩৭২৯, মাতা– কেয়া চংদার এবং স্বামী ষষ্ঠীপদ চংদার এবং ষষ্ঠী চংদার একই ব্যক্তি।

● I, MORZIDA BIBI, D/O- LATE ALAMIN HOSSAIN, Resident of Hat Para, P.O- Chhoto Jagulia, P.S- Duttapukur, Dist- North 24 Pgs, Pin-743294, do hereby declare that I have changed my name from MORZIDA BIBI to MAZIDA BIBI and henceforth I shall be known as MAZIDA BIBI in all purpose, vide affidavit no- 12092 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Barasat on 14/07/2026, MAZIDA BIBI and MORZIDA BIBI both are same and one identical person.

● আমি, Monirul Islam, S/O- Iyar Ali Molla, ঠিকানা Vill. Wari, P.O- Paikan, P.S. Bhangore- II, Dist. South 24 Parganas, West Bengal – 700135, আমার পিতার প্রকৃত নাম Iyar Ali Molla এবং আমার জন্ম তারিখ 11/02/1985. কিন্তু আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা সার্টিফিকেট এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাডমিটে ভুলবশত আমার পিতার নাম Ear Ali Molla এবং আমার জন্ম তারিখ 03/08/1982 হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। LD.1st ক্লাস, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বারুইপুর কোর্টের Affidavit No.191, দ্বারা dated 09/06/2026 Iyar Ali Molla হইলেন. Ear Ali Molla এবং Iyar Ali Molla একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি AJIT PRADHAN, ঠিকানা: বুধাখালি, পোঃ–বুধাখালি, থানা–কাকদ্বীপ, জেলা–২৪ পঃ (দক্ষিণ), পিন–743347. আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আছে SUBHASHREE PRODHAN, D/O-AJIT PRODHAN, মাতা– JHARNA PRODHAN. গত 15/7/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পঃ, এফিডেভিট বলে আমাদের সঠিক নাম SUBHASHREE PRADHAN, D/O-AJIT PRADHAN, মাতা–JHARNA PRADHAN হয়েছে।

● আমি KAJAL PAUL, W/O- GAUTAM PAUL, D/O-LATE SACHIN SARKAR, ঠিকানা: অরবিন্দপল্লী, পোঃ–ন–পাড়া, থানা–বারাসাত, জেলা–উঃ ২৪ পঃ, কলি–700124, আমার বারাসাত পোস্ট অফিস H. O. A/C No- 3903924879 নাম আছে KAJAL SARKAR. গত 13/7/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং–11971) বলে আমার সঠিক KAJAL PAUL হয়েছে। KAJAL PAUL ও KAJAL SARKAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং এসইআর-ওএইচই-কেজিপি-টাটা-২X২৫ কেভি-আরটি, তারিখ ১৫.০৭.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ৩০০০ এমটি বোঝাই করার কাজের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিসনের খড়্গপুর-টাটানগর শাখায় ১ x ২৫ কেভি থেকে ২ x ২৫ কেভি ট্র্যাকশন সিস্টেমে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন সিস্টেম-এর আধুনিকীকরণের জন্য ডিজাইন করা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সূচনার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৭৮,৭৭,৫৫,৩৮১.২৫ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,৫৭,৫৫,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১২০ দিন। **জিজ্ঞাস্য গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ** ১১.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **প্রাক্ দরপ্রস্তাব সভা ঃ** ১১.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **সকল নথির হাতেহাতে দাখিল ঃ** ০২.০৯.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০৩.০৯.২০২৬ [ভারতীয় প্রমাণ সময় ১৪.০০ ঘ.]। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবেঃ www.ireps.gov.in** (PR-485)

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from reputed and experienced contractors for construction of Foundation (Area: 500 sft), Ground Floor (Area: 500 sft) & First Floor (Area: 3216 sft) RCC Structural Work including Brickwork & Plastering of a proposed building project at Mouza-Bishnupur, J.L NO.: 44, L.R DAG NO.: -344 & 345, DIST: North 24 Parganas, under Rajarhat Bishnupur 2 no. Gram Panchayet.

Scope of work includes excavation, foundation, RCC footing, columns, beams, slabs, staircase, shuttering, reinforcement, concreting, brick masonry, internal & external plastering and allied civil works.

Interested contractors having valid experience in similar works can contact the below provided number.

The undersigned reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason thereof.

Contact: +91 9830828717

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি, Md Abu Nasir, S/O Md Nazrul Islam, Vill. Rajukber, P.O. Chowrashi, P.S. Deganga, Dist. North 24 Parganas, West Bengal, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার correct name হলো "Md Abu Nasir"। কিন্তু আমার পুত্র Md Sabbir Ahamed-এর Birth Certificate, Aadhaar Card, Voter ID, PAN Card, Digital Ration Card, Madhyamik ও Higher Secondary records এবং OBC Certificate-এ আমার নাম ভুলবশত "Md Nasir Ahamed" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 17/06/2026 তারিখে 1st Class Judicial Magistrate, Barasat, North 24 Parganas-এর নিকট সম্পাদিত Affidavit No. 10,234 অনুযায়ী "Md Abu Nasir" ও "Md Nasir Ahamed" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি (One and the Same Person) নামে পরিচিত হইয়াছি।

● আমি, Md Abu Nasir, S/O Md Nazrul Islam, Vill. Rajukber, P.O. Chowrashi, P.S. Deganga, Dist. North 24 Parganas, West Bengal, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার correct name হলো "Md Abu Nasir"। কিন্তু আমার পুত্র Md Tuhin Ahamed-এর Birth Certificate, Aadhaar Card, Voter ID, PAN Card, Digital Ration Card, Madhyamik ও Higher Secondary records এবং OBC Certificate-এ আমার নাম ভুলবশত "Md Nasir Ahamed" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 17/06/2026 তারিখে 1st Class Judicial Magistrate, Barasat, North 24 Parganas-এর নিকট সম্পাদিত Affidavit No. 10,233 অনুযায়ী "Md Abu Nasir" ও "Md Nasir Ahamed" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি (One and the Same Person) নামে পরিচিত হইয়াছি।

আজকাল

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

T. N. ADVERTISING & SONS
24/8, BANAMALIPUR ROAD (EAST), BARASAT, NORTH 24 PGS. Prop. ANTARA SARKAR- 98364 60700

টাইপ কর্নার
প্রোঃ নিরঞ্জন পাল (বাপী)
কালেক্টারি মোড়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া,
(M): 9474334978,
e-mail: typecorner10@gmail.com

সুপ্রিয়া মুখার্জি
১/এ, টাকি রোড, চাঁপাডালি, বারাসত
(বিজয়া সিনেমার বিপরীতে)
বারাসত, ২৪ পরঃ (উঃ)
M: 7605871512
9433651016

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক | punjab national bank

শাখা কার্যালয়: বাঁকুড়া, ১ম ফিডার রোড, রবীন্দ্র সরণি বাঁকুড়া – ৭২২১০১, ই–মেল – bo019320@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব দলিল হারানোর বিষয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শ্রী তপন কুমার পান্ডা, পিতা– জ্ঞান শঙ্কর পান্ডা–এর নামাঙ্কিত নীচে সারণিবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, যা ১৯৯০ সালের ৭৩২৪ নং স্বত্ব দলিলে অন্তর্ভুক্ত, তা ১৯৯০ সালে আমাদের ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা হয়েছিল। শ্রী তপন কুমার পান্ডা–এর নামে ১৭.১১.১৯৯০ তারিখের উক্ত ৭৩২৪ নং স্বত্ব দলিলটি আমাদের ব্যাঙ্কের হেফাজতে থাকার সময় হারিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বাঁকুড়া থানায় ২৮.০৬.২০২৬ তারিখে জিডি নং ১৬৩৬–এ এটি হারানোর বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

উক্ত স্বত্ব দলিলটির প্রাপককে আমাদের শাখার ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে সেটি হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬
স্থান: বাঁকুড়া

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
১ম ফিডার রোড, রবীন্দ্র সরণি, বাঁকুড়া – ৭২২১০১

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा | Bank of Baroda

চক্রবেড়িয়া শাখা
৪৫/২, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলকাতা–৭০০০২৫

[রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু: **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**, চক্রবেড়িয়া শাখা, ৪৫/২, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলকাতা–৭০০০২৫–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) ১[অ্যাক্ট], ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ₹২৯,৪৮,১৬২.০০ **(উনত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশো বাষট্টি টাকা মাত্র) + ২৮.০৪.২০২৬ অনুযায়ী অপ্রযুক্ত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতা: মিসেস চৈতালি দাস, ৪৯/বি, ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা–৭০০০৩১, প্রতিনিধিত্বকারী: মিসেস চৈতালি দাস (ঋণগ্রহীতা)**–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩.০৭.২০২৬** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ অংশীদার/ জামিনদারগণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **₹২৯,৪৮,১৬২.০০ (উনত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশো বাষট্টি টাকা মাত্র) + অপ্রযুক্ত সুদ এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে পুনরায় সুদ প্লাস মাশুল, চার্জ এবং খরচ সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, চক্রবেড়িয়া শাখা, ৪৫/২, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলকাতা–৭০০০২৫**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/অংশীদার/জামিনদারগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

৬ কাঠা, ৬ ছটাক এবং ২ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ সহ বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে ৮৩৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ফ্ল্যাট নং এফ–৪ এর সমবন্ধক, মৌজা–বৈকুণ্ঠপুর, জে এল নং ৩৭, আর এস দাগ নং ৩১৩, এল আর দাগ নং ৫১৩, আর এস খতিয়ান নং ১৮৩৫, এল আর খতিয়ান নং ৪১৩০, ২৪৫৭, ৮১৫, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ১১৭, রাখাল ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৮, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড–৭০০১৪৯। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর–ফাঁকা জমি; দক্ষিণ–১৮, রাখাল ঘোষ রোড; পূর্ব–ফাঁকা জমি; পশ্চিম–মাঠ।

১৮.০৬.২০২৪ তারিখের দলিল নং I–১৬০৪–০৬৭১৮/২০২৪ এবং ২০.০৫.২০২৬ তারিখের দলিল নং I–১৬০৪–০৪০১৪/২০২৬ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীণি মিসেস চৈতালি দাস।

তারিখ: ১৩.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

(শ্রী সন্দীপ প্রসাদ)
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক

DCB BANK

রেজিস্টার্ড অফিস: ৬০১ ও ৬০২, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, ফ্লোর নং ৬, টাওয়ার 'এ', সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই– ৪০০০১৩

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

অলঙ্কার নিলাম তথা আমন্ত্রণী বিজ্ঞপ্তি

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেডে (ডিসিবি ব্যাঙ্ক) বন্ধক রাখা অলঙ্কারের বিনিময়ে ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড থেকে নেওয়া সুবিধা বাবদ পুরো বকেয়া পরিশোধের জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নোটিস জারি করা হয়েছিল। তাঁরা পুরো বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আমরা ওই রেহানাবদ্ধ অলঙ্কারগুলি নিলাম আয়োজনে বাধ্য হচ্ছি। প্রথম নিলামটি **১৮.০৮.২০২৬ এবং ১৯.০৮.২০২৬** তারিখে দুপুর **১২টা থেকে বিকেল ৪টে** পর্যন্ত নীচের সারণিতে উল্লিখিত শাখা / স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলি–সহ আরও বিশদ বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক শাখায় যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **নিলামের স্থান/ শাখার ঠিকানার জন্য ঋণগ্রহীতা এবং দরদাতারা আমাদের ওয়েবসাইট www.dcb.bank.in দেখতে পারেন।**

ক্রম নং	গ্রাহক আইডি	গ্রাহকের নাম	স্থান
১	১০৬৯৪০৯১৩	প্রতাপ রায়	দুর্গাপুর – দুর্গাপুর
২	১০৭৩২৩৭২০	সোমা মণ্ডল	দুর্গাপুর – দুর্গাপুর
৩	১০৮৬১১৬০৭	শৌভিক খাটুয়া	দুর্গাপুর – দুর্গাপুর
৪	১০০৯৭৫৮৬৮	দিব্যেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	হাওড়া – হাওড়া
৫	১০১৭৭৫৩০৭	রাজেশ কুমার জিন্দল	হাওড়া – হাওড়া
৬	১০২২৫৪২৪৮	সন্দীপ সিং	হাওড়া – হাওড়া
৭	১০৩০০৫২১১	সন্তোষ কুমার শ্রীবাস্তব	হাওড়া – হাওড়া
৮	১০৩২৬৭০৬২	সন্ধ্যা মাইতি	হাওড়া – হাওড়া
৯	১০৩৩৬৭৭৫১	মনোজ কুমার আগরওয়াল	হাওড়া – হাওড়া
১০	১০৪২৫৬৭৮৯	আশা ভার্মা	হাওড়া – হাওড়া
১১	১০৫০৭৭৪৪৯	আসিফ ইকবাল	হাওড়া – হাওড়া
১২	১০৫৪২৪৭৭৭	শালিনী ছেত্রী	হাওড়া – হাওড়া
১৩	১০৬৯৪২৭১৯	রোশন আরা	হাওড়া – হাওড়া
১৪	১০৯১৮৯৭৮০	রিজওয়ানা খাতুন	হাওড়া – হাওড়া
১৫	১০৮৩১৭৭৫৫	ঝুম্পা সাঁতরা	হাওড়া – হাওড়া
১৬	১০৮৬৪০৮২৪	পবন কুমার সিং	হাওড়া – হাওড়া
১৭	১০৮৭৫৫৯৫৬	সীমা শর্মা	হাওড়া – হাওড়া
১৮	১০৮৮৯৯৪৭০	শাহিদ হোসেন আনসারি	হাওড়া – হাওড়া
১৯	১০৯২২৪৯১১	আলিশা বেগম	হাওড়া – হাওড়া
২০	১০৯২৮০৭৮৯	মায়া জয়সওয়াল	হাওড়া – হাওড়া
২১	১০৯৩৩৭০৯০	রাখাল হরি	হাওড়া – হাওড়া
২২	১০৯৩৫২৪২২	মণীশ কুমার সিং	হাওড়া – হাওড়া
২৩	১০৯৩৬৯৬৯৬	মহঃ আজাদ আনসারি	হাওড়া – হাওড়া
২৪	১০৯৩৭৫৩৩৪	মুনমুন দাস	হাওড়া – হাওড়া
২৫	১০৯৩৮৬১০১	শগুফতা নাসরিন	হাওড়া – হাওড়া
২৬	১০৯৪১১৮৪৫	মদন মোহন দাস	হাওড়া – হাওড়া
২৭	১০৯৪৯১৫৪০	সুচরিতা রায়	হাওড়া – হাওড়া
২৮	১০২৯৩৫১০৬	প্রমোদ কুমার সাউ	হাওড়া – হাওড়া
২৯	১০৩৩৬৫৮২১	ওম প্রকাশ সিং	হাওড়া – হাওড়া
৩০	১০৭২৮৩৫৯২	ঋষি কোঠারি	হাওড়া – হাওড়া
৩১	১০৭৮৪৩৭০৩	সাক্ষী দুবে	হাওড়া – হাওড়া
৩২	১০৮৬৩১৮৮১	কে জ্যোতি স্বামী	হাওড়া – হাওড়া
৩৩	১০২৮৭১৭৩২	সুষমা যাদব	হাওড়া – হাওড়া
৩৪	১০৮৬৩৭১৯৯	ক্রিস্টিন লিন্ডা মরিস	হাওড়া – হাওড়া
৩৫	১০২৮২৮৭৪৪	মালা সেনাপতি	হাওড়া – হাওড়া
৩৬	১০৮৯২৭৭৮৩	পঙ্কজ ঠাকুর	হাওড়া – হাওড়া
৩৭	১০৪৭৬২৩৮৬	রোহিত পাণ্ডে	শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা – কলকাতা
৩৮	১০৪৮৪২৭৭১	সুমন রায় চৌধুরী	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৩৯	১০৫০১২৩৩৫	সুবর্ণা ভট্টাচার্য	ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা – কলকাতা
৪০	১০৫০৫৯৭৬৭	রূপা দাস	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৪১	১০৫১৭১৩৩৩	সুপ্রিয় দাস	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৪২	১০৬৬৯৬৮২৬	কুন্দন কুমার চৌধুরী	শেক্সপিয়র সরণি – কলকাতা - কলকাতা
৪৩	১০৮০১৩৬৯৬	নূর ইসলাম মল্লিক	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৪৪	১০৮৩৪৮৫৬৫	প্রিয়া কেডিয়া	ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা - কলকাতা
৪৫	১০৮৭৬৫৮৮১	পুনীত সাহা	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৪৬	১০৯৩৮৯১০৫	প্রিয়াঙ্কা বলদেবা	ব্রেবোর্ন রোড, কলকাতা - কলকাতা
৪৭	১০৯৫০৫১০৪	নাজিয়া খাতুন	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৪৮	১০১২১১৬৮১	অমিত কানোরিয়া	ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা – কলকাতা
৪৯	১০২১২৯১৬৯	শ্রীপ্রকাশ ছারিয়া	ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা – কলকাতা
৫০	১০৭২৫১৮১০	শিবম অরোরা	ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা – কলকাতা
৫১	১০৮১৩৮৫১৩	পার্থ ঘোষ	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৫২	১০৮৫২৫২৯৩	দীপঙ্কর নস্কর	ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা – কলকাতা
৫৩	১০৮৭১০৮৪৫	সুকন্যা দাস	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৫৪	১০৯২৮৪০৫৬	শক্তিপদ সাঁতরা	ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা – কলকাতা
৫৫	১০৯৩৮৩৯৬৬	বিন্দু সিং সাউ	লেকটাউন – কলকাতা
৫৬	১০৬৯৬১১২৫	শঙ্কর ব্যানার্জি	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৫৭	১০৮৮৯৩৭৩৬	ঋতুপর্ণা ঘোষ	গড়িয়াহাট – কলকাতা
৫৮	১০৭০৪০০৬৯	অন্তরা চক্রবর্তী	ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা – কলকাতা

এই প্রকাশনার মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতাদের এতদ্বারা সম্পূর্ণ তলব করা ঋণের অর্থাঙ্ক, তৎসহ সমস্ত সুদ এবং চার্জ অবিলম্বে বা যে কোনও উপায়ে নির্ধারিত নিলামের তারিখের আগে পরিশোধের চূড়ান্ত নোটিস এবং শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় গহনাগুলি নিলাম করা হবে। ব্যাঙ্ক নির্ধারিত নিলামের তারিখে যে সামগ্রীগুলি নিলাম করা হয়নি সেগুলি কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিলামের অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে পরবর্তী যে কোনও দিন (বা দিনগুলিতে) নিলামে তোলার এবং পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিলামের স্থান পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং দরপত্র গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে ডিসিবি ব্যাঙ্কের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে হবে। কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই অ্যাকাউন্ট (বা অ্যাকাউন্টগুলি) সরিয়ে নেওয়ার / নিলামের তারিখ (বা তারিখগুলি) পরিবর্তন করার অধিকার ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের রয়েছে। পুনরায় জানানো হচ্ছে যে এটি ঋণগ্রহীতাদের জন্য চূড়ান্ত সর্বজনীন নোটিস এবং উপরোক্ত তারিখগুলির পরে গহনা নিলামের জন্য আর কোনও নোটিস দেওয়া হবে না।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নিলাম **'যেমন আছে, যেখানে আছে', 'যা আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'রিকোর্স ছাড়া'** ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং ডিসিবি ব্যাঙ্ক গহনা বা তার নিলাম সম্পর্কিত কোনও দাবি, বিবাদ, আপত্তির জন্য কোনওভাবেই দায়ী এবং দায়বদ্ধ থাকবে না।

স্বাঃ–
অনুমোদিত আধিকারিক
ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬

খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে শারদোৎসবের সূচনা

মলয় সিন্‌হা

দুর্গাপুজোর বাকি আর ঠিক তিন মাস। কিন্তু প্রথা মেনে রথযাত্রার দিন কলকাতার একাধিক পুজো উদ্যোক্তা দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো করলেন সাড়ম্বরে। বৃহস্পতিবার উত্তর থেকে দক্ষিণে দেখা গেল সেই ছবি।

এদিন সকালে কলেজ স্কোয়্যার সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোর আয়োজন করেছিল। খুঁটিপুজোর উদ্বোধন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় দুর্গাপুজো সুরুচি সঙ্ঘেরও খুঁটিপুজো হয় এদিন। ছিলেন সুরুচি সঙ্ঘের সভাপতি তথা বিজেপি বিধায়ক সৌরভ শিকদার। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের অন্যান্য সদস্য–সহ এলাকার বহু বাসিন্দা। উত্তর কলকাতার কুমারটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের এবার ৯৬তম বর্ষপূর্তি। রথের দিন সকাল সাড়ে দশটায় বাগবাজার এলাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রতিমার কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়ে গেল। এবার ৮৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে চালতাবাগানের পুজোর। রথের দিন খুঁটি ও ভূমি পুজোর মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। দক্ষিণ কলকাতার শিবমন্দির দুর্গাপুজো প্রাঙ্গণে রথযাত্রার সঙ্গে বিশেষ ফানুস ওড়ানো হয়। বিধাননগরের এডি ব্লক রেসিডেন্টস ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি খুঁটিপুজোর আয়োজন করেছিল। ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি। কসবা বোসপুকুর শীতলা মন্দির দুর্গাৎসব কমিটির দুর্গাপুজোর এবার ৭৭তম বর্ষ। রথের দিন খুঁটিপুজো হল। ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজি মহারাজ। গড়িয়া পার্কের দক্ষিণ ফাল্গুনী ক্লাবে শারদোৎসবের খুঁটিপুজো হয়ে গেল। বার্নপুর নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবে আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে খুঁটিপুজোর আয়োজন হয়। রথযাত্রার শুভলগ্নে খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে ‘সাউথ সিটি দুর্গোৎসব ২০২৬’–এর সূচনা হয়ে গেল। সাউথ সিটি মলের এবারই প্রথম দুর্গাপুজো। শিল্পী শুভঙ্কর দত্তের ভাবনায় এবার পুজোর বিষয় ‘যাত্রা’। আদি বালিগঞ্জের দুর্গাপুজো এবার শতবর্ষ পূর্ণ করছে। খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়ে গেল এই পুজোরও। ছিলেন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, দীপেন্দু বিশ্বাস, দীপঙ্কর রায়রা। ছিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা, সুখেন্দুশেখর রায়, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী ও শর্বরী মুখার্জি। রথযাত্রায় ফাটা কেষ্টর কালীপুজোর কাঠামোপুজো। কুমোরটুলিতে শিল্পী মিন্টু পালের স্টুডিওয় এক অনুষ্ঠানে। ছিলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন ক্রিকেটার স্নেহাশিস গাঙ্গুলি, বিশ্বরূপ দে, মিন্টু পাল প্রমুখ।

রথযাত্রায় ফাটাকেষ্টর কালীপুজোর কাঠামোপুজো। কুমোরটুলিতে শিল্পী মিন্টু পালের স্টুডিওয় এক অনুষ্ঠানে। রয়েছেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন ক্রিকেটার স্নেহাশিস গাঙ্গুলি, বিশ্বরূপ দে, মিন্টু পাল প্রমুখ। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

আদি বালিগঞ্জের খুঁটিপুজো উপলক্ষে উপস্থিত মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, দীপেন্দু বিশ্বাস, দীপঙ্কর রায়, কম্পটন দত্ত, সাংসদ মালা রায়। ছবি: আজকাল

রথযাত্রায় গড়িয়া পার্কের দক্ষিণ ফাল্গুনী ক্লাবে শারদোৎসবের খুঁটিপুজো। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

ক্যান্সারকে হারিয়ে জয়ের কাহিনি শোনালেন ওঁরা

নব্বই বছরের মুকুল রানি চক্রবর্তী, যিনি স্টেজ টু স্তন ক্যান্সারকে হারিয়ে এখন অন্য রোগীদের সচেতন করছেন। অনেক রোগী যাঁরা ক্যান্সারকে জয় করে এখন স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। ৩০ জন ক্যান্সার জয়ীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় নিউ টাউনের এইচসিজি ক্যান্সার হাসপাতালের তরফে। যেখানে চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্যান্সারমুক্ত হয়ে ওঠার এবং মনের জোরে কীভাবে তাঁরা লড়াই করেছেন, তা ভাগ করে নিলেন সেই সব অভিজ্ঞতার কথাও। জাতীয় ক্যান্সার সারভাইভার্স মাস উপলক্ষে বিশেষ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কলকাতায়। ছিলেন ক্যান্সারজয়ী রোগী, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতালের আরবিএইচ ডাঃ রূপালি বসু বলেন, ‘ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা শুধুমাত্র একটি সাফল্য নয়, এটি সময়মতো রোগ নির্ণয়, নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ চিকিৎসার শক্তিশালী প্রমাণ।’

আজকাল বই
বর্ষার বইমেলা
২০% থেকে ৮০% পর্যন্ত ছাড়*
আসুন
কলেজ স্ট্রিট বিপণিতে
১৭/১ ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট
(তৃতীয় তল)
কলেজ স্কোয়্যার
কলকাতা-১২
*স্টক থাকা পর্যন্ত
যোগাযোগ: (০৩৩) ২৩৬৭ ৫৫১২
৯০৩৮৭ ৭৬১৭৯

আজকাল
কর্মখালি/
ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারানো/প্রাপ্তি
ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

বিজ্ঞপ্তি

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের সমীপে
কোম্পানি পিটিশন (সিএএ) নং ৪৩/কেবি/২০২৬
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (সিএএ) নং ৪৪/(কেবি)/২০২৬ এর সঙ্গে সংযুক্ত

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর বিষয়ে– ধারা ২৩০(৬) এর সঙ্গে পঠিত ধারা ২৩২(৩)

– এবং –

সম্পর্কিত বিষয়:

ব্লুডায়মন্ড ট্রাকম প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN:U51909WB2008PTC124198) ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি২, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা- ৭০০০৬৯–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;

– এবং –

অ্যাঞ্জেল ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN:U52390WB2009PTC133512) ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ২ নং ফ্লোর, রুম নং বি–৭, লালবাজার, কলকাতা- ৭০০০০১–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;

– এবং –

ডুপ্লেক্স ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN:U51109WB2008PTC122241) ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি–২, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা- ৭০০০৬৯–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;

~ এবং ~

নৃপতি ডিলারস প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN:U51909WB2012PTC174982) নির্মলা নিবাস, ব্লক বি' ফ্ল্যাট–৩০৩, ৬/৭, হরিদাস ব্যানার্জি লেন, হোয়ারা, হাওড়া- ৭১১১০৩–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;

~ এবং ~

রঙ্গন প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN:U45400WB2012PTC175228) নির্মলানিবাস, ব্লক–বি ফ্ল্যাট ৩০৩৬/৭ হরিদাস ব্যানার্জি লেন, হোয়ারা, হাওড়া- ৭১১১০৩–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;

~ এবং ~

সোনাটা বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN:U51109WB2008PTC123923) ১৩এ, ড্যাকার্স লেন, ৫ নং ফ্লোর, রুম নং ৫০১, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা- ৭০০০৬৯–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;

~ এবং ~

ওয়াইডস্প্রেড সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN:U51909WB2012PTC175183) নির্মলা নিবাস, ব্লক বি' ফ্ল্যাট–৩০৩ ৬/৭, হরিদাস ব্যানার্জি লেন, হোয়ারা, হাওড়া-৭১১১০৩–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;

~ এবং ~

এবিএস মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN:U51109WB1998PTC088298) ৬, ডোভার লেন, ২ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট–২বি, ডোভার লেন, কলকাতা- ৭০০০২৯–এ নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা একটি কোম্পানি;

~ এবং ~

সম্পর্কিত বিষয়:
১) ব্লুডায়মন্ড ট্রাকম প্রাইভেট লিমিটেড
২) অ্যাঞ্জেল ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড
৩) ডুপ্লেক্স ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড
৪) নৃপতি ডিলারস প্রাইভেট লিমিটেড
৫) রঙ্গন প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
৬) সোনাটা বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড
৭) ওয়াইডস্প্রেড সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৮) এবিএস মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড

.....আবেদনকারী

পিটিশনের বিজ্ঞপ্তি

ব্লুডায়মন্ড ট্রাকম প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানি") এর সঙ্গে অ্যাঞ্জেল ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড, ডুপ্লেক্স ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড, নৃপতি ডিলারস প্রাইভেট লিমিটেড, রঙ্গন প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, সোনাটা বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াইডস্প্রেড সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং এবিএস মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানিসমূহ") এর সংমিশ্রণ সম্পর্কিত সংমিশ্রণ প্রকল্প ("প্রকল্প") অনুমোদনের জন্য কোম্পানি (আপস,

কোনও আগ্রহী ব্যক্তিকে পিটিশনের একটি অনুলিপি প্রদান করা হবে।
তারিখ: ১২.০৬.২০২৬

স্বাঃ/-
সিএ শশী আগরওয়াল
আবেদনকারীদের অনুমোদিত প্রতিনিধি
ঠিকানা: ৪ নং ফ্লোর, ৭বি কে.এস. রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই–মেল: shashiagg@rediffmail.com

আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে তার (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।

আবেদনকারীর জন্য ও তরফে
ভিউপয়েন্ট ডিলারস প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান: কলকাতা — স্বা/– **রাজু সরকার**
তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬ — ডিরেক্টর (DIN:11334620)

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, কাপাসএড়্যা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
(শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার)
গ্রাম + পোস্টঃ কাপাসএড়্যা, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ – 721628
ইমেল– jnvpurbamedinipur@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার জন্য (JNVST-27) অনলাইন আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। **যোগ্যতাঃ** প্রার্থীকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ও এই জেলার সরকারি/সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয়ে 2026-27 বর্ষে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত হতে হবে। **জন্ম তারিখঃ** 01.05.2015 থেকে 31.07.2017, **আসন সংখ্যাঃ** 80 (আশি) **পাঠক্রমঃ** সি.বি.এস.ই. (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী), **পরীক্ষার তারিখঃ** 28.11.2026। **আবেদনের শেষ তারিখঃ** 31.07.2026। এখানে বিনামূল্যে পড়াশোনা ও থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অভিবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং খেলাধূলার প্রচার রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা সত্বর অনলাইন আবেদন করুন।
Website: www.navodaya.gov.in
প্রসপেক্টাসটি এখানে দেখা যেতে পারে
https://www.navodaya.gov.in/nvs/en/Admission-JNVST/Admission-Notifications/

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION BALRAMPUR, DISTT. - BALRAMPUR-RAMANUJGANJ (C.G.)
e-Procurement Tender Notice
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in
(FIRST-CALL)

NIT NO. 02/SAC/2026-27 DATED- 15.07.2026 Online Tenders are invited for the following works up to 05-08-2026 (17.30 hours IST).

S. No.	System Tender No.	Name of Work	Probable amount of contract
1	195527	Construction Work in Main Canal between RD 90 to 510 Aqueduct pier, CD 07 Nos., VRB 08 Nos., Fall 2 Nos & Balance Earthwork in Main Canal & Related Safty in Headwork of Khutpali diversion scheme.	Rs. 1312.96 Lakhs

The details can be viewed & downloaded online directly from the Govt. of Chhattisgarh integrated e-Procurement portal (https://eproc.cgstate.gov.in) from date 22-07-2026 at 17.30 hours (IST) onwards.
Note: All eligible/interested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the integrated e-Procurement portal (https://eproc.cgstate.gov.in) and get approval on specific vendor class from PWD under centralized contractor/ supplier registration in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION BALRAMPUR, BALRAMPUR-RAMANUJGANJ (C.G.)
For, Chief Engineer
Hasdeo Ganga Basin, W.R. Deptt.
Ambikapur, Sarguja (C.G.)
G-262702146/1

ICICI Bank
ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধাকিারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১.	মিঃ অমিত দাস (ঋণগ্রহীতা) রিনা তালুকদার (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: TBSGI00006393826 LBSGI00006421320	আর এস প্লট নং ১২৪, এল আর প্লট নং ২৭২, এল আর খতিয়ান নং ৩৩৭৪, ৩৩৭৫ ও ৩৩৭৭, জে এল নং ৪১, তৌজি নং ৯১, মৌজা– সিসাবাড়ি, পরগনা– পাথরঘাটা, থানা– প্রধান নগর, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪০০৩। বিক্রয় দলিল নং I–১০৯৭৮/২০২২ অনুসারে জমির পরিমাপ ৪ কাঠা বা ৬.৬ ডেসিমেল এবং বিক্রয় দলিল নং I–১০৯৭৯/২০২২ অনুসারে জমির পরিমাপ ১ কাঠা বা ১.৬৫ ডেসিমেল।	₹ ১,৩৬,৩৯, ২০১.৪৮/– ৩ জুলাই, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ২৬,০০, ০০০/– / ₹ ২,৬০, ০০০/–	৩ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	১১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং ‘E’ দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে ‘ICICI Bank Limited’–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে। সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৮৬৮৮৫২৯ / ৮৫৮৪৮৭৪৮০৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।
অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, (২) গিরনারসফ্‌ট প্রাঃ লিঃ এবং (৩) হেক্টা প্রপটেক প্রাইভেট লিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড–কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে।
কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
[এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০

হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
ডিসকভার এআই টিভি প্রাইভেট লিমিটেড
শাইলা টাওয়ার জে১/১৬, ব্লক ইপি ও জিপি, ফ্লোর নং ৭, ইউনিট নং ৭০৪, বিধান নগর সিকে মার্কেট, উত্তর ২৪ পরগনা, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৯১।
জন্য ও তরফে
ডিসকভার এআই টিভি প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/– আদিত্য গোয়াঙ্কা
তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬ — ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা — DIN: 08757900

দলিল হারানোর সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, আমরা মিঃ মহম্মদ সাজিদ এবং মিসেস মেহতাব বেগম, ডঃ রাকেশ কোহলি (বিক্রেতা) এবং মিঃ জনি জর্জ ও মিসেস জাইমোল জনি (ক্রেতা)–এর মধ্যে ০৫.০৪.২০১৮ তারিখে সম্পাদিত একটি মূল হস্তান্তরের দলিল হারিয়ে ফেলেছি, যার দলিল নং ১৯০১০২৪২১, ভলিউম নং ১৯০১–২০১৮, পৃষ্ঠা নং ৯৯০৪০ থেকে ৯৯০৮৯, যা ২০১৮ সালের জন্য এ আর এ–I কলকাতা–এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত। উক্ত দলিলটি হেরিটেজ সৃজন পার্ক নামক ভবনের ব্লক–III–এর পঞ্চম তলে প্রায় ১১৩২ বর্গফুট বিল্ট–আপ এলাকা (১৪১৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপ এলাকা বা ১০৬১ বর্গফুট কার্পেট এলাকার সমতুল্য) পরিমাপের ৫ডি নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট/ ইউনিট, এবং তৎসহ উক্ত ভবনের একতলায় আচ্ছাদিত গাড়ি রাখার স্থানে সি–৩৩ নম্বর কার পার্কিং স্পেসে ১ (এক)টি সাধারণ মাপের মোটর গাড়ি রাখার অধিকার, এবং তৎসহ কলকাতা পৌরসংস্থার ৬৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, পৌর প্রেমিসেস নং ৭২, তিলজলা রোড, থানা– বেহিয়াপুকুর, পোঃঅঃ– অবিনাশ চৌধুরী লেন, কলকাতা–৭০০০৪৬–এ অবস্থিত এবং স্থিত জমি বা ভূমির উপর আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা স্বার্থ সম্পর্কিত, যার অ্যাসেসি নং ১১০৬৪৪০০২১৬০। আমরা ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বেনিয়াপুকুর থানায় ০৬.০৭.২০২৬ তারিখের একটি জেনারেল ডায়েরি নং ৫৭৯ দায়ের করেছি। যদি কোনও ব্যক্তি/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উক্ত সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ বা অন্য কোনও দাবি থাকে, তবে উপযুক্ত প্রমাণ এবং উপযুক্ত সাক্ষ্য-সহ ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় এই ধরনের সমস্ত দাবি, যদি কিছু থাকে, তা মকুব এবং বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank — ইলাহাবাদ / ALLAHABAD
দাবি বিজ্ঞপ্তি

জোনাল অফিস: বারাসত
৫৪, কেএনসি রোড, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৪

[সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২/২০০২)–এর ১৩(৩) ও ১৩(৮) নং ধারা–সহ পঠনীয় ১৩(২) ধারাধীনে বিজ্ঞপ্তি]

গৃহীত ঋণের প্রেক্ষিতে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি এনপিএ হওয়ায় নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পরিশোধে তাঁদের ৬০ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) প্রেরিত হলেও প্রাপ্তিস্বীকারপত্র এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে যাবতীয় অনাদায়ী বকেয়া পরিশোধে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির দখল নেওয়ায় আমাদের আগ্রহের কথাও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ছিল। এতদ্দ্বারা সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এড়াতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অনাদায়ী বকেয়া পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের প্রতি প্রজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে। আমাদের অফিসে থাকা বিশদ বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহের জন্যও তাঁদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএর তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১.	ক) ১. **মেসার্স ডানকুনি মেডিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ট্রাস্ট (দিল্লি ওয়ার্ল্ড পাবলিক স্কুলের একটি ইউনিট) (ঋণগ্রহীতা)** **রেজিস্টার্ড অফিস:** গোবরা, শিবতলা, পোঃ চণ্ডীতলা, থানা– ডানকুনি, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০২ **ইউনিট (স্কুলের) ঠিকানা:** দিল্লি ওয়ার্ল্ড পাবলিক স্কুল, গরলগাছা, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০২ **২. শ্রী লাল্টু ঘোষ (ট্রাস্টি/জামিনদার/বন্ধকদাতা),** পিতা কালীপদ ঘোষ বেলেডাঙা, চণ্ডীতলা, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০২ **৩. শ্রীমতী সুতপা ঘোষ (ট্রাস্টি/জামিনদার)** স্বামী লাল্টু ঘোষ বেলেডাঙা, চণ্ডীতলা, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০২ **৪. কালীপদ ঘোষ (ট্রাস্টি/জামিনদার)** বেলেডাঙা, চণ্ডীতলা, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০২ **৫. শান্তিলতা ঘোষ (ট্রাস্টি/জামিনদার)** স্বামী লোকনাথ ঘোষ পশ্চিমতাজপুর, আউশবাটি, চণ্ডীতলা, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০১ **৬. চন্দনা ঘোষ (ট্রাস্টি/জামিনদার)** স্বামী কালীপদ ঘোষ বেলেডাঙা, চণ্ডীতলা, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০২ **৭. সাইমন ঘোষ (ট্রাস্টি/জামিনদার), পিতা লাল্টু ঘোষ** পশ্চিমতাজপুর, আউশবাটি, চণ্ডীতলা, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০১ **৮. মেসার্স এলএআরএসআরএন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট জামিনদার) প্রতিনিধিত্ব করছেন লাল্টু ঘোষ (ডিরেক্টর)** বারিজহাটি, চণ্ডীতলা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০২ **খ) বারাসত কে বি বসু রোড শাখা**	**বন্ধকী সম্পত্তি:** কমবেশি ৯২ ডেসিমেল জমি এবং জি+৫ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা কালীপুর, জে এল নং ৯৯, এল আর দাগ নং ১৭, ২২, ২৩ এবং ২৬, এল আর খতিয়ান নং ১৮৬২ এবং ১৯৯৯, ওয়ার্ড নং ১৯, পোঃ ও থানা–চণ্ডীতলা বর্তমানে ডানকুনি, ব্লক–জনাই, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ডানকুনি পুরসভার অধীন, দলিল নং I–১৪৪৭/২০২২; I–১৪৪৮/২০২২; I–১৪৪৯/২০২২; I–১৪৫০/২০২২ এবং I–১৪৫১/২০২২ অনুসারে লাল্টু ঘোষ এর নামে। **ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুসারে চৌহদ্দি:** উত্তর: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ: দাগ নং ২৫ (অংশ) এর প্লট; পূর্ব: ১০ ফুট চওড়া পুর রাস্তা; পশ্চিম: ১২ ফুট চওড়া পুর রাস্তা এবং সরস্বতী নদী। **সম্পত্তিটি শ্রী লাল্টু ঘোষ এর নামে।** **রেহানাবদ্ধ সম্পদ:** গোবরা শিবতলা ডানকুনিতে সমগ্র আসবাবপত্র এবং ফিক্সচার, সামগ্রী, ফার্মের অন্য স্থায়ী সম্পদ, গাড়ি (আমাদের ব্যাঙ্কে মঞ্জুরীকৃত নয়), কম্পিউটার ইত্যাদি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের (জমি ও শেড বাদে), মজুদ, বহি ঋণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্টুডেন্ট ফি এর আকারে ফার্মের অন্য সমস্ত গ্রহণীয়র রেহানাবদ্ধ।	ক) ২৩.০৬.২০২৬ খ) ০১.০৭.২০২৬ গ) ₹৭,৭৬,৯৮,৩৪৩.৬২ (সাত কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশো তেতাল্লিশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র), ২০.০৪.২০২৬ অনুযায়ী এবং এর ওপর ২১.০৪.২০২৬ থেকে সুদ ও অন্যান্য চার্জ।

তারিখ: ০১.০৭.২০২৬ / স্থান: বারাসত — অনুমোদিত আধিকারিক / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR BAHUBALI REALBUILD PRIVATE LIMITED OPERATING IN CONSTRUCTION BUSINESS AT KOLKATA, WEST BENGAL
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

SL.	RELEVANT PARTICULARS	
1	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.	Bahubali Realbuild Private Limited PAN-AAECB7836Q CIN - U45400WB2011PTC170429
2	Address of the registered office	Flat No-B 112, Nehru Colony, Kolkata, West Bengal, India - 700040
3	URL of website	Not Available
4	Details of place where majority of fixed assets are located	Not Available
5	Installed capacity of main products/ services	NIL (The Company is not a Going Concern)
6	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	NIL
7	Number of employees/ workmen	NIL
8	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	Details can be obtained by e-mailing at : brpl.cirp@gmail.com/ kdutta.ip@gmail.com
9	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	Details can be obtained by e-mailing at : brpl.cirp@gmail.com/ kdutta.ip@gmail.com
10	Last date for receipt of expression of interest	01-08-2026
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	11-08-2026
12	Last date for submission of objections to provisional list	16-08-2026
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	26-08-2026
14	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	31-08-2026
15	Last date for submission of resolution plans	30-09-2026
16	Process email id to submit Expression of Interest	brpl.cirp@gmail.com/ kdutta.ip@gmail.com
17	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	No information available with the RP

Kanchan Dutta
Resolution Professional
Bahubali Realbuild Private Limited (Under CIRP)
IP Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00202/2017-18/10391
AFA Valid till: 31.12.2026
Registered Address:
Chatterjee International Centre, 14th Floor; Flat No-13A, 33A, J.L. Nehru Road, Kolkata - 700071, West Bengal
Email-brpl.cirp@gmail.com
Place: Kolkata
Date: 17.07.2026

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, (এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ)
৪র্থ তলা, ৪৪ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি শনাক্তকরণ কমিটি-র প্রস্তাব

ঋণগ্রহীতাগণ: মেডিটেক মেডিকেল লিমিটেড, ঠিকানা: কাজির বেড়, গোদা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০৪

নিম্ন উল্লিখিত ব্যক্তি/সংস্থাগুলির প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড ("ব্যাঙ্ক") ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কস– ট্রিটমেন্ট অফ উইলফুল ডিফল্টার্স অ্যান্ড লার্জ ডিফল্টার্স) ডিরেকশনস, ২০২৫' ("আরবিআই মাস্টার ডিরেকশনস")-এর অধীনে নিম্ন উল্লিখিত ব্যক্তি/সংস্থাগুলির ("আপনি"/"আপনার") বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করেছিল এবং 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি শনাক্তকরণ কমিটি ২' ("ডব্লিউডিআইসি ২")-এর এই প্রাথমিক মতামতের ভিত্তিতে ৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ ("এসসিএন") জারি করেছিল যে, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপের এক বা একাধিক ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে এবং ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, ডব্লিউডিআইসি ২ এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে যে, নিচে উল্লিখিত মানদণ্ড অনুযায়ী আপনাকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণা করা উপযুক্ত।

নাম ও ঠিকানা	পদ	ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপের মানদণ্ড
মেডিটেক মেডিক্যাল লিমিটেড ঠিকানা: কাজির বাড়, গোদা, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩১০৪	ঋণগ্রহীতা কোম্পানি	ক্লজ 3(1) (xviii) (A) (a) ক্লজ 3(1) (xviii) (A) (d)
১. মির আলি ইমাম, ঠিকানা: নিশ্চিতপুর, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০৩ ২. নাসিম নওয়াজ, ঠিকানা: গোলাঘাট, নিমতলা মসজিদের নিকটে, পোঃ শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩১০৩	মেডিটেক মেডিক্যাল লিমিটেড–এর ডিরেক্টর/ প্রোমোটার	ক্লজ 3(1) (xviii) (A) (a) ক্লজ 3(1) (xviii) (A) (d)
নৌসুধ আজম, ঠিকানা: গোলাঘাট, নিমতলা মসজিদের নিকটে, পোঃ শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩১০৩	মেডিটেক মেডিক্যাল লিমিটেড–এর ডিরেক্টর	ক্লজ 3(1) (xviii) (A) (a) ক্লজ 3(1) (xviii) (A) (d)
১. মির আলি ইমাম, ঠিকানা: নিশ্চিতপুর, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০৩ ২. নাসিম নওয়াজ, ঠিকানা: গোলাঘাট, নিমতলা মসজিদের নিকটে, পোঃ শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩১০৩ ৩. নৌসুধ আজম, ঠিকানা: গোলাঘাট, নিমতলা মসজিদের নিকটে, পোঃ শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩১০৩	মেডিটেক মেডিক্যাল লিমিটেড–এর ব্যক্তিগত জামিনদার	ক্লজ 3(1) (xviii) (B)

তদনুসারে, আপনাকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল এই মর্মে যে, (i) ডব্লিউডিআইসি ২, আরবিআই মাস্টার ডিরেকশনস-এর অধীনে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ব্যাঙ্কের 'উইলফুল ডিফল্টার্স রিভিউ কমিটি ২' ("ডব্লিউডিআরসি ২")-এর কাছে তার প্রস্তাব পেশ করবে এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাবটি যথাযথভাবে সংযুক্ত করবে, এবং (ii) আরবিআই মাস্টার ডিরেকশনস-এর প্যারা ৫(৭) অনুযায়ী, উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে আপনার যদি কোনও লিখিত বক্তব্য থাকে, তবে তা **১৫ (পনেরো) দিনের** মধ্যে ডব্লিউডিআরসি ২-এর কাছে জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, কেন আপনাকে "ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না।
যেহেতু উক্ত চিঠিটি ফেরত/অপ্রদত্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে; তাই উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে এবং ডব্লিউডিআরসি ২-এর কাছে উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে আপনার কোনও লিখিত বক্তব্য থাকলে তা জমা দেওয়ার জন্য উল্লিখিত সময়সীমা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
দয়া করে লক্ষ্য করুন যে, যদি **১৫ (পনেরো) দিনের** মধ্যে ডব্লিউডিআরসি ২-এর কাছে আপনার লিখিত বক্তব্য না পাওয়া যায়, তবে ধরে নেওয়া হবে যে আপনার লিখিত কোনও বক্তব্য নেই এবং ব্যাঙ্ক আরবিআই মাস্টার ডিরেকশন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
আপনার ইচ্ছানুসারে ডব্লিউডিআরসি ২-এর সামনে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ গ্রহণ করার বিষয়ে আরবিআই মাস্টার ডিরেকশন-এর প্যারা ৫(৯)-এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
আপনি ডব্লিউডিআইসি ২-এর উক্ত চিঠি/প্রস্তাবটি ব্যাংকের ৪র্থ তলা, এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭ ঠিকানা থেকে সরাসরি নিজে অথবা আপনার যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে (পরিচয়ের প্রমাণপত্র দেখিয়ে) অথবা আপনার নিবন্ধিত ইমেইল আইডি থেকে nmg.kolkata@idbi.co.in এই ইমেইলে ব্যাংকের কাছে অনুরোধ জানিয়ে সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যাঙ্ক থেকে উক্ত চিঠি/প্রস্তাবটি আপনি সংগ্রহ করুন বা না করুন, এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনার ওপর উক্ত চিঠি/প্রস্তাবটি যথাযথভাবে জারি করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৬ — আপনার আস্থাভাজন
অবিনাশ কুমার
(ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার)

GRIHUM — গৃহম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭ম তল, বি বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুয়েনো, লোহেগাঁও, পুনে, মহারাষ্ট্র ৪১১০১৪
পরিশিষ্ট IV (বিধি ৮(১) দ্রষ্টব্য) দখলীয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী গৃহম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (যাকে এরপর থেকে উপরোক্ত কর্পোরেট/নিবন্ধিত কার্যালয়ের সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (যাকে এরপর থেকে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)–এর অধীন এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)–এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর বিধি ৩–এর অধীন অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লেখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিস জারি করেছিলেন, যেখানে নীচের ঋণগ্রহীতাদের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।ঋণগ্রহীতারা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২–এর উক্ত বিধিমালার বিধি ৮–এর সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)–এর অধীন তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে উল্লেখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সঙ্গে যে কোনও লেনদেন সুরক্ষিত পাওনাদারের উক্ত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদের চার্জের অধীন হবে। সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কিত উক্ত আইনের ধারা ১৩–এর উপ–ধারা (৮)–এর বিধানের দিকে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। দখলে নেওয়া সম্পত্তির বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

ক্রঃ নং	ঋণগ্রহীতাদের নাম	সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ	বিধিবদ্ধ ডিমান্ড নোটিসের তারিখ	ডিমান্ড নোটিসে অর্থের পরিমাণ (₹)
১	কাজল সূত্রধর, মিঠু সূত্রধর	আর এস দাগ নং ১৬৬৮, এল আর দাগ নং ১৬৬৮, খতিয়ান নং ৭৭৪, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ১২৮১–এর অধীন, জে এল নং ৫৪, মৌজা– খড়ুই, থানা– ইলামবাজার, জেলা– বীরভূম, শীর্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত কমবেশি ৫ ডেসিমাল বা ৩ কাঠা পরিমাপের জমিসহ সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। নির্বাহিত বিক্রয় দলিলে বিশেষভাবে উল্লেখিত। প্লটের চৌহদ্দি:- পূর্বে– খালি জমি, পশ্চিমে– দুলাল ঘোষালের সম্পত্তি, উত্তরে– দুলাল ঘোষালের সম্পত্তি, দক্ষিণে– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা।	১১.০৭.২০২৬	০৭.০৮.২০২৪	লোন নং HF0012H19100057 ₹৬৭০৩১৭/- (ছয় লক্ষ সত্তর হাজার তিনশো সতেরো টাকা মাত্র) যা ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় এবং তৎসহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৮% হারে সুদ।
২	তরুণ সরকার, কাজল সরকার, হরি পদ সরকার	আর এস দাগ নং ১১০৭, এল আর দাগ নং ১৭১৫, হাল খতিয়ান নং ১৮১ (দলিল অনুযায়ী) এবং এল আর খতিয়ান নং ১৪৫৪, জে এল নং ৮৪, রে সা নং ৩০৬, তৌজি নং ২১৬৭, মৌজা– আশরাফাবাদ, থানা– হাবড়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, হাবড়া পৌরসভা, ১২ নং পুর ওয়ার্ডের (কর অনুযায়ী) বর্তমানে পুর হোল্ডিং নং ৭৪/৬১, গৌড় বঙ্গ রোড বাই লেন-IV (কর অনুযায়ী), তৎসহ কমবেশি ৩২৩ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পরিমাপের একতলা ভবন যা ৩৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী), ২–২/৫ শতক পরিমাপের জমি সহ সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।	১১.০৭.২০২৬	১১.১২.২০২৫	লোন নং HL00645000000005051301 ₹৫৮৬০১৬/- (পাঁচ লক্ষ ছিয়াশি হাজার ষোলো টাকা মাত্র) যা ১১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় এবং তৎসহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৫.৬% হারে সুদ।

যদি স্থানীয় ভাষার প্রকাশনা এবং ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রকাশনার বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে, তবে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্রের ভাষার বিষয়বস্তুই প্রাধান্য পাবে।

স্থান: কলকাতা তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬ — **স্বাঃ/– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড**

টেলিভিশন

সেট থেকে সরাসরি

স্বপ্নপূরণ করতে কলেজে ভর্তি হতে পারল দুলারী? কোন বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে সে? কী চলছে জি বাংলার এই ধারাবাহিকের সেটে? জানতে আজকাল টেলিভিশন পৌঁছে গিয়েছিল ম্যাকনেল স্টুডিওতে। শুভস্মিতা কাঞ্জি

মুখোমুখি ঠাকুমা–নাতনি

টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। এদিকে বেলাও পড়ে আসছে। তার মধ্যেই ফ্লোরের বাইরে চলছে শুটিং। ছাউনি টাঙিয়ে, জল–কাদা উপেক্ষা করেই শট দিচ্ছে দুলারী, অনুষা আর প্রমিতা দেবী। ফাঁক পেলে অবশ্য একদিকে দুলারীর ঠাকুমা যেমন অল্প বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছিলেন, তেমনই অনুষা-দুলারী মেতে উঠছিল গল্প-আড্ডায়। দুটো শটের ফাঁকে দুলারী এবং অনুষা ওরফে দেবপ্রিয়া বসু এবং কথা চক্রবর্তী জানালেন, অনস্ক্রিন যতই তাঁদের ঝগড়া-ঝামেলা লেগে থাক, বাস্তবে তাঁরা দারুণ বন্ধু। কথা বলেন, "অনস্ক্রিনের একদম উল্টো বাস্তবে। এই সেটে সবথেকে ভাল বন্ধু বোধহয় আমরা দু'জনই।" কথাকে কথার মাঝেই থামিয়ে ভুল ধরিয়ে দেন দেবপ্রিয়া। বলেন, "এই অদ্বিতীয়াদি রেগে যাবে। মানে গুলতি। আমাদের তিনজনের কেমিস্ট্রি খুব ভাল।"

দুলারী-র শুটিং ফ্লোর থেকে ছবি: তমোনাশ মুখোপাধ্যায়

প্রথমবার খলনায়িকা

কথা চক্রবর্তীকে এতদিন দর্শক ইতিবাচক চরিত্রেই মূলত দেখেছেন। এই প্রথম তিনি নেতিবাচক চরিত্রে ধরা দিলেন। খলনায়িকার চরিত্র কি ভেবেচিন্তেই নিয়েছেন? অনুষা অর্থাৎ কথা বলেন, "আকাশ কুসুম শেষ হওয়ার পরে এই ধারাবাহিকে ঢোকার আগে প্রচুর বাছবিচার করেছি। এরকম নয় যে প্রথমবার আমার কাছে এমন সুযোগ এসেছে। কিন্তু না করে দিচ্ছিলাম। তারপর একদিন মনে হল, এটা তো আমি বিচার করার কেউ নই। আমি অভিনেত্রী, আমার কাজ অভিনয় করা। আমি বরাবর পজিটিভ চরিত্র করেছি, নেগেটিভ এই প্রথমবার। চরিত্রটা খুব ইন্টারেস্টিং, আমাকে অনেক কিছু পলিশ করতে হচ্ছে, অনেক খাটতে হচ্ছে, সেটা আমার ভাল লাগছে।"

বন্ধ টিআরপি, চিন্তায় নীল?

দুলারীকে কেন ৫টার স্লটে দেওয়া হল? সমাজমাধ্যম খুললে নীল ভট্টাচার্যের অনুরাগীদের এই একটাই প্রশ্ন। অভিনেতা নিজেও কি স্লট নিয়ে ভাবছেন? স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করার ফাঁকেই নীল বললেন, "এগুলো আমাদের হাতে থাকে না। যখন একটা সিরিয়াল করতে আসি, দেখি যে স্ক্রিপ্ট ভাল কিনা। আমার চরিত্রটা করতে ভাল লাগছে কিনা। প্রথমে কেউ অভিনেতাদের জানায় না যে সিরিয়াল কোন স্লটে আসছে। ৫-৫.৩০টা যে স্লটেই আসুক, মানুষের ভাল লাগছে কিনা সেটাই জরুরি।"

কী বলছেন পরিচালক

বৃষ্টি মাথায় নিয়েই, সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে শুটিং চলতে থাকে দুলারীর। কখনও ফ্লোরের মধ্যেই কলেজের দৃশ্যের, কখনও ফ্লোরের বাইরে। নিজে সবটা দেখেশুনে সামলে রাখেন 'ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ', তথা পরিচালক স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার। ব্যস্ততার শেষ ছিল না তাঁর। কিন্তু তার মাঝেও আড্ডার জন্য অল্প সময় বার করলেন। আর তখনই কথা বললেন টিআরপির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। স্বর্ণেন্দু বলেন, "আমার এত বছরের কেরিয়ারে এই প্রথম কোনও সিরিয়াল করছি, যার প্রথম সপ্তাহের কোনও রেটিং পেলাম না। চ্যানেলকে অনেকবার মেসেজ করি ফিডব্যাক জানতে চেয়ে। ফলে টিআরপি না আসায় মোটেই স্বস্তিতে নেই। আমি সবসময় চাই রেজাল্ট জানতে। টিআরপি আসছে না বলে বেঁচে গেলাম, এটা একদমই নয়। বরং এটা টেনশনের। রেটিং আসুক, তাহলেই জানব, খারাপ হচ্ছে না ভাল। খারাপ হলে সেটাকে ভাল কী করে করা যায়, ভাল হলে আরও ভাল কী করে করা যায়, সেটা চেষ্টা করব। কার সঙ্গে আমার কম্পিটিশন সবটা বোঝা যায়। এটা জানলে কাজ করতে সুবিধা হয়।" আড্ডা যখন প্রায় শেষের পথে, আবারও বৃষ্টি শুরু। এদিকে দিনের আলোও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তাই বলে কি শুটিং শেষ? একদম না। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই কাজে ফিরল গোটা দুলারীর টিম।

পৌরাণিক চরিত্রে বিশ্বনাথ

জি বাংলায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'সতীপীঠ কালীঘাট'। ইতিমধ্যেই চ্যানেলের পক্ষ থেকে এই ধারাবাহিকের প্রাথমিক ঘোষণা করা হয়েছে। কালীঘাটের ইতিহাস ও পুরাণের নানা কাহিনি নিয়ে আসছে এই ধারাবাহিক। এই মেগার কেন্দ্রীয় চরিত্রে কারা থাকবেন, সেই নিয়ে অনেকদিন ধরেই জল্পনা শুরু হয়েছে। এবার জানা যাচ্ছে, 'সতীপীঠ কালীঘাট'-এর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকতে পারেন অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু। টলিপাড়ার অন্দরের খবর, বিশ্বনাথকে দেখা যাবে 'রাজা বসন্ত রায়'-এর চরিত্রে। রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে কালীঘাটের যোগসূত্র রয়েছে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্ত রায়ই কালীঘাটের প্রথম মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ১৮০৯ সালে বড়িশার সাবর্ণ

■ বিশ্বনাথ বসু

রায়চৌধুরী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও হাটখোলা দত্ত পরিবারের আর্থিক সাহায্যে আদিগঙ্গার তীরে বর্তমান কালীঘাট মন্দিরটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। কালীঘাটের মন্দিরের সঙ্গে বসন্ত রায়ের যোগসূত্র ও পুরাণের নানা গাথা নিয়ে এগোবে গল্প। ইতিহাস নির্ভর এই ধারাবাহিকে থাকবে বহু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। জানা যাচ্ছে, কালীঘাটের কালীর ভূমিকায় এবার দেখা যাবে এক নতুন মুখকে। ইতিমধ্যেই এই ধারাবাহিকের প্রোমো শুটিং হয়ে গিয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে আসবে 'সতীপীঠ কালীঘাট'-এর প্রথম প্রোমো।

বাঘিনীর নায়িকা সম্পিতা

ঘন জঙ্গল। জীবন বাজি রেখে সেই জঙ্গলে ঢুকে মধু সংগ্রহ করেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ। বাঘের ভয়কে জয় করে রোজ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন তাঁরা। কেউ আবার অকালেই নিখোঁজ হন জঙ্গলে। সদ্যোজাত সন্তানকে বুকে বেঁধে, গভীর জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যায় এক মা। তার সাহসের কাছে হার মানে হিংস্র বাঘও। সে 'বাঘিনী'। জি বাংলায় আসছে এমনই এক জীবনসংগ্রামের গল্প। কয়েকদিন আগেই চ্যানেল কর্তৃপক্ষের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল এই ধারাবাহিকের নাম। তখন থেকেই দর্শকের মনে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল, 'বাঘিনী'র চরিত্রে কাকে দেখা যাবে? সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এক নবাগতা নায়িকাকে নিয়ে প্রোমো শুটিং সারলেন প্রযোজক সুশান্ত দাস। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা টেন্ট সিনেমার ব্যানারেই আসছে এই ধারাবাহিক। সূত্রের খবর, 'বাঘিনী'র চরিত্রে দেখা যাবে নবাগতা সম্পিতা প্রামাণিককে। সম্পিতা একজন নৃত্যশিল্পী। এছাড়াও মডেলিং জগতের সঙ্গে যুক্ত তিনি। এর আগে পর্দায় দেখা যায়নি তাঁকে। এই ধারাবাহিকের মাধ্যমেই অভিনয়ে হাতেখড়ি হচ্ছে তাঁর। নায়িকা চূড়ান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত নায়কের সন্ধান মেলেনি।

■ সম্পিতা প্রামাণিক

কাজে ফিরলেন শ্বেতা

তালসারির সেই দুঃস্বপ্নের পরে ফের ক্যামেরার সামনে শ্বেতা। 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে জলে তলিয়ে প্রাণ হারান অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর একেবারে পাশেই ছিলেন অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র। তিনিও সমুদ্রের উত্তাল জলে ভেসে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, সেই ঘটনার মানসিক অভিঘাত থেকে বেরিয়ে আসা মোটেও সহজ ছিল না। দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে এবার ফের ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন শ্বেতা। প্রতিম ডি গুপ্ত পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত 'চালচিত্র ২'-এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। ছবিতে তিনি অভিনয় করছেন 'কস্তুরী' নামে এক মহিলা পুলিশ অফিসারের ভূমিকায়, যিনি টোটা রায়চৌধুরীর তদন্তকারী দলের অন্যতম সদস্য। শুধু তদন্ত নয়, ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন সিকোয়েন্সেও দেখা যাবে শ্বেতাকে। ইতিমধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন লোকেশনে ছবির বেশ কয়েক দিনের শুটিংও শেষ করেছেন অভিনেত্রী। প্রসঙ্গত, 'চালচিত্র ২'-এর আসল চমক হয়ে থাকবেন চঞ্চল চৌধুরী।

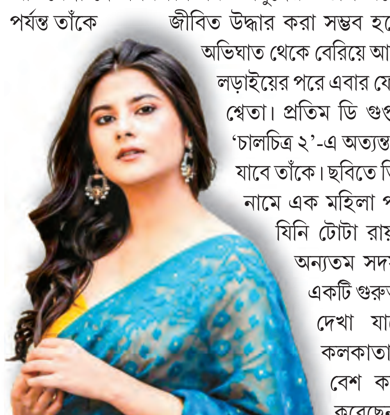

■ শ্বেতা মিশ্র

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

গ্লস্টার লিমিটেড

সিআইএন: L17100WB1923PLC004628
নিবন্ধিত কার্যালয়: ২১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন: +৯১(৩৩) ২২৩০-৯৬০১ (৪ লাইন) ফ্যাক্স: +৯১(৩৩) ২২৩১৪২২২/২২১০ ৬১৬৭ ই-মেল: info@glosterjute.com | ওয়েবসাইট: www.glosterjute.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, গ্লস্টার লিমিটেড-এর সদস্যদের ১০৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন), লিস্টিং রেগুলেশনস এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সাধারণ সার্কুলারগুলির প্রযোজ্য বিaধানসমূহ মেনে ২৩ মে ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এই সভা আয়োজিত হবে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে সেই সকল সদস্যদের পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেইল ঠিকানা শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত আছে।

কোম্পানি ১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ই-মেলের মাধ্যমে সমস্ত প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

সদস্যগণ অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.glosterjute.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট - ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া-এর www.nseinia.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর www.bseindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর ৪২ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে, কোম্পানি ৩ জুলাই ২০২৬ তারিখটিকে রেকর্ড তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আসন্ন ১০৪তম এজিএম-এ অনুমোদিত হলে, ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী সদস্যদের নির্ধারণ করার জন্য এই তারিখ স্থির করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (যদি থাকে), কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং এর সংশোধনীসমূহ, এবং সহ পঠিত সার্কুলারসমূহ ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে, কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সভায় সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সমস্ত যোগ্য সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট প্রদানের সুবিধার্থে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এই পরিষেবা গ্রহণ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবে:

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	মঙ্গলবার, ৪ আগস্ট ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় (ভা স)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় (ভা স)

এই সময়কালে, কাট-অফ তারিখ ৩১ জুলাই ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বাস্তবিক বা ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যগণ রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর ভোট প্রদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি অবিলম্বে নিষ্ক্রিয় করা হবে।

উল্লিখিত কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভিত্তি করে তাদের ভোটাধিকার গণনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে যিনি সদস্য নন, তার এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

যদি কোনো ব্যক্তি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু ই-ভোটিংয়ের কাট-অফ তারিখ বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন, তবে তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

সদস্যদের জন্য সভায় ই-ভোটিংয়ের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে। শুধুমাত্র সেই সকল সদস্য যারা ভিসি (ভিসি) বা ওএভিএম (ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে সভায় উপস্থিত আছেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলিতে তাদের ভোট প্রদান করেননি এবং অন্য কোনোভাবে ভোট প্রদানে বাধাপ্রাপ্ত নন, তাদের এজিএম চলাকালীন www.evotingindia.com-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেমের দ্বারা ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে, যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু পরে তা পরিবর্তন করার বা সভার চলাকালীন পুনরায় ভোট প্রদান করার অনুমতি পাবেন না।

ই-ভোটিং বা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যগণ www.evotingindia.com-এর সহায়তা বিভাগে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা শ্রী রাকেশ দলভি, এভিপি, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশি মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই- ৪০০০১৩ -তে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন বা ১৮০০ ২১ ০৯৯১১ নিঃশুল্ক নম্বরে ফোন করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
গ্লস্টার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-অয়ন দত্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৫/০৭/২০২৬

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

শাখা অফিস: সিও এসএএম সার্কল অফিস নদিয়া
১/৪, পণ্ডিত এল কে মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া–৭৪১১০১
ই-মেল: cs8286@pnb.bank.in, ফোন: ৭০৫৯৯৫৮০১০ / ৭০৮৮১৭৭৭৭৩

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(২) ধারাধীন দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় (যদি থাকে)
১	**চাকদহ** **মিসেস সুমিত্রা দে** **(অ্যাকাউন্ট নং: ০২২১২৫০০২৮৯৫৪)** **ঋণগ্রহীতা: মিসেস সুমিত্রা দে** স্বামী– মিঃ অনিল কুমার দে নিবাস: গ্রাম– জশরা নতুনগ্রাম (তালপুকুর পাড়া), পোঃঅঃ ও থানা– চাকদহ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১২২২ **জামিনদার: মিসেস মামনি প্রামাণিক** নিবাস: গ্রাম– জশরা গাজনতলা, পোঃঅঃ ও থানা– চাকদহ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১২২২	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ২.৫ ডেসিমেল 'বাড়ি' শ্রেণিভুক্ত জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৩৬১/১০৫৫, আর এস খতিয়ান নং ৫৯৯, এল আর খতিয়ান নং ২০৫০, মৌজা– জশরা, জে এল নং ২৪, তৌজি নং ১২, থানা– চাকদহ, এডিএসআর অফিস– চাকদহ, জেলা– নদিয়া, চাকদহ পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, ২০০৩ সালের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ২৪৮ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা যৌথরূপে মিসেস সুমিত্রা দে ও মিসেস মামনি প্রামাণিক–এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– বরুণ মুখার্জির বাড়ি; দক্ষিণ– বিক্রেতার নিজ বাড়ি, মিসেস রেখা রায়; পূর্ব– রাস্তা; পশ্চিম– রাস্তা।	ক) ১৯.০৬.২০২৫ খ) ₹৭,০৯,৯৪২.৪১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০২.০৯.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹১২,৬৫,৪০০.০০ খ) ₹১,২৬,৫৪০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	**নগরউখড়া** **দীপঙ্কর মণ্ডল** **(অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২৫০০২৩৯৮৬)** **ঋণগ্রহীতা: মিঃ দীপঙ্কর মণ্ডল**, পিতা– মিঃ গোবিন্দ মণ্ডল নিবাস: হাপানিয়া (দিঘির পাড়া), পোঃঅঃ– নগরউখড়া, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১২৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: হাল তৌজি নং ১৩, পরগনা– উখড়া, জে এল নং ৮২, মৌজা– হাপানিয়া, থানা এবং এডিএসআর অফিস– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, আর এস খতিয়ান নং ২৩৫, পুরনো এল আর খতিয়ান নং ২৬০, এল আর খতিয়ান নং ৬৯৮, ৪৮৮, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৪১৫, জমির পরিমাপ ৫ শতক, এডিএসআর অফিস– হরিণঘাটায় রেজিস্টার্ড ২০১৩ সালের দলিল নং ০০৫৫৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ দীপঙ্কর মণ্ডল, পিতা– মিঃ গোবিন্দ মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– সন্তোষ পালের ফাঁকা জমি; দক্ষিণ– উত্তম নন্দীর বাড়ি এবং যতীন চন্দ্র সানার ফাঁকা জমি; পূর্ব– গৌতম দাসের বাড়ি; পশ্চিম– ৮ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা এবং যতীন চন্দ্র সানার ফাঁকা জমি।	ক) ১১.০৭.২০২৪ খ) ₹২০,৩৭,৯৯৯.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৪.০৯.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২৩,৯৯,৪০০.০০ খ) ₹২,৩৯,৯৪০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	**নগরউখড়া** **দীপঙ্কর মণ্ডল** **(অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২৫০০২৩৯৮৬)** **ঋণগ্রহীতা: মিঃ দীপঙ্কর মণ্ডল,** পিতা– মিঃ গোবিন্দ মণ্ডল নিবাস: হাপানিয়া (দিঘির পাড়া), পোঃঅঃ– নগরউখড়া, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১২৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: তৌজি নং ১৩, পরগনা– উখড়া, জে এল নং ৮০, মৌজা– হাপানিয়া, থানা এবং সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, আর এস খতিয়ান নং ১২৮, এল আর খতিয়ান নং ২০৯/১, ৬৬৫, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৪০৩, জমির পরিমাপ ১.৫ শতক, সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– হরিণঘাটায় রেজিস্টার্ড ২০০৮ সালের দলিল নং ২৪৬৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ দীপঙ্কর মণ্ডল, পিতা– মিঃ গোবিন্দ মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি কাঁচা রাস্তা; দক্ষিণ– মধুসূদন সরকারের জমি; পূর্ব– মধুসূদন সরকারের জমি; পশ্চিম– পিডব্লুডি রোড।	ক) ১১.০৭.২০২৪ খ) ₹২০,৩৭,৯৯৯.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৪.০৯.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২০,৫২,০০০.০০ খ) ₹২,০৫,২০০.০০ গ) ₹৪৫,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	**হরিণঘাটা হাট** **মহিদুল মণ্ডল** **(অ্যাকাউন্ট নং: ০৭৫৮২১০০৩১৯২১ এবং ০৭৫৮২০আইবি০০০০০০১৬)** **ঋণগ্রহীতা: মিঃ মহিদুল মণ্ডল,** পিতা– প্রয়াত হাফিজ মণ্ডল নিবাস: গ্রাম– মিত্রপুর, পোঃঅঃ– কদম্বগাছি, থানা– হরিণগাটা, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১২২২	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৪ ডেসিমেল জমি (প্রকৃতি– বাড়ি) বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মিত্রপুর, জে এল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪, আর এস খতিয়ান নং ১৫৫, এল আর খতিয়ান নং ৬৫৬ (স্বত্বদলিল অনুসারে) এবং এল আর খতিয়ান নং ৯০৭০ (পরচা/ নথি অনুসারে), থানা– হরিণগাটা, এডিএসআর অফিস– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, মোল্লাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, ১৯৯৮ সালের দলিল নং I–১১২৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ মহিদুল মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শেরাবুদ্দিন মণ্ডলের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ইনতাদদুল মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব– জুলফিকার মণ্ডলের সম্পত্তি; পশ্চিম– ৮ ফুট চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতি রাস্তা।	ক) ২৫.১১.২০২৪ খ) ₹৬,২৬,২৩৮.৫০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) প্রতীকী	ক) ₹১৫,৫০,০০০.০০ খ) ₹১,৫৫,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	**স্বরূপগঞ্জ** **মিঃ শিবু দেবনাথ** **(অ্যাকাউন্ট নং: ০২২৬২১০০৩১৭৯০)** **ঋণগ্রহীতা:** **মিঃ শিবু দেবনাথ** পিতা– মিঃ নেপাল দেবনাথ নিবাস: চর মাজদিয়া বাজার, সি বি নগর, থানা– নবদ্বীপ, নদিয়া, স্বরূপগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১৩০১	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– চর ব্রহ্মনগর, জে এল নং ২১, খতিয়ান নং– আর এস ৩৪১, এল আর ৭২৮/৩, প্লট নং– আর এস ৬, এল আর ৬/১০২৯, জমির পরিমাপ– ০২.৫০ শতক বা ০.০২৫০ একর, প্রকৃতি– ভিটা, চর মাজদিয়া চর ব্রহ্মনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– নবদ্বীপ, এডিএসআর– নবদ্বীপ, জেলা– নদিয়া, দলিল নং ১১৫৫/১৯৮২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ শিবু দেবনাথ, পিতা– মিঃ নেপাল দেবনাথ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুসারে): উত্তর– কৃষ্ণচন্দ্র দে'র বাড়ি; দক্ষিণ– পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– দীপালি দেবনাথের বাড়ি; পশ্চিম– শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ ও কৃষ্ণ কুমার ঘোষের বাড়ি।	ক) ২৪.১১.২০২২ খ) ₹৮,১৩,৬৭০.৭২ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৮.০২.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹১৫,৪২,০০০.০০ খ) ₹১,৫৪,২০০.০০ গ) ₹৩২,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	**মাটিয়ারি** **নিধুবন দাস** **(অ্যাকাউন্ট নং: ০৬২২২৫০০২০১৩৯)** **ঋণগ্রহীতা: মিঃ নিধুবন দাস,** পিতা– মদন মোহন দাস **জামিনদার: কাঞ্চন দাস,** স্বামী– নিধুবন দাস উভয়ের নিবাস: গ্রাম– মাটিয়ারি, বাজারপাড়া, থানা– কালীগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১৫৩	নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি প্রায় ৯.৩৫ ডেসিমেল মাপের জমি এবং এর উপরিস্থিত আবাসবাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মাটিয়ারি, জে এল নং ৮৯, আর এস দাগ নং– হাল ৩৪৫৯, আর এস খতিয়ান নং ২২৫৩, থানা– কালীগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৩১.০৭.২০১২ তারিখের দলিল নং I–৯৯০০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস কাঞ্চন দাস। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শরৎ মাঝির সম্পত্তি; দক্ষিণ– পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– সুভাষ মুখার্জির বাড়ি; পশ্চিম– সুশীল চ্যাটার্জির বাড়ি।	ক) ২৪.১১.২০২১ খ) ₹১৬,৮৩,৯০১.৫১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৬.০৫.২০২২ গ) প্রতীকী	ক) ₹২৬,২৩,৫০০.০০ খ) ₹২,৬২,৩৫০.০০ গ) ₹৫৫,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭	**বিরোহীহাট** **সাহাবুদ্দিন মণ্ডল** **(অ্যাকাউন্ট নং: ০৭৫৪২১০০৩১৪০৮)** **ঋণগ্রহীতা:** **মিঃ সাহাবুদ্দিন মণ্ডল,** পিতা– আয়ুব নবি মণ্ডল **জামিনদার:** **মিঃ আয়ুব নবি মণ্ডল,** পিতা– গোলাম হোসেন মণ্ডল উভয়ের নিবাস: গ্রাম– চণ্ডীরামপুর, পোঃঅঃ– বিরোহীহাট, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১২২৫	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তি যার অবস্থান: গ্রাম– চণ্ডীরামপুর, পোঃঅঃ– বিরোহী, থানা– হরিণঘাটা, বিরোহী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১২২৫, মৌজা– চণ্ডীরামপুর, জে এল নং ৫, এল আর খতিয়ান নং ১৪৬, এল আর দাগ নং ১০৫৮, জমির (বাড়ি শ্রেণিভুক্ত) পরিমাপ ৫.৫ ডেসিমেল, তৎসহ এর উপরিস্থিত প্রায় ৮৪০ বর্গফুট মাপের একটি একতলা বাড়ি, এডিএসআর– কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্টার্ড ২০০২ সালের দান দলিল নং I–০০৫১৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মহঃ আয়ুব নবি মণ্ডল। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– জহুরা বিবির বাড়ি; দক্ষিণ– আকবর আলি এবং ইসমাইল মণ্ডলের বাড়ি; পূর্ব– যৌথ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– অন্যের মালিকানাধীন জমি।	ক) ১০.১১.২০২২ খ) ₹৩,৫৮,৮৮৭.৫০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১০.০৩.২০২৩ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹১৯,০৭,১৪৫.০০ খ) ₹১,৯০,৭১৫.০০ গ) ₹৪৪,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮	**ভজনঘাট** **মেসার্স শিবম মোবাইল** **(অ্যাকাউন্ট নং: ১২২৫২৫০০২৯০১৪)** **অসীম ভট্টাচার্য** **(অ্যাকাউন্ট নং: ১২২৫৩০৬৭১৯৭০২)** **ঋণগ্রহীতা: মিঃ অসীম ভট্টাচার্য,** পিতা– প্রয়াত নিশিকান্ত ভট্টাচার্য **সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস মীনা ভট্টাচার্য,** স্বামী– অসীম ভট্টাচার্য উভয়ের নিবাস: গ্রাম– নলুপুর, পোঃঅঃ– পুটিখালি, থানা– কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪১৫০৭	নিম্নোক্ত জমি ও আরসিসি ছাদ দেওয়া ইটনির্মিত (দ্বিতীয় তল অসম্পূর্ণ ও অর্ধনির্মিত) আবাসিক দোতলা বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পুটিখালি, জে এল নং ৫৬, দাগ নং ১৬৩, খতিয়ান নং ৯৪৮, ভজনঘাট– টুঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, জমির পরিমাপ ২ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি– ভিটা, রেজিস্ট্রার এডিএসআর– কৃষ্ণগঞ্জ, নদিয়া–তে রেজিস্টার্ড ২০১৮ সালের স্বত্বদলিল নং I–১৩৬৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ অসীম ভট্টাচার্য, পিতা– প্রয়াত নিশিকান্ত ভট্টাচার্য। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– প্রশান্ত দত্তের জমি; দক্ষিণ– গোলক সরকারের বাড়ি; পূর্ব– মাজদিয়া থেকে ভজনঘাট যাওয়ার রাস্তা; পশ্চিম– নিশিকান্ত ভট্টাচার্যের জমি।	ক) ২০.০৩.২০২৩ খ) ₹১০,৭৬,৯৩৭.৪১ এবং ₹৯,০৮,৩৯৪.৮০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৭.১০.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹৯,১০,০০০.০০ খ) ₹৯১,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৯	**সাধনপাড়া** **খাজিরউদ্দিন শেখ** **(অ্যাকাউন্ট নং: ১১৭৪২৫০০২৬৩৯০ এবং ১১৭৪২০আইবি০০০০০০৩১)** **ঋণগ্রহীতা: মিঃ খাজিরউদ্দিন শেখ,** পিতা– প্রয়াত পতন আলি শেখ নিবাস: গ্রাম ও পোঃঅঃ– রুকুনপুর, থানা– ধুবুলিয়া, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪১১৫৪	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রুকুনপুর, দাগ নং ২৯৮, খতিয়ান নং ১৯৬১, জে এল নং ০০১, সাধনপাড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– নাকাশিপাড়া, জেলা– নদিয়া, জমির পরিমাপ ৭.০০ ডেসিমেল, ডিএসআর অফিস– কৃষ্ণনগর–তে রেজিস্টার্ড ২০১৩ সালের দলিল নং ০৬৮১১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ খাজিরউদ্দিন শেখ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মইদুল শেখের বাড়ি; দক্ষিণ– মুবা শেখের জমি; পূর্ব– পঞ্চায়েতি রাস্তা; পশ্চিম– সাবির আলির বাড়ি।	ক) ০২.০৯.২০২৩ খ) ₹১৫,৯৭,৪৮৮.১৮ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৮.১১.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹১১,১২,০০০.০০ খ) ₹১,১১,২০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১০	**ভজনঘাট** **টোটন দত্ত** **(অ্যাকাউন্ট নং: ১২২৫৩০৬৭১৯৪১০)** **ঋণগ্রহীতা: মিঃ টোটন দত্ত,** পিতা– মিঃ সুনীল দত্ত **সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস সুমনা দত্ত,** স্বামী– মিঃ টোটন দত্ত উভয়ের নিবাস: গ্রাম– টুঙ্গি, পোঃঅঃ– মাজদিয়া, থানা– কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১৫০৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: টুঙ্গি কর পাড়া, জেলা– নদিয়া, পরগনা– উখড়া, এডিএসআর– কৃষ্ণগঞ্জ, টুঙ্গি–ভজনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, মৌজা– টুঙ্গি, জে এল নং ৫৫, খতিয়ান নং– এল আর ৪৫৫৪, ১৫৫৮/১, দাগ নং– এল আর ৩৮০, দাগ নং– আর এস ২৮৮, জমির পরিমাপ ২ ডেসিমেল, ২০১৮ সালের দলিল নং ১৩২০০২৮০২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ টোটন দত্ত, পিতা– মিঃ সুনীল দত্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– বাদল দত্তের জমি; দক্ষিণ– বাদল দত্তের বাড়ি; পূর্ব– ৪ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– বরুণ বিশ্বাসের বাগান।	ক) ১৬.০৯.২০২৩ খ) ₹৬,১৭,৩১৮.৩১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৯.০১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৪,৫৬,০০০.০০ খ) ₹৪৫,৬০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **০৪.০৮.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com এবং https://www.pnb.bank.in** ওয়েবসাইট দেখুন। ই–নিলাম চলার সময় আপসমূলক বিডিংয়ে বিডাররা সর্বশেষ বিডে প্রস্তাবিত অর্থমূল্যের ওপর ওপরে উল্লিখিত বিড বাড়ানোর অর্থমূল্যের গুণিতকে উচ্চতর বিড পেশের সুযোগ পাবেন। পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশের জন্য ৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং সর্বশেষ উচ্চতম বিড পেশের পর ৫ মিনিট সময়সীমার মধ্যে কোনও বিডার উচ্চতর বিড পেশ না করলে ই–নিলাম বন্ধ করে দেওয়া হবে।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ মনোজিৎ দে, মোবাইল: ৭০৫৯৯৫৮০১০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৬.০৭.২০২৬; স্থান: কৃষ্ণনগর — **অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা**

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
রিজিওনাল স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ
কলকাতা মেট্রো রিজিয়ন II
ফার্স্ট ফ্লোর, ৩, এম এল মিত্র রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
ই-মেল আইডি: SARKMT@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; 'পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**মেসার্স শুভম টেক্সটাইলস প্রোপ্রাইটর: মিসেস মালবিকা দাস** প্রেমিসেস নং ৩৮০, ব্যানার্জি পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ১১৫, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৪১ **জামিনদার: মিঃ গৌতম দাস** প্রেমিসেস নং ৩৮০, ব্যানার্জি পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ১১৫, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৪১	৩ তলা বিল্ডিং সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক (সামান্য কমবেশি ১৮০০ বর্গফুট) জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড ও ফার্স্ট ফ্লোরের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৩৮০, পুটিয়ারি ব্যানার্জি পাড়া রোড, মৌজা- পশ্চিম পুটিয়ারি, জে এল নং ২৬, আর এস নং ১৭৫, খতিয়ান নং ১০০, দাগ নং ১৯৪, কলকাতা পুর নিগমের ১১৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, থানা- ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর- বেহালা, কলকাতা-৭০০০৪১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী মালবিকা দাস।	₹ ১,৪৮,০৮,৪১০/- + ৩১.০৭.২০২৪ থেকে সুদ ও চার্জ	০৬.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা প্রতি ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে	₹৪৫,৭৪,০০০/- / ₹৪,৫৭,৪০০/- / ₹১০,০০০/-	বাস্তবিক	১৮.০৭.২০২৬ থেকে ০৫.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো সংশ্লিষ্ট আধিকারিক: সুধীর কুমার গুপ্তা মোবাইল: ৭৯৯২২৯৭৭৯২ (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)
২.	**মিসেস ফতিমা বিবি এবং মিঃ শেখ আফসার আলি,** ১২২/৫, বাসুদেবপুর রোড, সরশুনা, পোঃ সরশুনা, থানা ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরশুনা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬১	কমবেশি ২ কাঠা, ১২ ছটাক জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ সহ তিনতলা বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে, দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১বি এর সমগ্র, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭৫০ বর্গফুট, যাতে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম কিচেন, একটি টয়লেট, একটি ডবলুসি এবং একটি ব্যালকনি আছে, যার অবস্থান: মৌজা-সরশুনা, পরগনা-খাসপুর, জে এল নং ১৭, আর এস নং ৪৮৬, তৌজি নং ১০৭, খতিয়ান নং ১৮২৩, দাগ নং ৮৮৮-তে জমির মাপ ১ কাঠা, ১৪ ছটাক এবং খতিয়ান নং ২০৮৭, দাগ নং ৯৪৭-তে জমির মাপ ১৪ ছটাক, কলকাতা পুরনিগমের অধীন, প্রেমিসেস নং ৫৫৩, সোনামুখী রোড এবং পোস্টাল প্রেমিসেস ৩০/৫৫৩, সোনামুখী রোড, নারায়ণ কলোনি, কলকাতা-৭০০০০৬১, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা ঠাকুরপুকুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ফতিমা বিবি এবং মিঃ শেখ আফসার আলির নামে।	₹ ২১,২৮,২১২/- + ২৮.১১.২০২৪ থেকে সুদ ও চার্জ	০৬.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা প্রতি ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে	₹১৭,৮৬,০০০/- / ₹১,৭৮,৬০০/- / ₹১০,০০০/-	বাস্তবিক	১৮.০৭.২০২৬ থেকে ০৫.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো সংশ্লিষ্ট আধিকারিক: সুধীর কুমার গুপ্তা মোবাইল: ৭৯৯২২৯৭৭৯২ (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** এবং **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ০৩৩-২২৮৩৭৮৮৮, মোবাইল: ৯৭৪৮৮৭৪৮৬৬।

বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য SCAN HERE

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

নাম: শ্রী সুধীর কুমার গুপ্তা
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
আরওএসএআরবি জিকেওএল
ডিএন-১৪, বিষ্ণু টাওয়ার, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ই-মেল: sargko@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; 'পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**বালকৃষ্ণ মিশ্র,** পিতা- ত্রিয়োগী মিশ্র এবং **ঋতু মিশ্র (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- বালকৃষ্ণ মিশ্র উভয়ের ঠিকানা: বসুন্ধরা ২ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২/এ, ফ্লোর নং ২, ডাঃ গোপাল চ্যাটার্জি রোড, সুখচর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৫ তৎসহ: আনন্দ পল্লী (মিলন সঙ্ঘের কাছে), খড়দহ, ওয়ার্ড নং ৪, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১৮ অ্যাকাউন্ট নং: ০০৪০০৬০০০৩৮০৭ এবং ০০৪০০৬০০০৪৪৪৭	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং '২এ'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ২ নং ফ্লোর, উত্তর-পূর্ব দিক অভিমুখী, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৮৭০ বর্গফুট (যাবতীয় সার্ভিস এরিয়া অন্তর্ভুক্ত করে), এতে অন্তর্ভুক্ত ২টি (দুইটি) বেডরুম, ১টি (একটি) ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং রুম, ১টি (একটি) টয়লেট/ ডব্লুসি, ১টি (একটি) বারান্দা/ ব্যালকনি, মেঝেতে টাইলস বসানো, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের যৌথ পার্টিশন দেওয়াল, সাধারণ সার্ভিস এরিয়া, যৌথ সুবিধা, ছাদ, ওভারহেড রিজার্ভার, সেপটিক ট্যাঙ্ক, প্লাম্বিং, সিঁড়ি, লিফ্ট, ছাদ, প্যাসেজ, নর্দমা ইত্যাদির ব্যবহার ও এজমালি অধিকার ভোগদখলের সমানাধিকার, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার। ২০২০ সালের দলিল নং I-১৫২৪-০৫০২৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: বালকৃষ্ণ মিশ্র এবং ঋতু মিশ্র। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- খোলা আকাশ; দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং ২বি; পূর্ব- খোলা আকাশ; পশ্চিম- সিঁড়ি এবং করিডর।** তৎসহ, 'বসুন্ধরা-২' নামক উক্ত বহুতল (জি+৪) বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি 'বাস্তু' শ্রেণিভুক্ত ৫ কাঠা মাপের জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সুখচর, জে এল নং ০৯, রে সা নং ১৪, তৌজি নং ১৫৬, আর এস দাগ নং ৩১৩৪, আর এস খতিয়ান নং ১১২, পানিহাটি পুরসভার অন্তর্গত, এডিএসআর অফিস- সোদপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে উত্তর ২৪ পরগনা কালেক্টরেটের অধিক্ষেত্রাধীন, হোল্ডিং নং ৭০, ডাঃ গোপাল চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ২-এর অন্তর্গত। **উক্ত জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- ৩১৩৭ নং দাগের জমি; **দক্ষিণ**- ডাঃ গোপাল চ্যাটার্জি রোডের সঙ্গে সংযোগকারী ১২ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর; **পূর্ব**- শ্রীমতী দীপিকা সরকারের বাড়ি; **পশ্চিম**- ৬ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর। **দায়: জানা নেই**	**₹২৫,৩৭,৯১১.০২** ১৯.০৬.২০২৪ অনুযায়ী সুদ ও অন্যান্য চার্জ, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ	০৬.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹২৬,০০,০০০.০০ / ₹২,৬০,০০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে), আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
২	**অনয় বিশ্বাস এবং মৌসুমী বিশ্বাস** ফ্ল্যাট নং ৪এ, ফ্লোর নং ৩, 'লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট', স্টাইল বাজারের কাছে, পোঃঅঃ ও থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪১১	আবাসিক ফ্ল্যাট নং '৪এ', সামনের অংশে, ৩ নং ফ্লোর, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১০৪ বর্গফুট, বিল্ডিংটির নাম 'লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট', তৎসহ এই বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৯.৫ ডেসিমেল (এল আর দাগ নং ৩৩৩৪ সংবলিত ৭.৬ ডেসিমেল, এল আর দাগ নং ৩৩৩১/৩৮৪৭ সংবলিত ০.৯৫ ডেসিমেল এবং এল আর দাগ নং ৩৩২/৩৮৪৮ সংবলিত ০.৯৫ ডেসিমেল) জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বসিরহাট, জে এল নং ৪৩, এল আর খতিয়ান নং ১৪০৯৮, ১৪১০১, ১৪১০০ ও ১৪০৯৯, থানা- বসিরহাট, হোল্ডিং নং ৫৮০/৯৬, বসিরহাট পুরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- রাস্তা; দক্ষিণ- কবরস্থান; পূর্ব- চলাচলের সাধারণ পরিসর।** এডিএসআর অফিস- বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে রেজিস্টার্ড ২০২১ সালের দলিল নং I-১৫১১০০৪৫৫ অনুসারে বন্ধকি সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অনয় বিশ্বাস, পিতা- শ্রী অসীম বিশ্বাস এবং শ্রীমতী মৌসুমী বিশ্বাস (সাহা), স্বামী- শ্রী অনয় বিশ্বাস। **দায়: জানা নেই**	**₹২৫,২৯,৮২০.৪৪** ২০.০৩.২০২৪ অনুযায়ী সুদ ও অন্যান্য চার্জ, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ	০৬.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹২২,৫০,০০০.০০ / ₹২,২৫,০০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে), আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
৩	**শ্রী স্বপন কুমার মজুমদার** পিতা- শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার মজুমদার নিবাস: ব্রাঞ্চ পঞ্চাননতলা রোড, কুলীন পাড়া, পোঃঅঃ- বি ডি সোপান, থানা- খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১৬	সামান্য কমবেশি ৮ (আট) কাঠা জমির প্লটের ওপর নির্মিত 'রাধা রানি অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের 'বি' ব্লকের ৩ নং ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক অভিমুখী স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'বি'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৬৭৫ বর্গফুট এবং এর অবস্থান: মৌজা- কৃষ্ণপুর, জে এল নং ১৭, রে সা নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, আর এস দাগ নং ৫২৬, আর এস খতিয়ান নং ৫৮৬, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, বর্তমানে বিধাননগর পুরনিগমের অধীন, হোল্ডিং নং ডিই-১০৫/২, নারায়ণতলা ইস্ট, থানা- পূর্বতন রাজারহাট, বর্তমানে বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৫৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- ব্লক নং 'এ'; **দক্ষিণ**- প্লট নং ৫২৬; **পূর্ব**- মিঃ এস সাহার সম্পত্তি; **পশ্চিম**- ১২ সি ও রোড। এডিএসআর অফিস- রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে রেজিস্টার্ড ২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০৪০৫০৪৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী স্বপন কুমার মজুমদার, পিতা- শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার মজুমদার। **দায়: জানা নেই**	**₹২৬,৪০,৫৬১.০০** তৎসহ ০৯.০৪.২০২৪ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ	০৬.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹২৩,৭৫,০০০.০০ / ₹২,৩৭,৫০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে), আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
৪	**অরিন্দম চৌধুরী** বড় বাগান, হাতিয়াড়া, রাজারহাট গোপালপুর (পুরসভা), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭	'ঘোষ ভিলা' নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে '৩বি' নম্বর সংবলিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ৩৫/৩১৭ বিএল-জেডি, জ্যাংড়া ঘোষ পাড়া, পোঃঅঃ- জ্যাংড়া, থানা- বাগুইআটি, পিন-৭০০০৫৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত। **দায়: জানা নেই**	**₹২৭,৩৫,৮০১.২৩** তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আইনি চার্জ, আনুষঙ্গিক চার্জ	০৬.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹১০,৩৫,০০০.০০ / ₹১,০৩,৫০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে), আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
৫	**মেসার্স জয়শ্রী টেক্সটাইল প্রোপ্রাইটর: সুজয় চক্রবর্তী** পিতা- মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ঠিকানা: ১৮৭, জে সি বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৩১, পল্লীশ্রী, পোঃঅঃ- সোদপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০১১০	উপরিনির্মিত যাবতীয় কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ঘোলা, জে এল নং ১৪, আর এস নং ১০৩, তৌজি নং ৬, দাগ নং ১৫৬, এল আর দাগ নং ২৭০, এল আর খতিয়ান নং ৮২৮৫, হোল্ডিং নং ১৮৭, জে সি রোড, জয়শ্রী কালী বাড়ি মন্দিরের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ৩১, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০১১০। এডিএসআর অফিস- সোদপুরে বই নং ১, ভলিউম নং ১১৮, পৃষ্ঠা নং ১৬৫ থেকে ১৭৪-তে নথিভুক্ত ২০০৩ সালের দলিল নং I-৪৪০৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ সুজয় চক্রবর্তী, পিতা- মিঃ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- ১৬ ফুট চওড়া জে সি বোস রোড; **দক্ষিণ**- ৫ ফুট চওড়া রাস্তা ও গীতা রানি চক্রবর্তীর সম্পত্তি; **পূর্ব**- ৫ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ রাস্তা; **পশ্চিম**- প্রয়াত সজল চক্রবর্তীর সঙ্গে যৌছ দেওয়াল। **দায়: জানা নেই**	**₹৩৪,৮৮,৭৪৮.৭৩** তৎসহ ২০.০৪.২০২২ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ	০৬.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹৪০,০০,০০০.০০ / ₹৪,০০,০০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে), আগাম যোগাযোগ করে আসবেন

বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** এবং **https://baanknet.com/eauction-psb/x-login** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও **এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৯৭৪৮৮৭৪৮৬৬।**

বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য SCAN HERE

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

সঞ্জীব কুমার মিশ্র
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
রিজিওনাল অফিস: বর্ধমান রিজিয়ন
৩য় তল, ৫৪, জি. টি. রোড
ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান- ৭১৩১০১

গাড়ি ই-নিলামের নোটিস

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ দ্বারা সম্পাদিত রেহানাবন্ধন/ ঋণচুক্তির অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক দ্বারা পুনরায় দখল নেওয়া/ ক্রোক করা গাড়ি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ গাড়ি/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার-এর নাম ও ঠিকানা	মোট বকেয়া	গাড়ির নির্মাতা, মডেল এবং আরটিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	১. ই-নিলামের তারিখ, ই-নিলাম শুরু ও শেষের সময়সীমা ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়	১. সংরক্ষণ মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য	ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএস কোড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখা	গাড়ি/ অস্থাবর সম্পদ পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মিঃ রিন্টু খান, স্বামী- বরুণ কুমার খান ঠিকানা: তিলাখুলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, শালবনি, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৪৭ মিসেস পাপিয়া খান (জামিনদার), ডি২/৯ কুইকোটা গভঃ হাউসিং মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১	₹ ৪১,৫৪,৬০৬.২৪ + সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	মডেল- টাটা এইচএসএন (৮৭০৬.০০.২৯) এলপিও ১৬২২/৬২ ইঞ্জিন নং- ৪২এফ৬৩৯৪৮৫২৫ স্যাশি নং- MAT791008R5F11315	২০.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা ২০.০৭.২০২৬, বিকেল ০৫:৫৫	₹৫০,৯২,০০০/ ₹৫,০৯,২০০/- ₹১০,০০০/-	০৯০৪০০১৫১৮১৮৬৯ BARB0KHARAG খড়্গপুর শাখা	যে কোনও কাজের দিনে সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট লিঙ্ক **https://www.baanknet.com** এবং **https://www.bankofbaroda.bank.in** দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা মিঃ দেবকান্ত গুপ্ত-এর সঙ্গে ৯০৪৬২৫৮১৬৭ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান: খড়্গপুর
তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬

(দেবকান্ত গুপ্ত)
ব্রাঞ্চ হেড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)
এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর
বার্জ টাউন, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১
ই-মেল: cs8294@pnb.bank.in
মোবাইল: ৮৪৫১৮ ৮০৬৬৪

০৪.০৮.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

অ্যানেক্সার-'বি'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক / গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ / ঘ) দখলের ধরন (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) / খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) / গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ই-নিলামের তারিখ ও সময় / সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিবরণ
১	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** / **মেসার্স ডিজিটাল গিরি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ** / **শ্রী বিট্টু গিরি,** পিতা- গোপীনাথ গিরি গ্রাম ও পোঃঅঃ- কাঁটাবাড়ি, থানা- ওন্দা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১২২ **শ্রী গোপীনাথ গিরি,** পিতা- প্রয়াত হরেকৃষ্ণ গিরি গ্রাম ও পোঃঅঃ- কাঁটাবাড়ি, থানা- ওন্দা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১২২ **অ্যাকাউন্ট নং: ০২৯৭২০৮৭০০০০০০৬৭, ০২৭৭২০আইবি০০০০০০২৯ এবং ০২৯৭২০ইজি০০০০০১৯**	**সম্পত্তি নং ১:** ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা কেনা যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ। **সম্পত্তি নং ২:** নিম্নোক্ত কারখানার জমি ও এর উপরিস্থিত বাড়ির সমবন্ধক যার অবস্থান: মৌজা- কাঁটাবাড়ি, থানা- ওন্দা, জে এল নং ২৬৫, প্লট নং ৮৭১ ও ৮৭২, পরিমার্জিত এল আর খতিয়ান নং ৮৫২, জমির পরিমাপ- ৩৩ ডেসিমেল, দলিল নং I-০১৮০২৫১০/১৯ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স ডিজিটাল গিরি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ-এর নামে। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর- প্লট নং ৮৭১; দক্ষিণ- সরকারি রাস্তা; পূর্ব- প্লট নং ৮৭১ ও ৮৭২; পশ্চিম- ৮৭৪ নং প্লটের ফাঁকা জমি। **সম্পত্তি নং ৩:** নিম্নোক্ত ফাঁকা জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কাঁটাবাড়ি, থানা- ওন্দা, জে এল নং ২৬৫, প্লট নং ৮৭১, পরিমার্জিত এল আর খতিয়ান নং ৮৯১, জমির পরিমাপ- ৮২ ডেসিমেল, দলিল নং I-০১৮০২৫১০/১৯ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা মিঃ বিট্টু গিরি-এর নামে। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর- প্লট নং ৮৪৯; দক্ষিণ- এই সম্পত্তিটি ডিজিটাল গিরি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ-এর সম্পত্তি সংলগ্ন অর্থাৎ, প্লট নং ৮৭২-এর সঙ্গে যুক্ত; পূর্ব- প্লট নং ৮৭১; পশ্চিম- প্লট নং ৮৭০ ও ৮৭৪।	ক) ০৭.০৩.২০২৪ / খ) ₹১,২৭,১০,৬৭৮.৭৩ (এক কোটি সাতাশ লক্ষ দশ হাজার ছশো আটাত্তর টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ / গ) ১০.০৫.২০২৪ / **ঘ) প্রতীকী দখল**	ক) ₹১,৩৪,০০,০০০.০০ / খ) ₹১৩,৪০,০০০.০০ / গ) ₹২০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে / ডিআরটি-II, কলকাতা সমীপে এসএ/৪/২০২৩ মীমাংসাধীন
২	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** / **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এক্সেলেন্ট জোন** / **প্রোপ্রাইটর: মিঃ মুরসালিন আলি মল্লিক মেসার্স এক্সেলেন্ট জোন প্রোপ্রাইটর: মিঃ মুরসালিন আলি মল্লিক** পিতা- নওশাদ আলি মল্লিক মিয়াঁ বাজার, পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১ **মিঃ মুরসালিন আলি মল্লিক**	জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম- কুলদা, মৌজা- কুলদা, জে এল নং ২৪২, আর এস প্লট নং ১৬৩৩, এল আর প্লট নং ১৬৩৩, এল আর খতিয়ান নং ১৩০৬, পাঁচকুড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পোঃঅঃ- রামনগর গোপীনাথপুর, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০৫, সম্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত ৩ ডেসিমেল মাপের বাস্তু জমি এবং দোতলা যুগ্ম ভবন (জি+১), উপরোক্ত জমির ওপর আবাসবাড়ি। ২০১০ সালের বিক্রয় দলিল নং I-২০২০ ও I-২০২২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ মুরসালিন আলি মল্লিক, পিতা- নওশাদ আলি মল্লিক। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- পুকুর; দক্ষিণ- ৪.৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব- নওশাদ আলি মল্লিকের সংলগ্ন বাড়ি; পশ্চিম- ৪.৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর।	ক) ০২.০৫.২০২৪ / খ) ₹১,২৮,৮৫,৬১২.০০ (এক কোটি আঠাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার ছশো বারো টাকা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ / গ) ২০.০৭.২০২৪ / **ঘ) প্রতীকী দখল**	ক) ₹২২,৫০,০০০.০০ / খ) ₹২,২৫,০০০.০০ / গ) ₹১০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে / ব্যাঙ্কের জানা নেই
	মেসার্স এক্সেলেন্ট জোনের প্রোপ্রাইটর পিতা- নওশাদ আলি মল্লিক, কুলাদা, পোঃঅঃ- রামনগর গোপীনাথপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৩০৫ **মিঃ নওশাদ আলি মল্লিক,** পিতা- মাহিরউদ্দিন মল্লিক, মিয়াঁ বাজার, পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১ **মিঃ নওশাদ আলি মল্লিক,** পিতা- মাহিরউদ্দিন মল্লিক, কুলাদা, পোঃঅঃ- রামনগর গোপীনাথপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৩০৫ **আরজিয়া বিবি,** স্বামী- শুভান আলি মল্লিক, মিয়াঁ বাজার, পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১ **আরজিয়া বিবি,** স্বামী- শুভান আলি মল্লিক, কুলাদা, পোঃঅঃ- রামনগর গোপীনাথপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৩০৫ **রাফিয়া বিবি,** স্বামী- ফারকুল আলি মল্লিক, মিয়াঁ বাজার, পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১ **রাফিয়া বিবি,** স্বামী- ফারকুল আলি মল্লিক, কুলাদা, পোঃঅঃ- রামনগর গোপীনাথপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৩০৫ **অ্যাকাউন্ট নং: ২৫৯৯০০৮৭০০০১৫২৮০**				
৩	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** / **(১) শেখ সাইলাল আলি (২) মিসেস মৌসুমী মাজি শেখ** / **শেখ সাইলাল আলি,** পিতা- শেখ সুলতান আলি **এবং মিসেস মৌসুমী মাজি শেখ,** স্বামী- শেখ সাইলাল আলি উভয়ের ঠিকানা: গ্রাম- শিবপুর, হাজরাপাড়া, থানা- ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১২১২ **অ্যাকাউন্ট নং: ০১৮১৩০০০৬৪০২৬ (টিএলপিভিএল), ০১৮১৩০০০৬৬২০০ (টিএলপিএইচএল)** **মিসেস মৌসুমী মাজি শেখ অ্যাকাউন্ট নং: ০১৮১৩০০০৬৪০২৬ (টিএলপিভিএল)** গ্রাম- শিবপুর, হাজরাপাড়া, থানা- ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১২১২	**সম্পত্তি নং ১:** উপরিস্থিত বাড়ি সমেত 'বাস্তু' জমি ও উপরিস্থিত বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির সমবন্ধক যার অবস্থান: জে এল নং ৫৮, এল আর খতিয়ান নং ৪১৩, হাল এল আর ৫৬৯, এল আর প্লট নং ৬৭, জমির পরিমাপ ১০.৯৬১ ডেসিমেল বা ১১ ডেসিমেল (বাস্তু) এবং এল আর প্লট নং ৬৭/৫০৫ অনুযায়ী জমির পরিমাপ ৬.৮২৫ ডেসিমেল (বাস্তু), মৌজা- রঘুনাথ কুণ্ডু, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ নং বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, এডিএসআর- ঘাটালে নিবন্ধীকৃত ১৪.০৩.২০১৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১০৮১/২০১৮ এবং ১৬.০৩.২০১৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১১১৪/২০১৮ অনুযায়ী মোট জমি ১৭.৭৮৬ ডেসিমেল (বাস্তু), সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শেখ সাইলাল আলি, পিতা- শেখ সুলতান আলি। **সম্পত্তি নং ২:** উপরিস্থিত বাড়ি সমেত 'বাস্তু' জমি ও উপরিস্থিত বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির সমবন্ধক যার অবস্থান: জে এল নং ৫৮, এল আর খতিয়ান নং ৪১৩, হাল এল আর ৫৭১, এল আর প্লট নং ৬৬, জমির পরিমাপ ১৩ ডেসিমেল (বাস্তু), এডিএসআর- ঘাটালে নিবন্ধীকৃত ১৪.০৩.২০১৮ তারিখের দলিল নং ১০৮০/২০১৮ অনুযায়ী এবং এল আর প্লট নং ৬৬/৫০৪, জে এল নং ৫৮, জমির পরিমাপ ৮ ডেসিমেল, এডিএসআর- ঘাটালে নিবন্ধীকৃত ১৬.০৩.২০১৮ তারিখের দলিল নং ১১১৫/২০১৮ অনুযায়ী, মৌজা- রঘুনাথ কুণ্ডু, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মোট জমি ২১ ডেসিমেল (বাস্তু)। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিসেস মৌসুমী মাজি শেখ, স্বামী- শেখ সাইলাল আলি	ক) ০১.০৬.২০২১ এবং ০৪.০৬.২০২১ / খ) (১) ₹৫০,৬৫,৫৭৮.৯২ (পঞ্চাশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো আটাত্তর টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ০১.০৫.২০২১ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ (২) ₹৪২,৮৫,১০৯.৪০ (বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার একশো নয় টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ০১.০৫.২০২১ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ / গ) ১৭.০৮.২০২৪ / **ঘ) প্রতীকী দখল**	ক) ১) ₹৩৩,৪৬,০০০.০০ ২) ₹১৮,৭০,০০০.০০ / খ) ১) ₹৩,৩৫,০০০.০০ ২) ₹১,৮৭,০০০.০০ / গ) ১) ₹১০,০০০.০০ ২) ₹১০,০০০.০০	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে / ব্যাঙ্কের জানা নেই

-: ই-নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :-

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে এবং এই নিলাম **'অনলাইন ই-নিলাম' পদ্ধতিতে https://baanknet.com পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।**
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। ই-কেওয়াইসির কাজটি ডিজিলকারের মাধ্যমে করতে হবে। ই-কেওয়াইসি হয়ে গেলে আগ্রহী বিডার/ক্রেতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অর্থাঙ্ক চালান মোডের জন্য অনলাইন পেমেন্ট কাজে লাগিয়ে তাঁদের ই-ওয়ালেটে স্থানান্তর করে দেবেন। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগেই ওই পোর্টালে সম্পত্তির সঙ্গে ইএমডি অর্থাঙ্ক যুক্ত হতে হবে। ইএমডি জমা শেষের তারিখ ও সময়/ নিলামের আগে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই রেজিস্ট্রেশন, ই-কেওয়াইসি যাচাই, ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করে রাখতে হবে।
৩. ওপরে উল্লিখিত বায়না জমা (ইএমডি) অর্থাঙ্ক ই-ওয়ালেটে জমা দেওয়ার পরে তা সম্পত্তির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে যে বিডার অনলাইনে প্রয়োজনীয় ইএমডি যুক্ত করবেন না, তাঁকে ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com)** দেবে ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স, রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইউনিট ১, থার্ড ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ (যোগাযোগের ফোন নম্বর ও টোল ফ্রি নম্বর: +৯১-৮২৯১২২০২২০, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com)। ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই-নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in।**
৬. ই-নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই-নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি https://baanknet.com পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৮. ই-নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই-নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)-এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই-নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি **BAANKNET পোর্টালে (https://baanknet.com)** দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই-মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের **২৫%** (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **'The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c** (অ্যাকাউন্টের নাম)'-এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ....-তে প্রদেয় (স্থানের নাম লিখতে হবে) ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ১৯৪-১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে', 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।
২৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

স্বাঃ- মিঃ রাজেশ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি- পশ্চিম মেদিনীপুর

ডিগনিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ

ডিমেনশিয়া আক্রান্ত প্রবীণদের আনন্দ দিতে বিশ্বকাপ ফুটবলকেই হাতিয়ার করল ডিগনিটি ফাউন্ডেশন। তাদের উদ্যোগে দেখানো হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল। যার উদ্দীপনায় আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যাচ্ছে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত প্রবীণদের।

কোহলিদের পাল্টা জবাব রুটের

আজকালের প্রতিবেদন

মারমুখী বিরাট কোহলি।

অধিনায়ক শুভমান গিল ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। একজনের ফিটনেস, অন্যজনের ফর্ম। আশঙ্কা উড়িয়ে মাঠে নামলেন শুভমান। রোহিতের ব্যাটে এদিনও তেমন রান এল না। ব্যর্থ ঈশান কিষাণও। টপ অর্ডারের এই তিন ব্যাটারের ব্যর্থতা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আয়ার। তবুও ২৩৩ রানের বেশি তুলতে পারল না ভারত। গুটিয়ে গেল মাত্র ৪৪ ওভারেই।

আগের ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন শুভমান। খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। আশঙ্কা উড়িয়ে মাঠে নামলেও বেশিক্ষণ ক্রিজে স্থায়ী হননি। ৩০ বলে ৩১ রান করে আউট। রোহিত অবশ্য ফর্ম হাতড়ে চলেছেন। নেতৃত্ব হারানোর পর সেই আগ্রাসী মানসিকতা উধাও। এদিন ২৬ রান করতেও যথেষ্ট লড়তে হল। খেললেন ৪৭ বল।

অসুস্থতার জন্য লোকেশ রাহুল খেলতে না পারায় প্রথম একাদশে ঈশান কিষাণ (১)। সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। ১১১/৩ থেকে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স। কোহলিকে (৬৬ বলে ৬৫) তুলে নিয়ে জুটি ভাঙেন জোফ্রা আর্চার। ভারত তখন ১৭৮/৪। কোহলি ফিরে যাওয়ার পরপরই ধস। আগের ম্যাচে রান পাওয়া ওয়াশিংটন সুন্দর (২), অক্ষর প্যাটেলও (১) ব্যর্থ। শিবম দুবের (০) সামনে সুযোগ ছিল নিজেকে মেলে ধরার। ১ বলের বেশি স্থায়ী হলেন না। ধ্বংসের মুখে একা লড়াই করে গেলেন শ্রেয়স (৭১ বলে ৬৬)। শেষ দিকে যশপ্রীত বুমরার ১৩ বলে ২০ রানের ইনিংসটাও কিন্তু যথেষ্ট কার্যকরী। ভারতের শেষ ৫ উইকেট পড়ল ৫৫ রানে।

চ্যালেঞ্জিং উইকেটে সমস্যায় পড়েছিল ইংল্যান্ড। ইনিংসের প্রথম বলেই ডাকেটকে (০) তুলে নিয়েছিলেন বুমরা। রান পাননি বেথেলও (৪)। হ্যারি ব্রুক (১৬ বলে ১৬) ও স্যাম কারেনকে (৩১ বলে ২৬) নিয়ে ইনিংস মেরামতির চেষ্টা চালিয়ে যান জো রুট। বাটলারের (১৮ বলে ১৭) আউট আবার চাপ বাড়িয়ে দেয় ইংল্যান্ডের ওপর। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ইংল্যান্ড তোলে ৩৭ ওভারে ১৭৪/৫। রুট ৮০ (১১৯) ও জ্যাকস ১৫ (৩১) রানে ক্রিজে ছিলেন।

স্কোরবোর্ড

ভারত

রোহিত ক বাটলার ব জ্যাকস	২৬ (৪৭)
শুভমান ক ডাকেট ব অ্যাটকিনসন	৩১ (৩০)
বিরাট ক রশিদ ব আর্চার	৬৫ (৬৬)
ঈশান ক ও ব কারেন	১ (৮)
শ্রেয়স ক বাটলার ব অ্যাটকিনসন	৬৬ (৭১)
ওয়াশিংটন ক বাটলার ব সাকিব	২ (৫)
অক্ষর ক বাটলার ব অর্চার	১ (৫)
শিবম ক ও ব আর্চার	০ (১)
গুরনুর ক অ্যাটকিনসন ব সাকিব	৭ (১৫)
বুমরা অপরাজিত	২০ (১৩)
প্রসিদ্ধ ব অ্যাটকিনসন	০ (৩)
অতিরিক্ত	১৪
মোট (৪৪ ওভারে)	২৩৩

■ উইকেট পতন : ১/৪৪, ২/১০৪, ৩/১১১, ৪/১৭৮, ৫/১৮১, ৬/১৯৩, ৭/১৯৩, ৮/২১০, ৯/২৩৩

■ বোলিং : আর্চার ১০-০-৪৭-৩, সাকিব ৯-১-৫২-২, অ্যাটকিনসন ৯-১-৫০-৩, রশিদ ৫-০-৩৪-০, কারেন ৬-১-২৩-১, জ্যাকস ৫-০-২১-১

ইংল্যান্ড

ডাকেট ক ঈশান ব বুমরা	০ (১)
বেথেল ক ঈশান ব প্রসিদ্ধ	৪ (১০)
রুট অপরাজিত	৮০ (১১৯)
ব্রুক ক ঈশান ব গুরনুর	১৬ (১৬)
কারেন ক ঈশান ব শিবম	২৬ (৩১)
বাটলার ব অক্ষর	১৭ (১৮)
জ্যাকস অপরাজিত	১৫ (৩১)
অতিরিক্ত	১৬
মোট (৩৭ ওভারে ৫ উইকেটে)	১৭৪

■ উইকেট পতন : ১/০, ২/৮, ৩/৫৩, ৪/৯৪, ৫/১২৫

■ বোলিং : বুমরা ৮-০-৩৩-১, প্রসিদ্ধ ৮-১-৩৮-১, গুরনুর ৭-০-৪১-১, শিবম ৬-০-৩২-১, অক্ষর ৮-১-২৮-১

(স্কোর অসম্পূর্ণ)

দ্বিতীয় ম্যাচেই ড্র বাগানের

১ মোহনবাগান
সন্দীপ

১ খিদিরপুর
তুহিন

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেই ছন্দপতন মোহনবাগানের। এগিয়ে গিয়েও মেহতাব হোসেনের প্রশিক্ষণাধীন খিদিরপুরের সঙ্গে ১-১ ড্র করল। বাগানের গোলদাতা সন্দীপ মালিক, খিদিরপুরের তুহিন শিকদার।

এদিন ২৭ মিনিটে কিয়ান নাসিরির কাটব্যাক জালে ঠেলে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন সন্দীপ। ৪৮ মিনিটে সমতা ফেরান তুহিন। ম্যাচের শেষদিকে পেনাল্টি বক্সের মাথায় একটি ফাউল নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। শুরুতে রেফারি তন্ময় ধর মোহনবাগানকে পেনাল্টি দিলেও লাইন্সম্যানের সঙ্গে কথা বলে ফ্রিকিক দেন। এদিন বাগান কোচ বাস্তব রায়কে শুনতে হয় 'গো ব্যাক' ধ্বনি।

তৃতীয় রাউন্ডের আগে চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচ হবে! সিকোয়েন্স মেনে সূচি না দেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে আইএফএ-কে চিঠি দিল মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপের জন্য ২১-২৭ জুলাই তারা ম্যাচ খেলতে পারবে না জানায়। পাল্টা চিঠিও দেয় আইএফএ। সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, 'ডুরান্ডের জন্য লিগ বন্ধ থাকতে পারে না। ডুরান্ডে ম্যাচ খেলার সময় যাতে মোহনবাগানের বাই রাউন্ডের ম্যাচ ফেলা যায়, তাই এই পরিবর্তন।'

জয়ী ইউকেএসসি: পাঠচক্রকে ৪-০ হারাল ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব। গোলগুলি রাকেশ ধারা, শেখ জিয়াবুল, বিদ্যাসাগর সিং ও অ্যালিস্টার অ্যান্থনির। জর্জ টেলিগ্রাফকে ৩-১ হারাল বিএসএস। কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে ২-১ জয়ী রেলওয়ে এফসি।

গোলের উচ্ছ্বাস সন্দীপ মালিকের। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

আজ

কলকাতা লিগে

মহমেডান স্পোর্টিং : এরিয়ান

(দুপুর ৩-০০। মহমেডান)

নম্বর টেন স্পোর্টস অ্যাপ

লিগ নিয়ে ক্ষোভ ব্যারেটোর

আজকালের প্রতিবেদন: কলকাতা লিগ আয়োজন নিয়ে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। লেখেন, 'লিগ শুরু হতে দেরি হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সূচি না থাকায় পরিকল্পনা সাজাতে সমস্যা হচ্ছে।' ব্যারেটোর প্রশ্ন, 'দুটি গ্রুপ থেকে তিনটি দল পরবর্তী রাউন্ডে খেলবে। তাহলে কেন বড় ক্লাবগুলি সব ম্যাচ নিজেদের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে?' আয়োজক আইএফএ-র সচিব অনির্বাণ দত্তের বক্তব্য, 'এই নিয়ে ব্যারেটোর সঙ্গে কথা বলে সীমাবদ্ধতাগুলি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। রাজ্যে পালা বদলের পর অনেক স্টেডিয়াম, মাঠের এখনও কমিটিই তৈরি হয়নি। ফলে মাঠ পেতে সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া ময়দানে ম্যাচ হলে অনেক বেশি দর্শক মাঠে আসেন।'

সিন্ধুর দাপট

জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনে দ্বিতীয় রাউন্ডে দাপটে জিতলেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। মহিলাদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে বিশ্ব ক্রমতালিকায় পঞ্চম স্থানে থাকা চীনের হান ইউকে ২১-১৬, ২১-১৪ গেমে হারান সিন্ধু। মাত্র ৩৫ মিনিট লড়েই জয়। কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ জাপানের নোজোমি ওকুহারা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বারুইপাড়া স্টেশন রোড
শিবতলা, নবগ্রাম চাঁদপুর রোড, বারুইপাড়া
জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৩০৬

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) মাফিক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি, যা প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৭.০৮.২০২৬ তারিখে সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত।**

ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার অনাদায়ী পাওনা	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) বায়না জমা গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
শ্রীমতী সবিতা দে (ঋণগ্রহীতা), স্বামী- শ্রী সুজিত দে, গ্রাম ও পোঃ- বোরাই, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০৬ **শ্রী সুজিত দে (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রয়াত নিত্যানন্দ দে, গ্রাম ও পোঃ- বোরাই, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০৬ **শ্রী সৈকত দে (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী সুজিত দে, গ্রাম ও পোঃ- বোরাই, ব্লক ও থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০৬ **শাখা: বারুইপাড়া স্টেশন রোড**	কমবেশি ১৯.৩৭ ডেসিমেল মাপের জমি ও এর উপরিস্থিত বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বোরাই, জে এল নং ৮৬, আর এস ও এল আর দাগ নম্বর ১৫২১, ১৫২২, ১৫৩৮, এল আর খতিয়ান নং ৩৩৭, ১৮৮৫/১, ২৬০১, ২৬০২, ৩৩৪৫, বোরাই পহলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি। ২৫.০৫.২০১৬ তারিখের দলিল নং I-১০৪০, ১৮.০৭.২০১৬ তারিখের দলিল নং I-২৫৩২, ০৩.০৫.২০১৭ তারিখের দলিল নং I-১৩৩৮ এবং ২৬.০৭.২০১৮ তারিখের দলিল নং I-২৯০৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক সৈকত দে (পিতা- সুজিত দে), সুজিত দে (পিতা- প্রয়াত নিত্যানন্দ দে) এবং সবিতা দে (স্বামী- সুজিত দে)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর**- বাবলু ভৌমিকের সম্পত্তি; **দক্ষিণ**- শ্যামল দাসের সম্পত্তি; **পূর্ব**- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **পশ্চিম**- বাসুদেব মল্লিকের সম্পত্তি।	₹ ১৭,৯৯,৫৩৩/- (সতেরো লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো তেত্রিশ টাকা মাত্র)	ক) ₹ ৪১,০১,০০০/- (একচল্লিশ লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹ ৪,১০,১০০/- (চার লক্ষ দশ হাজার একশো টাকা মাত্র) যা ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে বা তার আগে বিকেল ৪:০০ টার মধ্যে জমা করতে হবে গ) ₹ ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB6812082058** ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তির উপর কোনও দায়ভার নেই। চ) **প্রতীকী দখল**

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.০৮.২০২৬; সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর ৮২৯১২২০২২০ হেল্পলাইন নম্বরে অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলুন (ই-মেল: support.ebcray@psballiance.com)। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক support.ebcray@psballiance.com মেল আইডি-তে যোগাযোগ করবেন।
সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক এই হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় **বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

যোগাযোগের ব্যক্তি: অনুমোদিত আধিকারিক: বিদ্যানেশ্বর প্রসাদ: ৮২৫০৬৫৫৮৬৬/ শাখা ব্যবস্থাপক- প্রতীক সিং, ফোন - ৯৭১১১৮৯০৬৮

দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ)-এর প্রতিও এটি একটি নোটিস

তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬ / স্থান: বারুইপাড়া স্টেশন রোড — স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

গ্লস্টার লিমিটেড
সিআইএন: L17100WB1923PLC004628
নিবন্ধিত কার্যালয়: ২১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন: +৯১(৩৩) ২২৩০-৯৬০১ (৪ লাইন) ফ্যাক্স: +৯১(৩৩) ২২৩১৪২২২/২২১০ ৬১৬৭ ই-মেল: info@glosterjute.com | ওয়েবসাইট: www.glosterjute.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গ্লস্টার লিমিটেডের ("কোম্পানি") শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, সংশোধিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১২৪(৬) ধারা এবং ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ("বিধিমালা")-এর বিধান অনুসারে, যে সকল শেয়ারের বিপরীতে লভ্যাংশ টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অপরিশোধিত এবং দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে, কোম্পানি সেই সমস্ত শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর করতে বাধ্য।
কোম্পানি তার ওয়েবসাইট https://www.glosterjute.com/unclaimed -এ এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের এবং আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের যোগ্য শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে।
এছাড়া, কোম্পানি সেই সকল সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের যাদের লভ্যাংশ দাবিহীন রয়েছে এবং যাদের শেয়ার উক্ত ধারা ও বিধিমালা অনুযায়ী আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরের যোগ্য, তাদের কোম্পানিতে নিবন্ধিত ঠিকানায় বকেয়া লভ্যাংশের সম্পূর্ণ বিবরণের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগপত্র পাঠিয়েছে।
যে সকল শেয়ারহোল্ডার ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষ থেকে টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি, তাদেরকে উপরোক্ত যোগাযোগপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে পাঠিয়ে কোম্পানির দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ারগুলি ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বা তার আগে নীচের ঠিকানায় দাবি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় কোম্পানি উক্ত বিধিমালার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কোনো রকম পূর্বানুমতি বা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে:

আরটিএ-এর নাম	ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিবরণ
মাহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড	২৩, আর. এন. মুখার্জী রোড, ৬ষ্ঠ তল,কলকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন: +৯১ ৩৩২২৪৮২২৪৮/২২৪৩৫০২৯ ই-মেইল: contact@mdplcorporate.com

মনে রাখবেন যে, উক্ত ধারা এবং বিধিমালা অনুসারে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশের পরিমাণ এবং শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি গ্রাহ্য হবে না। মনে রাখবেন যে, এই স্থানান্তরের পর, শেয়ারহোল্ডার/দাবিদারগণ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লভ্যাংশের সঙ্গে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি দাবি করতে পারেন, যার বিস্তারিত বিবরণ www.iepf.gov.in-এ উপলব্ধ রয়েছে।
এই বিষয়ে কোনো তথ্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার/দাবিদারগণ কোম্পানিকে cs@glosterjute.com-এ অথবা আরটিএ-কে contact@mdplcorporate.com-এ ই-মেল করতে পারেন।

গ্লস্টার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-অয়ন দত্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্য নং এ৪৩৫৫৭
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৫/০৭/২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-IV [বিধি-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
জিডি-৩৭৭/৩৭৮, ৩য় তল, সল্টলেক, সেক্টর III, কলকাতা - ৭০০১০৬
ই-মেল: zokolkatanorth@indianbank.bank.in
শাখা: হাতিবাগান

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), জোনাল অফিস কলকাতা উত্তর-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীন অর্পিত ক্ষমতাবলে, ০৯.০৪.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিস জারি করেছিলেন, যেখানে আমাদের **হাতিবাগান শাখার** ঋণগ্রহীতা **অনির্বাণ সিনহা, পিতা- প্রয়াত তীর্থ সারথি সিনহা, ২এ, বরোদা মিত্র লেন, থানা- শ্যামপুকুর, কলকাতা ৭০০০০৪**-কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **₹৪৭,৪৫,১২৯.০০ (সাতচল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো উনত্রিশ টাকা মাত্র)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ এবং ৯-এর অধীন তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫ জুলাই ২০২৬** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), হাতিবাগান শাখার ₹৪৭,৪৫,১২৯.০০ (সাতচল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো উনত্রিশ মাত্র) যা ০৯.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং ১০.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে** তার উপর কার্যকর সুদের চার্জের অধীন হবে। সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কিত উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের দিকে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১ কাঠা এবং ৬ ছটাক অর্থাৎ কমবেশি ৯৯০ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ তার উপর অবস্থিত ৯৫ বছরের পুরানো দোতলা ইঁটের তৈরি বসতবাড়ি যার প্রতিটি তলে মোজাইক ফ্লোরিং সহ কমবেশি ৮০০ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা রয়েছে, যা পুর প্রেমিসেস নং ২এ, বরোদা মিত্র লেন (পূর্বে ১০এ, আনন্দ লেন এবং তার পূর্বে ৩/১/১বি, মল্লিকস লেন যা ৩/১/১এ, মল্লিক লেনের অংশ বা খণ্ড ছিল যা তার পূর্বে প্রেমিসেস নং ৩, মল্লিক লেনের একটি অংশ ছিল), পোঃ- শ্যামবাজার, থানা- শ্যামপুকুর, কলকাতা – ৭০০০০৪-এ অবস্থিত, যা কলকাতা পৌরসভার বরো-II-এর ১০ নং ওয়ার্ড, যার পুর অ্যাসেসি নং ১১০১০০৫০০০২৪। দলিল নং I ৬৫৩২/২০২০।
বিল্ডিং চৌহদ্দি: উত্তরে: ১৫ ফুট চওড়া বরোদা মিত্র লেন (পূর্বে আনন্দ লেন), **দক্ষিণে**: ১২এ, শিব শঙ্কর মল্লিক লেনে প্রেমিসেসে সাধারণ দেওয়াল, **পূর্বে**: প্রেমিসেস নং ১০এ, শিব শঙ্কর মল্লিক লেন, **পশ্চিমে**: প্রেমিসেস নং ৮, বরোদা মিত্র লেন (পূর্বে আনন্দ লেন)।

তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২ ও ৩ নং ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এজেসি বোস রোড শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এজেসি বোস রোড শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক **মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)**, ১২, বাঘাযতীন রোড, ডাকঘর ও থানা- শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১-এর থেকে ০৪.০৩.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ **₹১২,৬৯,৩৩,৭৭৬.০০** (বারো কোটি উনসত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছিলেন যা ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রির জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হল:

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার অনাদায়ী পাওনা	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
১.	**ক) মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** ১২, বাঘাযতীন রোড, ডাকঘর ও থানা- শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১ **মিঃ ঋত্বিক (Rithvik) ভট্টাচার্য (ডিরেক্টর / জামিনদার)** পিতা- সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য ১১৮২ পূর্বালোক, ৩ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৯৯ **মিঃ অর্চিস্মান ভট্টাচার্য (ডিরেক্টর/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা)** পিতা- ঋত্বিক (Rithvik) ভট্টাচার্য ১২, বাঘাযতীন রোড (পার্ক), শিলিগুড়ি (পুরনিগম), দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১ **মিসেস নীপা ঘোষ (ভট্টাচার্য) (জামিনদার/ বন্ধকদাতা)** পিতা- সমরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ স্বামী- ঋত্বিক (Rithvik) ভট্টাচার্য বাঘাযতীন রোড (পার্ক), শিলিগুড়ি (পুরনিগম), দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১ **মিসেস সুনীতা গুপ্ত (ডিরেক্টর/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা)** পিতা- কৃষ্ণ প্রসাদ গুপ্ত স্বামী- রাজেন্দ্র গুপ্ত ডিএনপি বিল্ডিং, ৬০, হিলকার্ট রোড, বিনায়ক হোটেলের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ১০, মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি (পুরনিগম), দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১ **মিসেস নীতু কুমারী গুপ্ত ওরফে নীতু গুপ্ত (ডিরেক্টর/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা)** পিতা- অশোক কুমার গুপ্ত স্বামী- তারকেশ্বর গুপ্ত ডিএনপি বিল্ডিং, ৬০, হিলকার্ট রোড, বিনায়ক হোটেলের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ১০, মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি (পুরনিগম), দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১ **খ) এজেসি বোস রোড শাখা**	কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্গত ১০৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে 'পূর্বালোক' নামক একটি জি+৩ তলবিশিষ্ট আবাসিক বিল্ডিং/ আবাসন প্রকল্পের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং সম্পর্কিত প্রেমিসেসের সাধারণ অংশ ও যৌথ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে ৩টি বেডরুম, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লুসি, ১টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং 'টি-২', তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর ভাগে সামান্য কমবেশি ১২০ বর্গফুট মাপের একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস এবং বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে ১৬৬.৫০ বর্গফুট হিসেবে ৩টি কভার্ড কার পার্কিং স্পেসের (মোট সামান্য কমবেশি ৫০০ বর্গফুট) সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কালিকাপুর, পরগনা- খাসপুর, জে এল নং ২০, আর এস নং ২, তৌজি নং ৩, ৫, ১২, আর এস খতিয়ান নং ১৮, ১৫৩/১, খণ্ড খতিয়ান নং ৩৫৭ ও ৩৫৮, আর এস দাগ নং ৩৫৬/৪০৬, স্কিম প্লট নং ১০বি, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১১৮২, কালিকাপুর, ওয়ার্ড নং ১০৯, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা- পূর্ব যাদবপুর (পূর্বতন সদর টালিগঞ্জ, পরবর্তীতে যাদবপুর, তার পরে কসবা), কলকাতা-৭০০০৯৯, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- কলকাতা পুরনিগমের ২০ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব- দাগ নং ৩৫৬/৪০৬ সংবলিত জমি; দক্ষিণ- দাগ নং ৩৫৬/৪০৬ সংবলিত জমি; পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ১১৭৯, কালিকাপুর। ২০২২ সালের দলিল নং ১৩১৪৮ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: অর্চিস্মান ভট্টাচার্য।**	₹১২,৬৯,৩৩,৭৭৬.০০ (বারো কোটি উনসত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র), ০৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ উদ্ভূত সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি	ক) ₹৭৮,৬৬,০০০.০০ (*) (আটাত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹৭,৮৬,৬০০.০০ (সাত লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছশো টাকা মাত্র) গ) ₹২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30621012984A ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগের নম্বর: ৭৭০৩০ ০৮২২৪

(*) বিক্রয়মূল্য অবশ্যই নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা বেশি হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ২৭.০৭.২০২৬ থেকে ২৬.০৮.২০২৬; সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.০৮.২০২৬; সময়: সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর ৮২৯১২২০২২০ হেল্পলাইন নম্বরে** অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলুন **(ই-মেল: support.baanknet@psballiance.com)**। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **support.baanknet@psballiance.com মেল আইডি-তে যোগাযোগ করবেন।**
সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক **এই হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।**
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / ডিরেক্টর(গণ)-এর প্রতিও এটি একটি নোটিস

তারিখ: ১৪.০৭.২০২৬ / স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত আধিকারিক / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Chola Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: 'চোলা ক্রেস্ট', সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি-৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই-৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

রুল ৮(১)-এর অধীনে বাস্তবিক দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু:
মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [এখানে এর পরে 'অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত]-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ-এর প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাঁদের থেকে পাওনা অর্থাঙ্ক ও এর ওপর সুদ আদায় দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে কোম্পানির কাছে বন্ধক প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত **মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে বিক্রির প্রজ্ঞাপন জারির আগে যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচ সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	দখল নেওয়া সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) বাস্তবিক দখলের তারিখ
১.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: HE02GKL00000005341, X0HEGKL00003446757 এবং X0HEGKL00003775778** **সুব্রত রায় (আবেদনকারী)** জুগবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুড়াগাছা শীতলা মন্দির, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১০ **সুব্রত রায় (আবেদনকারী)** জুগবেড়িয়া, রে এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড বিল্ডার্স, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১০ **সুব্রত রায় (আবেদনকারী)** ৩২৪/এ, পশ্চিম আগাপুর, নিউ ব্যারাকপুর, এসবিআই এটিএম, উত্তর ২৪ পরগনা, নিউ ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৩১ **বীথিকা রায় (সহ-আবেদনকারী)** জুগবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুড়াগাছা শীতলা মন্দির, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১০ **বীথিকা রায় (সহ-আবেদনকারী)** জুগবেড়িয়া, রে এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড বিল্ডার্স, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১০ **বীথিকা রায় (সহ-আবেদনকারী)** ৩২৪/এ, পশ্চিম আগাপুর, নিউ ব্যারাকপুর, এসবিআই এটিএম, উত্তর ২৪ পরগনা, নিউ ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৩১ **দীপালি দাস (সহ-আবেদনকারী)** জুগবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুড়াগাছা শীতলা মন্দির, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১০ **দীপালি দাস (সহ-আবেদনকারী)** জুগবেড়িয়া, রে এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড বিল্ডার্স, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১০ **দীপালি দাস (সহ-আবেদনকারী)** ৩২৪/এ, পশ্চিম আগাপুর, নিউ ব্যারাকপুর, এসবিআই এটিএম, উত্তর ২৪ পরগনা, নিউ ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৩১ **নিউ নাইন স্টার ফার্নিচার (সহ-আবেদনকারী)** জুগবেড়িয়া, রে এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড বিল্ডার্স, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১০ **নিউ নাইন স্টার ফার্নিচার (সহ-আবেদনকারী)** জুগবেড়িয়া, রে এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড বিল্ডার্স, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১০ **নিউ নাইন স্টার ফার্নিচার (সহ-আবেদনকারী)** ৩২৪/এ, পশ্চিম আগাপুর, নিউ ব্যারাকপুর, এসবিআই এটিএম, উত্তর ২৪ পরগনা, নিউ ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৩১	সামান্য কমবেশি ৬৯৬ বর্গফুট মাপের একতলা বিল্ডিং সহ ২ কাঠা, ৪ ছটাক এবং ৩৩ বর্গফুট জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা- মুড়াগাছা, জে এল নং ৩০, আরএস নং ৭৮, তৌজি নং ২১৫, আর এস খতিয়ান নং ৪৮৩, হাল এল আর খতিয়ান নং ৪০৮, দাগ নং ২৭৩, থানা খড়দহ বর্তমানে ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। **চৌহদ্দি:** উত্তর: তরণী পালের সম্পত্তি; দক্ষিণ: ক্ষীতিশ দাসের সম্পত্তি; পূর্ব: ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; পশ্চিম: ইউসুব আলির জমি।	ক) ০৬.০৩.২০২৩ খ) ₹২১,১৯,৫২১.০০ (একুশ লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশো একুশ টাকা মাত্র) ০৪.০৩.২০২৩ অনুযায়ী এবং এর ওপর সুদ গ) বাস্তবিক দখলের তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: উত্তর ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ) — চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

মহানায়কের সঙ্গে দুই নায়ক

জয়ের পর উচ্ছ্বাস মেসি–লাওতারোর। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপের মঞ্চেই পুনর্জন্ম লাওতারোর

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
আটলান্টা

১৬ জুলাই: ওই তো ডান দিক থেকে মেসির ক্রস উড়ে আসছে। আর্জেন্টিনা–ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল তখন ১–১। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরু হয়েছে। এখন গোল করলেই আর্জেন্টিনা ফাইনালে। গোটা গ্যালারির হৃৎস্পন্দন বন্ধ। বলটা উড়ে আসছে তাঁর দিকেই। মিনিট দশেক আগে মাঠে নেমেছেন। ওই মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে কি চার বছর আগে বিশ্বকাপের দিনগুলো ফিরে আসছিল? যে বিশ্বকাপে খারাপ পারফরমেন্স তাঁর প্রথম একাদশের জায়গা কেড়ে নিয়েছিল! ধেয়ে এসেছিল সমালোচনার ঝড়! ফিরে আসার জন্য লড়তে হয়েছিল কঠিন লড়াই! এই বিশ্বকাপে যদিও তিনি দু’গোল করে ফেলেছেন, কিন্তু এই গোলটা করতে পারলে সেটা অনেক দামি হবে। গোলটা করতে পারলে হয়তো ফাইনালে প্রথম একাদশে জায়গা হতে পারে। আর নামতে হবে না পরিবর্ত হিসেবে। কিন্তু হেডটা বাইরে গেলে? ম্যাচটা এখান থেকে ঘুরে গেলে? তাহলে যে শেষ চার বছরের ফিরে আসার সব লড়াই, সিরি ‘এ’–তে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া, টানা ভাল পারফরমেন্স করে ইন্টার মিলানের অধিনায়ক হওয়া, ২০২৪–এ কোপা আমেরিকা ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে গোল করে আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন করা, প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া— সব বৃথা হয়ে যাবে। সবটা। কেউ কিচ্ছু মনে রাখবে না। সবাই তখন দেগে দেবে খলনায়ক হিসেবে।

তিনি লাফালেন। নির্ভুল টাইমিং। বল আছড়ে পড়ল জালে। দু’হাত ছড়িয়ে ছুটলেন তিনি। গোটা বিশ্বের প্রতিটা আর্জেন্টিনীয় সমর্থক তখন পারলে দু’হাত ছড়িয়ে ছুটতে শুরু করেন। চিৎকার করে বলতে শুরু করেন, আমরা আবার ফাইনালে। ২০২২ বিশ্বকাপে তলিয়ে যাওয়া, সমালোচিত হওয়া লাওতারো মার্টিনেজের পুনর্জন্ম হল ২০২৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। পরিবর্ত ফুটবলার হিসেবে নেমে দলকে নিয়ে গেলেন ফাইনালে।

বিষয়টা তাঁর কাছেও কতটা আবেগের, সেটা টের পাওয়া গেল ম্যাচের পর। মাঠেই তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছিলেন। কাতার বিশ্বকাপের পর ফিরে আসার প্রসঙ্গ উঠতেই তাঁর চোখে জল। ‘এই গোলটা কতটা স্পেশ্যাল, আপনারা সবাই জানেন। প্রথম যখন আমার বুড়ো মানুষটা (বাবা) আমাকে ফুটবলের বুট কিনে দিয়েছিল, আমি আজকের গোলটা করার স্বপ্ন দেখতাম। সত্যি বলছি। অ্যালেক্সিসকে (ম্যাক অ্যালিস্টার) বলেছিলাম আমি আজ গোল করবই। পরিবর্ত হিসেবে নামব এবং গোল করব। আমরা জিতব। আজ অদ্ভুত রকম কঠিন ছিলাম। বলটা আমার কাছে এল এবং আবার আমরা ফাইনালে।’

কথাগুলো যখন লাওতারো বলছিলেন, তাঁর চোখ ফেটে জল আসছে। মুখের প্রতিটা পেশির সঞ্চালনে বোঝা যাচ্ছে এই গোল কতটা আবেগতাড়িত করেছে তাঁকে। এই আবেগ, এই ফিরে আসতে পারার কান্না আছে বলেই তো ফুটবল সুন্দর। বড়ই সুন্দর।

চার নম্বর শটে বাজিমাত এনজোর

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
আটলান্টা

১৬ জুলাই: গোলের পর এনজো ফার্নান্ডেজ আটলান্টার মাঠের যেদিকে ছুটে এসেছিলেন, সেদিকেই প্রেসবক্স। যদিও গ্যালারির অনেকটা ওপরে। আর্জেন্টিনীয় সাংবাদিকরা প্রেসবক্সকে গ্যালারিতে পাল্টে নিয়েছেন বিশ্বকাপের শুরু থেকেই। এনজো গোলের পর ইংল্যান্ড গ্যালারির সামনে গিয়ে দু’কানের পাশে হাত দিয়ে গ্যালারির চিৎকার শোনার ভঙ্গিমা করলেন, পরক্ষণেই গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন। পাশের প্রেসবক্সে তখন এক আর্জেন্টিনীয় সাংবাদিক জামা খুলে মাথার ওপর বন্‌বন্‌ করে ঘোরাচ্ছেন। এটাই বোধহয় ফুটবল। দেশের সেমিফাইনালের মঞ্চে ফিরে আসার গোলে আবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে না, সেটাই তো স্বাভাবিক।

তবে এই যে এনজোর গোলে আর্জেন্টিনা সমতায় ফিরল, সেটা কিন্তু একবারে হয়নি। এই আর্জেন্টিনীয় মিডফিল্ডারের দূর থেকে শটে গোল করার দক্ষতা রয়েছে। তিনি সবসময়ই এভাবে গোলের চেষ্টা করেন। বক্সের বাইরে থেকে শট নেন বিপক্ষের গোলরক্ষককে বিব্রত করার জন্য। সেমিফাইনালেও বারবার ইংল্যান্ড গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ডের ওপর এভাবেই চাপ তৈরি করছিলেন তিনি। ৮৫ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে তাঁর শট জালে জড়িয়ে যায়। সমতায় ফেরে আর্জেন্টিনা। তবে এই ম্যাচে সেটা ছিল এনজোর চতুর্থবার দূর থেকে গোল করার প্রচেষ্টা। প্রথম তিনবার তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এনজো বক্সের বাইরে থেকে প্রথম শট নেন ম্যাচের ৩৮ মিনিটে। দ্বিতীয় শট দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ মিনিটে। এবারেও সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট। কিন্তু এনজো ফার্নান্ডেজ যেন এদিন বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে গোল করার শপথ নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন। গোলের ঠিক আগের মুভেই তিনি বক্সের বাইরে থেকে তৃতীয়বার শট নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে বল বাইরে যায়। কর্নার পায় আর্জেন্টিনা। সেই কর্নার থেকেই গোলের ঠিকানা লেখা শুরু। আর সেই বক্সের বাইরে থেকেই বাঁক খাওয়ানো শটে সমতা ফেরানোর গোল করেন এনজো। প্রমাণ করলেন, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।

(এনজোর কাঁধে লিও। ছবি: এএফপি)

কাফু এবং রবার্তো কার্লোস। ছবি: প্রতিবেদক

মেসি আবেগে ভাসছেন রবার্তো কার্লোস

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
আটলান্টা

১৬ জুলাই: সামনে দিয়ে তিনি যখন হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছিলেন, মনে হল এ কী! এটা কী করে সম্ভব? ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, ছোট থেকে এটা শুনেই তো বড় হয়েছি। একে–অপরকে ট্রোল চলছে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বাংলাদেশে তো আবার বিশ্বকাপের সময় ব্রাজিল–আর্জেন্টিনা নিয়ে মারপিট, রক্তারক্তি হয়ে যায়! অথচ ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল অধিনায়ক কাফু কিনা আর্জেন্টিনা ফাইনালে ওঠার পর, আটলান্টা স্টেডিয়াম থেকে হাসতে হাসতে বেরোচ্ছেন! যেদিন লিও মেসি ছুঁয়ে ফেলেছেন তাঁর এমন একটা রেকর্ড, যা প্রায় দুই দশক দখলে ছিল। কাফুর পর মেসিই ফুটবল ইতিহাসের দ্বিতীয় ফুটবলার, যিনি তিন নম্বর বিশ্বকাপ ফাইনালে মাঠে নামতে চলেছেন।

বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিল ছিটকে গেছে বহুদিন আগে। আর আর্জেন্টিনা দুরন্ত ফুটবল খেলে ফাইনালে। এই নিয়ে আর্জেন্টিনার মিডিয়া কাফুকে প্রশ্ন ছুড়তেই দাঁড়িয়ে গেলেন। ‘আমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি কষ্ট পেয়েছি? লাতিন আমেরিকার একটা দল ফাইনাল খেলছে, আমরা সবাই খুব খুশি। লাতিন ফুটবলের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা গর্বিত। আর্জেন্টিনা দুরন্ত ফুটবল খেলছে। ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী।’

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এল তাঁর এতদিনের রেকর্ড মেসির ছুঁয়ে ফেলা নিয়ে। কাফু বললেন, ‘রেকর্ড তো তৈরি হয় ভাঙার জন্যই। আর সেটা যখন এরকম মানের একজন ফুটবলার ছুঁয়ে ফেলে, সেটা যথেষ্ট আনন্দের।’

কাফু যখন কথা বলছেন, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেটে সুখটান দিচ্ছিলেন ২০০২ সালে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ের আরেক নায়ক রবার্তো কার্লোস। তিনি বললেন, ‘ম্যাচটা সবাই দেখেছেন। নতুন করে আমি খেলা নিয়ে কী বলব! তবে

লাতিন দলের জয়ের আনন্দে শামিল কাফুও

মেসিকে নিয়ে বারবার বলা যায়। ব্রাজিলের ফুটবলে বিভিন্ন সময় এমন ফুটবলার এসেছে যাকে দেখে বাকিরা নিজেদের উজাড় করে দিয়ে ফুটবল খেলেছে। সেটা কখনও পেলে হতে পারে, কখনও রোনাল্ডো। এই আর্জেন্টিনা

দলটা মেসির জন্য খেলছে। পুরো দলটাই অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেছে ওকে দেখে। কী খেলাটাই না খেলে যাচ্ছে ৩৯–এর মেসি। আর অবশ্যই বলব লিওনেল স্কালোনির কথা। একটানা এতদিন কোচ হিসেবে রয়েছে। দলটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দারুণ ভাবে। আমরা অপেক্ষা করে আছি আরও একটা ভাল ফাইনাল দেখার জন্য।’

জেতার খিদেতেই মেসি আলাদা: মাসচেরানো

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
আটলান্টা

১৬ জুলাই: আর্জেন্টিনা–ইংল্যান্ড ম্যাচ তখনও শেষ হয়নি। হসপিটালিটি বক্স থেকে নামতে শুরু করেছেন প্রাক্তন ফুটবলাররা। চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে গেলেন ডেভিড বেকহ্যাম। যন্ত্রণার ছবি চোখে–মুখে। এগিয়ে গিয়েও দেশের এই হার যেন মেনে নিতে পারছিলেন না। জন টেরি, রিও ফার্দিনান্দদের দেখেও মনে হচ্ছে শরীরটা জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই এমন একজন বেরিয়ে এলেন, যিনি লিও মেসির যন্ত্রণার দিনের সাক্ষী। জাতীয় দলের জার্সিতে বিশ্বকাপে মেসির পরপর হতাশার সাক্ষী। বিশ্বকাপ ফাইনাল হেরে কেঁদেছেনও একসঙ্গে। সেই জেভিয়ার মাসচেরানোকে সামনে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি হয়তো এদিনও কেঁদে ফেলবেন।

২০১৪ থেকে ২০১৬। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে সবচেয়ে খারাপ সময় বোধহয় কাটিয়েছেন মেসি। বিশ্বকাপ ফাইনালে হার। পরপর দু’বছর কোপা আমেরিকার ফাইনালে হার। অবসরের সিদ্ধান্ত। তারপর আবার ফিরে আসা। ২০১৮ বিশ্বকাপ থেকে বিদায়। মেসির সব যন্ত্রণা একসঙ্গে অনুভব করেছিলেন মাসচেরানো। বার্সিলোনায়, জাতীয় দলে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলা বন্ধু যখন আবার বিশ্বকাপ জয়ের সামনে, তিনি

তো আবেগতাড়িত হবেনই। পরিচিত আর্জেন্টিনার সাংবাদিককে দেখে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, ‘সত্যি কথা বলতে কী, স্নায়ুর চাপে ভুগছিলাম। উদ্বেগেও ছিলাম। তবে বিশ্বাস ছিল এই দলটার উপর। পিছিয়ে পড়ার পরেও বিশ্বাস অটুট ছিল। কী খেলাটাই না খেলল। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মানসিকতাতেই ফাইনালে আর্জেন্টিনা। সবার মতো আমিও স্বপ্ন দেখছি পরপর দু’বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। এই ফুটবলের পর স্বপ্ন দেখব না তো কবে দেখব?’

আর্জেন্টিনার হয়ে ১৪৭ ম্যাচ খেলা মাসচেরানো শুধু যে মেসির সতীর্থ ছিলেন তা নয়। গত এপ্রিল মাস পর্যন্ত ছিলেন ইন্টার মায়ামিতে তাঁর কোচ। ব্যক্তিগত কারণে এপ্রিল মাসে দায়িত্ব ছাড়েন। মেসির কোচ থাকার সময় বারবার বলেছেন, ‘আমরা আগে বন্ধু। তারপর বাকি সব কিছু। কোনও দায়িত্বই যাতে এই বন্ধুত্বে চিড় না ধরায়, আমি সবসময় সেটা মাথায় রাখি।’ আর্জেন্টিনা ফাইনালে উঠতেই বন্ধুকে নিয়ে বললেন, ‘দল পিছিয়ে পড়ার পর মেসির খেলাটা দেখলেন? ৩৯ বছর বয়সে ওর এই পারফরমেন্স চোখের সামনে দেখার পরও কেমন যেন ঘোর লাগে। বিশ্বাসই হতে চায় না। এই জেতার খিদেতেই মেসি সবার থেকে আলাদা। আর মেসি আছে বলেই আমরা বাকি সব দলের থেকে আলাদা।’

(আটলান্টা স্টেডিয়াম থেকে বেরোচ্ছেন মাসচেরানো। ছবি: প্রতিবেদক)

বিশ্বকাপে বিজয়নের কেরল সংস্কৃতি

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
আটলান্টা

১৬ জুলাই: আটলান্টা স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো বেশ আধুনিক। তবে সমস্যা এক জায়গাতেই। স্টেডিয়ামে মিডিয়ার মূল ঢোকার জায়গায় মাত্র একটি চেক পয়েন্ট। তাই ম্যাচ শুরুর আগে সেখানে দীর্ঘ লাইন। এক ঘণ্টা সেই লাইনে দাঁড়িয়ে মাঠে ঢুকতে হল। আর সেই লাইনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দর্শকদের ভিড়ে খুব চেনা একজনকে দেখা গেল। চোখে স্বভাবসিদ্ধ সানগ্লাস। গায়ে আর্জেন্টিনার নীল–সাদা জার্সি। সঙ্গে কেরলের সংস্কৃতি মেনে লুঙ্গি। তবে চমক এখানেই। আকাশি রঙা লুঙ্গির একটি ধারে আর্জেন্টিনীয় ফুটবলারদের পরপর ছবি।

চেনা সাংবাদিকদের দেখতে পেয়েই উচ্ছ্বসিত আইএম বিজয়ন। এই নিয়ে সাতটি বিশ্বকাপ দেখতে গোটা পৃথিবী ঘুরেছেন তিনি। আর্জেন্টিনার অন্ধ সমর্থক। বিজয়ন বলছিলেন, ‘আর্জেন্টিনা ছাড়া কেউ চ্যাম্পিয়ন হোক, সেটা কখনওই চাই না। আর আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতোই খেলছে। মেসিকে সামনে থেকে দেখা যে কোনও ফুটবলপ্রেমীর কাছে বড় প্রাপ্তি।’ আর বিশেষ লুঙ্গির কথা উঠতেই বিজয়ন হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ এটা তো স্পেশ্যাল হবেই। আমি কেরল থেকে এটা বানিয়ে এনেছি। আমাদের সংস্কৃতি এবং আর্জেন্টিনা প্রেমের মিশেল। অনেক আর্জেন্টিনীয় সমর্থক এটা দেখে ছবি তুলছেন।’

(আর্জেন্টিনার জার্সি ও বিশেষ লুঙ্গিতে বিজয়ন। ছবি: প্রতিবেদক)

ফ্যান ফেস্টে মারপিট, গ্রেপ্তার

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
আটলান্টা

১৬ জুলাই: আর্জেন্টিনা–ইংল্যান্ড সমর্থকদের মধ্যে গন্ডগোল যে একটা হবে সেটা আঁচ পাওয়া গিয়েছিল ম্যাচের আগেই। স্টেডিয়ামের বাইরে একে অপরকে যে টিপ্পনি তাঁরা ছুড়ছিলেন, তা থেকেই উত্তাপ ছড়ায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের জন্য এই ম্যাচ দু’দলের ফুটবলারদের কাছেই ছিল বেশ উত্তেজনার। মাঠে তা বারবার প্রতিফলিত হয়। আর সেটাই সঞ্চারিত হয় সমর্থকদের মধ্যে।

আটলান্টা স্টেডিয়ামের পাশে সেন্টিনিয়াল অলিম্পিক পার্কে বিশ্বকাপের ফ্যান পার্ক তৈরি করা হয়েছে। সেখানেই ম্যাচের পর দু’জনের সমর্থকদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সেই মারপিটের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ডের সমর্থকরা একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নির্বিচারে চলছে লাথি, ঘুষি। বাধ্য হয়েই ছুটে আসতে হয় স্থানীয় পুলিশকে। আরও একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ দু’দলের একজন করে সমর্থকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সময় মতো পুলিশ না এলে বড় ঘটনা ঘটতেই পারত এই ফ্যান পার্কে। প্রসঙ্গত, ম্যাচের আগের দিন এই শহরেই আর্জেন্টিনা সমর্থকদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সেলিব্রেশনকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘর্ষ হয়। লা বাটালার এবং প্লাজা হোসে সি পাজ, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থক গ্রুপের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ শুরু হয়। সেখানেও পুলিশকে এসে পরিস্থিতি সামলাতে হয়।

দু’পায়েই জাদু দেখাচ্ছে মেসি

● ৩ পাতার পর

ডান পায়ের এই বৈচিত্র মেসিকে আনপ্রেডিক্টেবল ফুটবলার করেছে। মেসির অ্যাসিস্ট এত নির্ভুল আর ভয়ঙ্কর হওয়ার একটা বড় কারণ ওর নিখুঁত ভিশন। মাঠে সতীর্থরা কে, কোথায় সেই মুহূর্তে রয়েছে সেটা মেসি বল পায়ে খেলতে খেলতেই, প্রয়োজনে মাথা না তুলেও, অথবা বলের থেকে চোখ না সরিয়েও পরিষ্কার পড়ে ফেলতে পারে। মেসির এই দক্ষতার কোনও সীমা–পরিসীমা নেই। নইলে কী আর আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের রেকর্ডের মালিকের নাম মেসি হয়?

দু’পায়ের যুগলবন্দিতে মেসি যখন বল নিয়ে বক্সের দিকে এগোয়, তখন বিপক্ষের বোঝা মুশকিল, কোন পায়ে শট নেবে ও। বাঁ পায়ের মতো ডান পায়ের ক্রস বা পাসে মেসি প্রচুর গোলের রাস্তা গড়েছে। যেটা প্রমাণ করে যে, মেসি দু’পায়ের শিল্পী ফুটবলার।

সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোল হজম করার পর আর্জেন্টিনা যখন ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সেই সময় ইংল্যান্ড অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয় মেসিদের হাতে। ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেলের শুরুর ৪–২–৩–১ ছক থেকে ৫–৪–১ ছকে চলে যাওয়াটা আমার মতে মারাত্মক ভুল। বড় কথা, যেখানে উল্টোদিকে মেসি আছে, সেখানে ওরকম ডিফেন্সিভ খেলে কতক্ষণ আর বাঁচা যায়? তাই যা হওয়ার ছিল, সেটাই হয়েছে।

মেসি যেন অদৃশ্য শিল্পী

কৌশিক সেন

আমি ফুটবল বোদ্ধা নই। ফুটবল ভালবাসি। ছোটবেলায় ফুটবল খেলতাম। ইস্টবেঙ্গলের অন্ধ সমর্থক। নিয়মিত বিশ্বকাপ আগে দেখেছি, এখনও দেখছি। কিন্তু ফুটবল বিশ্লেষণ করার মতো যে দক্ষতা, দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয়, বলা বাহুল্য সেটা আমার নেই। গত কয়েকদিন মনটা একটু বিষণ্ণ হয়েছিল। আর্জেন্টিনা–মিশর ম্যাচটাকে কেন্দ্র করে ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন অনেক কথা এসে পড়েছিল। ওই ম্যাচে ফুটবল বহির্ভূত যেসমস্ত কথাবার্তা উঠে এসেছে, তার মধ্যে সুস্থ রুচির কোনও ছাপ ছিল না। একটা চ্যাম্পিয়ন ফুটবল দলকে এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে মানুষ কীভাবে নর্দমায় টেনে নামিয়ে আনতে পারেন, এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য!

মিশরের সঙ্গে খেলাটায় রেফারির কিছু দোষত্রুটি থাকতেই পারে। কিন্তু যেভাবে আর্জেন্টিনা সেদিন ম্যাচটায় ফিরে এসেছিল, যেভাবে মেসি খেলেছিলেন, যেভাবে তাঁর সতীর্থরা খেলেছিল, সেটাকে উপভোগ না করে, সম্মান না দিয়ে, একটা গোটা দলকে এবং একজন ওইরকম অবিশ্বাস্য মানের ফুটবলারকে মুহূর্তের মধ্যে কাদায় নামিয়ে আনা, এটা আমাকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। এবং কোথাও আমার না–বোঝা অনেককিছুর মধ্যেও একটা জিনিস স্পষ্ট ছিল, বিশেষ করে, প্রি–কোয়ার্টারে আর্জেন্টিনার খেলা দেখে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এই টিমটা যদি সেমিফাইনালে ওঠে, তা হলে এই যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা আর্জেন্টিনা, অথবা বার বার গোল খেয়ে বার বার ফিরে আসা বিপজ্জনক এই দলটাকে সেমিফাইনালে আটকানো মুশকিল হবে। কার্যক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচে সেটাই ঘটল।

সম্প্রতি লন্ডনে ন্যাশনাল থিয়েটারে গিয়ে ওখানকার বুক স্টোর থেকে একটা বই কিনে এনেছিলাম। বইটার নাম, ‘দ্য ইনভিজিব্‌ল অ্যাক্টর’। বইটির রচয়িতা ইয়োশি ওইদা। ওঁর বিশ্বাস যে, সে–ই অভিনেতাকে আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগে, যে অভিনেতাকে দেখা যায় না। যে অভিনেতা দেখানোপনায় বিশ্বাসী নন। যে অভিনেতা প্রকাশের চেয়েও অপ্রকাশ্য থেকেই আরও বেশি করে দৃশ্যমান হয়ে ওঠেন। আমার কাছে লিওনেল মেসি হচ্ছেন সেইরকম একজন ‘ইনভিজিব্‌ল ফুটবলার’। এবারের বিশ্বকাপে তাবড় তাবড় ফুটবলারদের আমরা অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম। প্রথম সেমিফাইনালেই স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্সের খেলাটায় এমবাপে, ডেম্বেলের মতো ফুটবলারকে সত্যি সত্যিই অদৃশ্য হতে দেখলাম। ঠিক যেমন বুধবার রাতে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ম্যাচে আমরা ইংল্যান্ডের বেলিংহ্যাম কিংবা হ্যারি কেনকে দেখলাম খুঁজেই পাওয়া গেল না মাঠে। রোনাল্ডোকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। মেসি যে ম্যাচে গোল করেননি সেই ম্যাচগুলিতে দীর্ঘ একটা সময় জুড়ে মনে হয়েছে মেসি কোথায়? এমনকী, একটু খেয়াল করে দেখবেন, যে ম্যাচগুলিতে মেসি গোল করেছেন, তখনও মনে হয়েছে, মেসি কোথায়? কিন্তু বার বার মেসি প্রমাণ করে দিয়েছেন, বুঝিয়েছেন তিনি ঠিক কোথায় আছেন! এই সেমিফাইনালেও আবার বুঝিয়ে ছাড়লেন। তাও একবার ছেড়ে দু’বার। মেসি ঠিক কোথায়, সেটা আর্জেন্টিনার দুটো গোলের সময়ই আমরা হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম। এটাই হচ্ছে ইয়োশি ওইদার ভাষায় ‘দ্য ইনভিজিব্‌ল অ্যাক্টর’–এর মতোই ‘দ্য ইনভিজিব্‌ল ফুটবলার’। এক অদৃশ্য শিল্পী, যিনি নিজেকে খুব কম প্রকাশ করেন, যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই করেন। কিন্তু যেটুকু করেন, যখন করেন, আমরা পুরোটা দেখতে পাই।

ফুটবল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমস্ত লোকেরা একত্রিত হয়েছেন এই ফুটবল উৎসবে। অনেককে হয়তো শেষবারের মতো দেখলাম। তাঁদের মধ্যে মেসির সঙ্গে বাকিদের পার্থক্য বোধহয় এখানেই— অদৃশ্য হয়ে থাকা! এটা আয়ত্ত করা কী কঠিন এবং অসম্ভব কাজ, তা যাঁরা সরাসরি খেলাটার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আমি দর্শক হিসেবে শুধু আমার অনুভবটুকু বলতে পারি। আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়নের মতো খেলছে, তবু সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েও সেই অদৃশ্য অভিনেতার মতো সেই খেলোয়াড়টির কথাই বলব, যাঁকে মনে হচ্ছিল, না, এবার আর হল না, এবার আর পারলেন না, কিন্তু সেই মেসি কী অবিশ্বাস্য ভাবে বার বার আর্জেন্টিনার জয়ে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন!

(লেখক বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার)

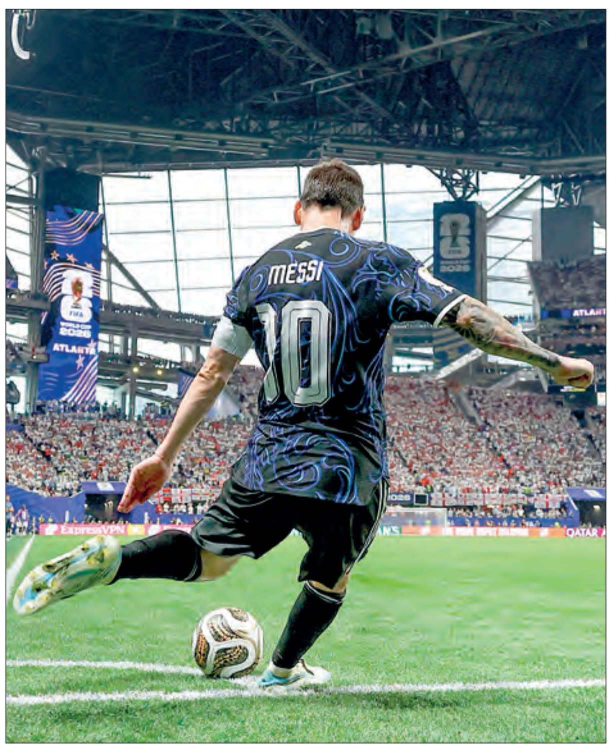
তাঁর পায়ে বল মানে শিল্পের ছোঁয়া। ছবি: এএফপি

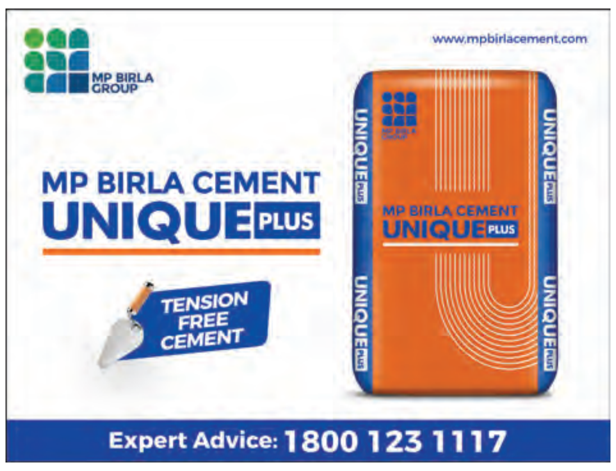

গোল্ডেন বুট

এগিয়ে লিও

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্বকাপে দু’বার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল জিতেছেন। ২০২২–এ হয়েছেন চ্যাম্পিয়নও। কিন্তু একবারও গোল্ডেন বুট না পাওয়ার আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে লিওনেল মেসির। এবার প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে তিনি যেন সেই বুট জেতার অগ্রিম বার্তাই দিয়ে রেখেছিলেন। তবে লড়াই সহজ ছিল না। প্রথম দিন থেকে লিওকে তাড়া করেছেন কিলিয়ান এমবাপে, হ্যারি কেন, আর্লিং হালান্ডের মতো নতুন প্রজন্মের তারকারা। তাঁদের ভিড়ে ৩৯ বছর বয়সি মেসির ছুটতে থাকা অনেকের কাছেই আশ্চর্যের। তবে মেসি তো মেসিই। অসম্ভবকে সম্ভব করাই একমাত্র কাজ। এই বিশ্বকাপেও সেটা প্রমাণ করেছেন। যা পরিসংখ্যান, তাতে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে মেসির সঙ্গে এমবাপে এখনও টিকে আছেন। তবে কিঞ্চিৎ এগিয়ে মেসি।

চলতি বিশ্বকাপে দু’জনেরই গোল সংখ্যা ৮। তারপরেও কেন এগিয়ে রাখা মেসিকে? কারণ, অ্যাসিস্টের দৌড়ে এগিয়ে আছেন তিনি। দৌড়ে থাকা ফুটবলারদের গোল সংখ্যা সমান হলে তখন অ্যাসিস্ট দেখা হয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিতে আর্জেন্টিনার দুটি গোলই এসেছে মেসির অ্যাসিস্ট থেকে। সবমিলিয়ে এখন তাঁর অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৪। এমবাপের ৩। তবে ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনার একটি করে খেলা বাকি। এমবাপেরা ব্রোঞ্জ পদকের জন্য তৃতীয় স্থানাধিকারী ম্যাচ খেলবেন। মেসিরা খেলবেন ফাইনাল। তাই দু’জনের সামনেই গোল এবং অ্যাসিস্ট পরিসংখ্যান ওলট–পালটের সুযোগ আছে।

খুনের হুমকি! আত্মগোপন ক্যাম্পাজের

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
আটলান্টা

১৬ জুলাই: ১৯৯৪ এবং ২০২৬— ঘটনা প্রবাহ হুবহু মিলে যাচ্ছে। আবার সেই আমেরিকার মাটিতে বিশ্বকাপ। আবার কলম্বিয়ার ড্রাগ মাফিয়াদের জুয়ায় টাকা লাগানো। ম্যাচ হারের পর প্রবল ক্ষতি। সেখান থেকে কলম্বিয়া জাতীয় দলে একজনকে খলনায়ক বেছে নেওয়া এবং তাঁকে লাগাতার খুনের হুমকি দেওয়া। পার্থক্য হচ্ছে, ১৯৯৪ বিশ্বকাপে আত্মঘাতী গোল করার পর কারও বারণ না শুনে কলম্বিয়া ফিরেছিলেন আন্দ্রে এস্কোবার। বলেছিলেন, ‘এই দেশে আমার ক্ষতি কে করবে।’ ফল? কলম্বিয়ায় ফেরার পর একদম সামনে থেকে ১২টি গুলি চালানো হয় তাঁকে। রক্তে ভেসে যায় চারিদিক। পড়ে থাকে এস্কোবারের নিথর দেহ। এবারও সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কলম্বিয়া হেরে যাওয়ায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে কালোবাজারে টাকা লাগানো সেদেশের মাফিয়ারা। আর এখন তাদের চক্ষুশূল কলম্বিয়ান স্ট্রাইকার জ্যামিনটন ক্যাম্পাজ। সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের নকআউটের ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ে একটা সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। ফলে খেলা টাইব্রেকারে গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত হারতে হয় কলম্বিয়াকে। তারপর থেকেই মৃত্যুভয়ে দিন কাটছে ক্যাম্পাজের। সরাসরি তাঁকে এস্কোবারের মতো পরিণতির হুমকি দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, খুনের হুমকি পৌঁছেছে তাঁর পরিবারের কাছেও।

কলম্বিয়ার অন্যতম আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল টুমাকোতে জন্ম ক্যাম্পাজের। চরম দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে বড় হওয়া। ভাল থাকার জন্য বেছে নেন ফুটবলকে। আজ সেই ফুটবলই তাঁর মৃত্যু পরোয়ানা। তাই সুইৎজারল্যান্ড ম্যাচের পর যখন তাঁর সতীর্থরা দেশে ফিরে গিয়েছেন, ক্যাম্পাজ তখন নিজেকে আত্মগোপনে রেখেছেন। সেখান থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে ক্ষমা চেয়েছেন কলম্বিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে। লিখেছেন, ‘ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখেছি দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলব। গোল করব। আমি দুঃখিত আপনাদের আনন্দ দিতে পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই মুহূর্তে আমাদের বিশ্বাসে ফারাক হতে পারে, কিন্তু আমাদের এভাবে ভয় পেয়ে বেঁচে থাকাকে কোনও প্যাশনের নামে যুক্তিগ্রাহ্য করা যায় না।’ গোটা ঘটনাটি নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে কলম্বিয়া ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকেও। সঠিক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে, ৩০ বছর পেরিয়ে গেলেও ড্রাগ মাফিয়াদের অন্ধকার শাসন থেকে মুক্তি পেল না কলম্বিয়া।

দিয়েগোকে উপহার মেসির

● ৩ পাতার পর

আটলান্টায় তখন বাকি আর্জেন্টিনীয় ফুটবলাররা তৈরি। মাঠে ঢুকবেন। মেসি আসেননি। গোটা দল অপেক্ষায় তাঁর জন্য। তিনি এলে একসঙ্গে সবাই মাঠে ঢুকলেন। ম্যাচ চলাকালীন ইংল্যান্ড মেসিকে একটা ট্যাকল করলে, যে ফুটবলার ট্যাকল করেছেন, পরের মিনিট দশেকে অন্তত চার থেকে পাঁচটা ট্যাকলের মুখোমুখি তাঁকে হতেই হবে। মেসির জন্য জানকবুল, আর্জেন্টিনীয় ফুটবলারদের এই মানসিকতাতেই ফাইনালে আর্জেন্টিনা।

ম্যাচের পর আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা ফকল্যান্ড নিয়ে একটা ব্যানার মেলে ধরেন। স্প্যানিশ শব্দগুলোর বাংলা অর্থ, ‘মালভিনাস (ফকল্যান্ড) আমাদের।’ আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা ভালই জানতেন, রাজনৈতিক ব্যানার প্রদর্শন ফিফা ভালভাবে নেবে না। শাস্তির মুখে পড়তে হবে। সেটাই হতে চলেছে। তারপরেও ম্যাচটা ছিল আর্জেন্টিনা ফুটবলারদের কাছে আবেগের ম্যাচ। তাঁরা ঠিক করেই নিয়েছিলেন, এই ব্যানার তাঁরা প্রদর্শন করবেনই। ঘটল মজার ঘটনাও। ইংল্যান্ড গোলরক্ষক পিকফোর্ড সব সময় একটা জলের বোতল সঙ্গে রাখেন। সেখানে লেখা থাকে বিপক্ষ দলের ফুটবলাররা কোন দিকে পেনাল্টি শট নেন। ম্যাচের পর খোঁজ মিলল পিকফোর্ডের সেই বোতল। সেখানে লেখা ছিল আর্জেন্টিনার কোন ফুটবলার টাইব্রেকার হলে কোন দিকে পেনাল্টি নেবেন। যেটার আর প্রয়োজনই রাখেনি আর্জেন্টিনা। এই বোতল নিয়ে হাসি–ঠাট্টায় মাতেন মেসিরা।

এক গোলে পিছিয়ে পড়তেই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্জেন্টিনা। ইংল্যান্ডের গোল পাওয়া এবং আর্জেন্টিনার সমতা ফেরানোর মাঝের সময় মেসিদের বল পজেশন প্রায় ৯০ শতাংশ। ইংল্যান্ডকে তখন ছিঁড়ে খাচ্ছে আর্জেন্টিনা। মাঠের উৎসব ড্রেসিংরুমেও। গানের সুরে নাচতে নাচতে হঠাৎই সবাই স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর গান ধরেন, ‘ইংল্যান্ডের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করুন। কারণ তাঁরা মৃত’!

ম্যাচের পর মেসি বললেন, ‘শেষ চার বছর ধরে আমরা সেরা দল। কারওর ভাল না লাগলেও সত্যি। আজ আবার প্রমাণ হয়েছে। পরপর দু’বার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আমরা দল হিসেবে খেলছি। সেই দল সবাইকে অবাক করে দিচ্ছে। ইংল্যান্ডের প্রথম গোলের পর বুঝতে পেরেছিলাম ইংল্যান্ড আর গোল দিতে চাইছে না। বিশ্বাস করেছিলাম এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।’ জুড়ে দিলেন, ‘আজকের জয় দিয়েগো (মারাদোনা) নিশ্চয়ই উপর থেকে উপভোগ করেছেন। খুশি হয়েছেন। আজকের দিনটা ওঁর জন্যও স্পেশ্যাল। এই জয় ওঁকে আমাদের উপহার। এখন আর একটা সিঁড়ি বাকি। সবাই জানি স্পেন কতটা কঠিন দল। ওদের খেলা দীর্ঘদিন ধরেই দেখি। সেটা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি শুরু করব। আশা করি উপভোগ্য ম্যাচ হবে।’ কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেছেন, ‘যখন শেষের দিকে ম্যাচ চলে এসেছিল, তখনও ছেলেদের মাথায় এটা আসেনি যে হেরে গেলে ছিটকে যাব। ওরা চেয়েছে ফুটবলটা উপভোগ করতে। এই দলটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করছে।’

তখন মেসিদের উৎসব চলছে। মেসিকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন সতীর্থ। গ্যালারিতে মেসি, মেসি স্লোগান। হঠাৎ মেসি এগিয়ে গেলেন। গ্যালারিকে ইশারায় বোঝালেন। তিনি নন। এই জয় গোটা দলের। স্লোগান উঠল আর্জেন্টিনার নামে। এভাবেই আমি থেকে আমরা হতে পেরেছে আর্জেন্টিনা। পেরেছে বলেই আবার চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন দেখছে।

‘খলনায়ক’ টুখেলের চাকরি হয়তো যাচ্ছে না

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে ১–২ হেরে বিদায় ইংল্যান্ডের। অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে এগিয়েও শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় স্বপ্নভঙ্গ হ্যারি কেন, জুড বেলিংহ্যামদের। পরিসংখ্যান বলছে, গোল করে এগিয়ে যাওয়ার পর ইংল্যান্ডের বল পজেশন ছিল মাত্র ১২ শতাংশ! কোচ টমাস টুখেলের অতি রক্ষণাত্মক মানসিকতা এবং ভুল রণকৌশলেই যে ইংল্যান্ড ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায়, তা স্পষ্ট। অতি–রক্ষণাত্মক কৌশলের ত্রুটি মেনে নিয়ে অধিনায়ক কেন বলেছেন, ‘১–০ এগিয়ে যাওয়ার পর আমরা শুধু লিড ধরে রাখতে চেয়েছিলাম, যা এই স্তরে যথেষ্ট নয়।’ আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর প্রসঙ্গে কেন বলেন, ‘এখনই অবসর নিয়ে কথা বলার সময় আসেনি। নিজের কেরিয়ারের কোনও গণ্ডি টেনে দিতে চাই না।’

চরম হতাশাজনক এই পরাজয়ের পর টুখেল বলেছেন, ‘কোনও আফসোস নেই। এখনও একটা ম্যাচ বাকি। তারপর ঘরের মাঠে ইওরো কাপ রয়েছে।’ ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি প্রাক্তন ফুটবলারদের একটা বড় অংশ যখন বুধবার রাতের এই পরাজয়ের জন্য কোচ টুখেলকে কাঠগড়ায় তুলছেন, সেই সময় চাকরি হারানোর জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী মার্ক বুলিংহাম কোচের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ‘এত কাছাকাছি এসে ছিটকে যাওয়াটা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তবে খেলোয়াড়রা এবং টমাস এদিনের ম্যাচে নিজেদের সবটা উজাড় করে দিয়েছে।’ আপাতত ২০২৮ সালের ঘরের মাঠের ইওরো কাপ পর্যন্ত টুখেলের চুক্তি বহাল থাকছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ক্ষোভ উগরে দিয়ে ওয়েন রুনি বলেন, ‘খেলোয়াড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে টুখেল বিপদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।’ মাইকেল আওয়েন, অ্যালান শিয়ারারও কোচের কৌশলের সমালোচনা করেছেন। আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজ সমতা ফেরানোর পর সংযুক্তি সময়ে লাওতারো মার্টিনেজের গোল ইংল্যান্ডের স্বপ্ন ভেঙে দেয়। জয়ের পর চেলসি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ক্লাবের তারকা এনজোর গোল উদ্‌যাপনের পোস্ট শেয়ার করলে ক্ষুব্ধ ইংরেজ সমর্থকদের প্রতিবাদে তা ডিলিট করতে বাধ্য হয়।

হাইভোল্টেজ এই সেমিফাইনাল মাঠ ও মাঠের বাইরেও চরম উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। প্রথমার্ধে দুই পক্ষই যথেষ্ট ফাউল করে। লিওনেল মেসির সঙ্গে জুড বেলিংহ্যামের বাদানুবাদ এবং পরবর্তীতে আর্জেন্টিনার ভ্যালেন্টিন বার্কোকে বেলিংহ্যামের চড় মারার ঘটনা ক্যামেরায় ধরা পড়লে বিতর্ক চরমে পৌঁছোয়। আর হারের পর আটলান্টার রাস্তায় ইংরেজ সমর্থকদের ক্ষোভ ও দাঙ্গা সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় এবং বেশ কয়েকজন সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়।

হ্যারি কেনকে সান্ত্বনা লিওনেল মেসির।